চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 127 Saturday, 8 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১২৭ সংখ্যা ❋ ২৪ চৈত্র, ১৪২৯, শনিবার, ৮ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ডিএ নিয়ে ফের বড় শর্ত আরোপ!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ ৭১ তম দিনে পড়ল বকেয়া ডিএ দেওয়ার দাবিতে শহিদ মিনারের নীচে আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থান বিক্ষোভ। অন্যান্য রাজ্যের মহার্ঘ ভাতার অঙ্ক তুলনায় বেশি হলেও এর রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রীয় হারের তুলনায় অনেকটাই কম। এই অভিযোগে শহিদ মিনারের নীচে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার দাবি সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে এক ছাতার তলায় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মচারীরা। এই পরিস্থিতিতে ইতিমধ্যেই ডিএ ইস্যু নিয়ে রাজ্যকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ এপ্রিলের মধ্যে যৌথ মঞ্চের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে রাজ্য সরকারকে। গত বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ডিএ আবেদন নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। সরকারের সঙ্গে ডিএ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা শুরু হওয়া উচিত। আন্দোলনকারীদের তরফে ৩ জন থাকতে পারেন। সরকারের তরফে মুখ্যসচিব বা এই স্তরের আধিকারিক আলোচনায় থাকুন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাঙ্গনমের নির্দেশে অনুযায়ী, কর্মচারী সংগঠনের তরফে কোনও তিন জন আলোচনায় যোগ দেবেন, তাঁদের নাম আগে থেকে দিয়ে দিতে হবে। রাজ্য সরকারের তরফে থাকবেন মুখ্যসচিব, অর্থসচিব সহ দ্বায়িত্বশীল পদে থাকা ব্যক্তিরা। এই আলোচনা থেকে ডিএ সমস্যার ইতিবাচক সমাধান বেরিয়ে আসবে বলে আশা আদালতের। এর আগে বারংবার আলোচনা প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেও

আদালতের নির্দেশে এবার আলোচনায় বসার সম্ভাবনা অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। দীর্ঘদিন থেকে দাবি জানালেও আদালতের নির্দেশে যদি রাজ্য সরকার আলোচনায় বসতে চায়, তাহলে তাদের স্বাগত জানাবেন বলেই জানিয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আন্দোলনকারীরা। যদিও আলোচনায় রাজি থাকলেও তিনটি শর্ত আরোপ করেছে যৌথ মঞ্চ-১) ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে যে মামলা করেছে, তা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনকারীদের দাবি, রাজ্যের সাধারণ মানুষের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে বারবার মামলা করে অহেতুক বিলম্ব করছে রাজ্য। ২) ১০ মার্চ প্রশাসনিক ধর্মঘটে অংশ নেওয়া সরকারি কর্মীদের কাছে পাঠানো শো কজ নোটিস প্রত্যাহার করতে হবে। গণহারে যেভাবে রাজ্যের আন্দোলনকারী সরকারি কর্মচারীদের শোকজ করা হয়েছিল, সেই প্রত্যেকটি শোকজকে ফিরিয়ে নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ৩) আন্দোলনকারী সরকারি কর্মীদের শাস্তিমূলক বদলির নির্দেশ বাতিল করতে হবে। আন্দোলনকারী অনেক সরকারি কর্মচারীকেই রুটিন বদলি বলে বদলি করা হলেও, তা আসলে প্রতিহিংসামূলক বদলি বলেই মনে করছেন আন্দোলনকারীরা। তাই প্রত্যেকের বদলির আদেশ পুনর্বিবেচনা করে তাদেরকে আগের জায়গায় বহাল করতে হবে। তবে আগামী ১০ এবং ১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারী রাজ্য সরকারি কর্মীদের ধর্না কর্মসূচি বহাল থাকছে বলেই জানানো হয়েছে আন্দোলনকারীদের তরফে। এমনকি, এই দুদিনের মধ্যে কোনও একদিন যদি রাজ্য আলোচনার টেবিলে বসার আহ্বান জানায় এবং শর্ত মেনে নেয়, তাহলেও দিল্লির ধর্না হবে। তবে রাজ্য সরকারের তরফে আদালতের নির্দেশ মেনে আলোচনায় বসা হবে কি না, সেই নিয়ে আদৌ নিশ্চিত নন আন্দোলনকারীরা।

দেশজুড়ে ফের বাড়ছে করোনা সংক্রমণ!

তৎপর নবান্ন! নেওয়া হল একগুচ্ছ পদক্ষেপ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ ফের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ইতিমধ্যেই সব রাজ্যকে কড়া সতর্কতা কেন্দ্রের। সরকারি নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে করোনাভাইরাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণের পদ্ধতি, লক্ষণ এবং উপসর্গের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি মিল রয়েছে। তাই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপস্থিত চিকিৎসকদের মধ্যে দ্বিধা কাজ করতে পারে। তাই অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এদিকে দেশজুড়ের করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এবার তৎপর নবান্ন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকের পরই হাসপাতালগুলিতে করোনা চিকিৎসার জন্য যন্ত্রপাতিগুলি কি অবস্থায় রয়েছে, সব পরিকাঠামো পর্যাপ্ত রয়েছে নাকি যাবতীয় বিষয়ের রিভিউ করার প্রক্রিয়া শুরু করল রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার প্রক্রিয়াও শুরু করছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে এ রাজ্যকেও সার্ভেলেন্সের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে বলা হয়। তিন বছর পরও পিছু ছাড়েনি করোনাভাইরাস। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ভারতে ফের মাথাচাড়া দিয়েছে কোভিড ১৯-এর সংক্রমণ। প্রাথমিক ভাবে গুজরাত, কেরল, মহারাষ্ট্রে সংক্রমণের ঘটনা ধরা পড়লেও ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়ছে অন্য রাজ্যগুলিতেও। ঊর্ধ্বমুখী কোভিড সংক্রমণ ভাবাচ্ছে কেন্দ্রকে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫০ জন। যা গতকালের থেকে প্রায় ১৩ শতাংশ বেশি। বৃহস্পতিবার দেশে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫ হাজার ৩৩৫ জন। দৈনিক আক্রান্ত বেড়ে চলায় দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে। দেশে এখন সক্রিয় রোগী রয়েছেন ২৮ হাজার ৩০৩ জন। আক্রান্ত বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কোভিডের জেরে মৃত্যুর ঘটনাও সামনে এসেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ জনের মৃত্যুর খবর জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুসারে বর্তমানে পজিটিভ কেসের সংখ্যা বেড়ে ২৫,৫৮৭ দাঁড়িয়েছে। গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর মোট ৪,৭৭৭টি পজিটিভ কেস ধরা পড়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ওয়েবসাইটের

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জাতীয় কোভিড-১৯ সুস্থতার হার ছিল ৯৮.৭৫ শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় ২,৮২৬ জন রোগী সুস্থ হয়েছেন, এখন মোট সুস্থের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪১,৮২,৫৩৮ হয়েছে। অন্যদিকে করোনা ভারতের জন্য যেন বিপজ্জনক না হয়ে ওঠে, তাই আগে থেকেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া আগেই বলেছিলেন, সমস্ত রাজ্যের হাসপাতাল-নার্সিংহোমগুলিকে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। করোনা ঠেকানোর সবরকম ব্যবস্থা যেন থাকে তা খতিয়ে দেখবে কেন্দ্র। করোনা ঠেকাতে রাজ্যে রাজ্যে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন, সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলি কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে নজরদারি চালানো হবে। আগামী দিনে যদি কোভিডের কোনও ঢেউ আসে, তবে তার মোকাবিলার জন্য রাজ্যে রাজ্যে হাসপাতালগুলি কতটা প্রস্তুত, মহড়ার মাধ্যমে দেখে নেওয়া হবে সেটাই। এই উদ্যোগকেই বলা হচ্ছে মক ড্রিল। করোনা-প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই এই আয়োজন। স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া উপস্থিত থাকবেন রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে। এই মহড়ায় অংশ নেবেন সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীও। করোনা নিয়ে উদ্বেগজনিত পরিস্থিতিতে আজ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক চিকিৎসক। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত চিকিৎসককে ফের শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। কোভিড বিধি মেনে চলা এবং করোনা সংক্রান্ত গুজব যাতে না ছড়ানো হয়, আজ সেই আবেদন জানিয়েছেন মাণ্ডবিয়া। চিকিৎসকদের কাছে সঠিক তথ্য পরিবেশনের আবেদনও জানানো হয়েছে। মক ড্রিলে কী কী খতিয়ে দেখা হবে? কোভিড ঠেকাতে কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল-নার্সিংহোমগুলি। জেলায় জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবা কেমন, করোনা আক্রান্তদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা কেমন, কোভিড টেস্ট কেমন হচ্ছে। তাছাড়া দেখা হবে, হাসপাতালগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ডের হাল কেমন, আইসোলেশন বেড কত আছে, অক্সিজেন বেড ও আইসিইউ বেড কটা রয়েছে। ভেন্টিলেটর বেডের সংখ্যা কত, সঙ্কটাপন্ন কোভিড রোগীদের জন্য ভেন্টিলেটর ও তরল অক্সিজেন কী পরিমাণে রয়েছে।

সমন্বয় বদলে গেল সংঘাতে?

উপাচার্যদের পাঠানো চিঠি প্রত্যাহার করতে রাজ্যপালকে অনুরোধ শিক্ষামন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ রাজভবন থেকে সম্প্রতি চিঠি পাঠানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চিঠিতে বলা হয়েছে, সরাসরি রিপোর্ট পাঠাতে হবে রাজভবনে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠাবেন আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে। আর এই চিঠি নিয়েই ফের কি রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের

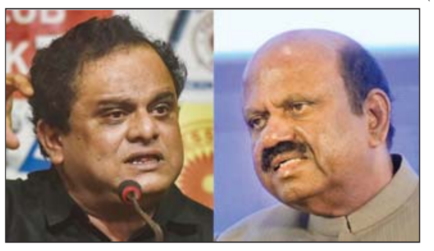

বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে? কারণ, এবার সেই চিঠির নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজভবন থেকে পাঠানো ওই চিঠি যাতে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, রাজ্যপালের কাছে সেই অনুরোধও করলেন শিক্ষামন্ত্রী। বললেন, ‘‘রাজ্যপালের কাছে আমি অনুরোধ করব, রাজভবন থেকে যে চিঠি গিয়েছে, তা যেন প্রত্যাহার করা হয়। কারণ, এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়।’’ শুধু তাই নয়, রাজভবন থেকে উপাচার্যদের পাঠানো ওই চিঠির আইনি বৈধতা নিয়েও সংশয় রয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর মনে। এই চিঠির বিষয়ে আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। বললেন, ‘‘আমি যতদূর জানি, এর কোনও আইনি সংস্থান নেই। এই চিঠির কোনও আইনি ভিত্তি নেই বলেই আমি জানি। রাজ্যপাল আইনিভাবে চলতে ভালবাসেন। আমাদের একাধিকবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি আইনের মান্যতার কথা বলেছিলেন। তাই আমরা আইনি পরামর্শ করে দেখব। ইতিমধ্যেই উচ্চশিক্ষা দফতর আইনি পরামর্শ চেয়েছে।’’ আইনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ছাড়াও, এই চিঠির নৈতিকতা নিয়েও আপত্তির কথা শোনালেন ব্রাত্য বসু। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন রয়েছে। খুব অবাঞ্ছিত ঘটনা ছাড়া উচ্চশিক্ষা দফতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাজে খবরদারি করতে চায় না। তাছাড়া প্রত্যেক উপাচার্যেরও মর্যাদা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনের গরিমার কথা মনে করিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধ, রাজ্যপাল যেন সেই চিঠি প্রত্যাহার করে নেন। আর এখান থেকেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি আবার রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে? উল্লেখ্য, এর আগে রাজভবনের বাইরে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন রাজ্যপাল ও শিক্ষামন্ত্রী। সেই সময় সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন ব্রাত্য। বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের পর্বে ইতি পড়ছে। কিন্তু রাজ্যপালের চিঠি নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর এমন মন্তব্য আবার সেই দ্বন্দ্বের প্রশ্ন উসকে দিচ্ছে বিভিন্ন মহলে।

আজ থেকেই জেলা সফরে অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে পিছিয়ে পড়া জেলাতেই বেশি করে নজর দিতে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই এবার সংগঠনে জোর দিতে জেলায় জেলায় সফর সারবেন তিনি। তেমনই খবর দলীয় সূত্রের। আগামিকাল, শনিবার আলিপুরদুয়ার দিয়ে যা শুরু হতে চলেছে। আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, আরামবাগের মতো জায়গায় লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে খারাপ ফল করেছিল তৃণমূল। দলীয় অন্তর্দন্তে উঠে আসে এই সমস্ত জায়গায় সাংগঠনিক দিক থেকে মোটেও ভাল জায়গায় নেই তারা। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার ও বাঁকুড়ায় লোকসভা ও বিধানসভা দুই নির্বাচনেই ফল খারাপ হয়েছিল। দিনাজপুরে খারাপ ফল হয় লোকসভা নির্বাচনে। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হাতছাড়া হয় আরামবাগ। সব কিছু দেখেশুনে তাই জেলা সফরের প্রথম পর্বে এই সমস্ত জায়গাতেই প্রথম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক। আগামিকালের পরে বেশ কিছু সম্ভাব্য তারিখ রয়েছে। এ ছাড়া এই সব জায়গায় সংগঠনের রাশ আলগা বলেই অভিযোগ রয়েছে দলের নিচুস্তর থেকেই। তাই এখানেই পঞ্চায়েত ভোটের আগে বাড়তি নজর রয়েছে। সফরসূচির অধিকাংশ জেলাতেই তৃণমূলের সংগঠন খানিকটা হলেও দুর্বল। বিশেষত উত্তরের দুই জেলায়। তাই সেখান থেকেই সংগঠন ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু করতে চান অভিষেক, এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ। অন্যদিকে, বাঁকুড়া, আরামবাগেও সংগঠন নিয়ে চাপ আছে। তাই সেখানেও প্রচারে যাবেন অভিষেক নিজে। কালীঘাটে দলের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছিলেন তিনি মাসে অন্তত তিনবার বিভিন্ন জেলায় দিয়ে সংগঠনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখবেন। এ বার দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রিল থেকে জেলা সফর শুরু করছেন। পঞ্চায়েত ভোটের আগে কোমর বেঁধে নামছে তৃণমূল। কালীঘাটে দলের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী জানিয়েছিলেন, তিনি মাসে অন্তত তিনবার বিভিন্ন জেলায় গিয়ে সংগঠনের কাজকর্ম খতিয়ে দেখবেন। এ বার দলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগামিকাল ৮ এপ্রিল থেকে জেলা সফর শুরু করছেন।

পার্থর সামনে পড়ে গেলেন কুন্তল, প্রেসিডেন্সি জেলে তুলকালাম! ছুটে এলেন রক্ষীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ জেলেও তু তু ম্যাঁয় ম্যাঁয়! এবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ভিতরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কুন্তল ঘোষের চরম বিবাদ। এই প্রথম দু' জনের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা হয়। পার্থর অভিযোগ, অহেতুক কুন্তল বার বার তাঁর নাম নিয়েছে। অথচ পার্থর দাবি, তিনি কুন্তলকে চেনেনই না। কুন্তলের সঙ্গে এই নিয়ে ঝামেলা হয় কুন্তল-পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে পার্থ-কুন্তল মুখোমুখি হতেই শুরু হয় বাক-বিতণ্ডা। পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকেন দু' জনে। পরে জেল অধিকারিকরা

এসে দু' জনকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল একাধিক বার কেন্দ্রীয় এজেন্সির কাছে অভিযোগ করেছেন, তিনি পার্থ ঘনিষ্ঠর মাধ্যমে টাকা পৌঁছত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ফলে কুন্তল বার বার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিয়েছেন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায়। কিন্তু পার্থ অভিযোগ, কুন্তলকে তিনি চেনেন না। কোনও যোগাযোগ ছিল না। কেন অহেতুক বার বার তাঁর নাম নেওয়া হচ্ছে? এই বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্থ-কুন্তলের মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। কথা কাটাকাটি থেকে বাক-বিতণ্ডা বাঁধে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্সি জেলের অন্দরেও চাঞ্চল্য ছড়ায়। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে আর এক অভিযুক্ত তাপস মণ্ডলের সঙ্গেও কুন্তলের ঝামেলা হয়েছিল। কারণ তাপস মণ্ডল অভিযোগ করেছিলেন, চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৯ কোটি টাকা নিয়েছিলেন কুন্তল ঘোষ। বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়েছিলেন চাকরি করে দেওয়ার নাম করে। কিন্তু টাকা নিয়েও চাকরি দেননি। এমন কি, টাকাও ফেরত দেয়নি কুন্তল। অন্য দিকে কুন্তলের অভিযোগ, তাপস মণ্ডলের থেকে ৩০ কোটি টাকা পাওনা ছিল তাঁর। তার মধ্যে ১৯ কোটি টাকা তাপস দিয়েছিল কুন্তলকে। তাপসের অভিযোগ, চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি করে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থীরা চাপ দিচ্ছিলেন তাপসকে। কারণ তাপসই কুন্তলের কাছে চাকরি প্রার্থীদের পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি না পাওয়ায় তাপসকে টাকা ফেরত পাইয়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। আর সে কারণে কুন্তলের কাছে তিনি টাকা চান ফেরত। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তাপস-কুন্তল চরম বিবাদ হয়। সেই ঝামেলার জল গড়ায় জেলের মধ্যেও। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও অতিষ্ঠ হয়ে ছিলেন কুন্তলর উপর। কুন্তলের মুখোমুখি হতেই তার উপরে ক্ষোভ উগরে দেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। সব মিলিয়ে বলা যায়, জেলের ভিতরেও শান্তি নেই।

পুরসভার চাকরিতে অয়নই ‘মুশকিল আসান’, কমিশন দিলেই মিলত নিয়োগ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যখন একের পর এক চোখ ছানাবড়া হওয়ার মতো তথ্য সামনে আসছে, তখন পুরসভায় ভুয়ো নিয়োগ নিয়েও ইডি সূত্রে উঠে আসছে নানা তথ্য। ইডি সূত্রে খবর, পুরসভায় ভুয়ো নিয়োগেও ছিল কমিশনপ্রথা। পুরসভায় যে পদেই নিয়োগ হয়ে থাকুক না কেন, প্রত্যেক প্রার্থীর নিয়োগ বাবদ অয়ন শীল ১ লক্ষ টাকা করে নিতেন। এটা অয়নের কমিশন ছিল বলেই ইডি সূত্রে তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯০টি পুরসভায় অয়নের মাধ্যমে ৫ হাজারের বেশি নিয়োগ হয়েছে। এসএসসিতে নিয়োগ হয়েছে ১ হাজার। স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগে অয়নের আবার কমিশন ছিল আলাদা। এখানেই শেষ নয়। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, কমিশন ছাড়াও আরও নানা পথে অয়নের পকেটে ঢুকত টাকা। আপাতত পুরসভায় নিয়োগে অয়নের ১২ কোটি টাকার লেনদেনের হিসাব সামনে এসেছে বলে ইডি সূত্রে খবর। তবে পুরোদমে তদন্ত শুরু হলে টাকার অঙ্ক বাড়বে বলেই মনে করছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। ইডির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পানিহাটি, হালিশহর, কামারহাটি পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে অয়ন শীলের সংস্থার হাত ধরে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আগে পর্যন্ত কলকাতা পুরনিগম বাদ দিয়ে রাজ্যের আর কোনও পুরনিগম বা পুরসভা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের আওতাধীন ছিল না। ফলে সেই সময় এই পুরসভা বা পুরনিগমে নিয়োগের ক্ষেত্রে পুরসভার চেয়ারম্যান বা সেই প্রতিষ্ঠান গঠিত কমিটি ছিল শেষ কথা। পরবর্তী অর্থবর্ষ থেকে অবশ্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের আওতায় আসে এই নিয়োগ। নাম হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন। অয়ন শীল নিজেকে প্রোমোটার বলে দাবি করলেও তাঁর এমন দাপটে কার্যত হতবাক তদন্তকারীরাও। অয়নের সংস্থা এবিএস ইনফোজোন নিয়োগের বিষয়গুলি দেখত। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতা পুরনিগমের ‘কনজারভেন্সি মজদুর’ পদে নিয়োগ তালিকার বাইরে থাকা অর্থাৎ এক্সেম্পটেড ক্যাটাগরির এক চাকরি প্রার্থীর নিয়োগ সংক্রান্ত চিঠি পাওয়া যায় অয়ন শীলের বাড়ি থেকে। শুধু একটা নয়, এরকম বহু পুরসভা কিংবা পুরনিগমে নিয়োগের অন্যতম মাথা অয়ন বলেই তদন্তকারীরা মনে করছেন। এদিকে, এসএসসি মামলায় এবার আরও তৎপর সিবিআই। এসএসসি মামলায় এবার তথ্য চেয়ে গুগল-কে চিঠি পাঠাল সিবিআই। ফেক ওয়েবসাইট বা জাল ওয়েবসাইট সংক্রান্ত ডিটেলস তথ্য চাওয়া হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে অযোগ্যদের টাকার বিনিময়ে পাশ করার রেজাল্ট দেখানো হত। তাই এবার সেই জাল ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানতে চায় সিবিআই।

৯ এপ্রিল গঙ্গার নীচ দিয়ে ট্রায়াল রান নয়, খোলসা করল মেট্রো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ কবে শুরু হবে গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রোর দৌড়? তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। এরইমধ্যে ট্রায়াল রান নিয়ে মেট্রোর অবস্থান স্পষ্ট করলেন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র। দিয়েছেন প্রেস বিবৃতি। তাতেই তিনি লিখেছেন, ‘মিডিয়ার একটি অংশে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক এবং ডিজিটাল) রিপোর্ট করা হয়েছে যে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড, হুগলি নদীর তলদেশে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর প্রথম ট্রায়াল আগামী ৯ তারিখ রবিবার হতে চলেছে। কিন্তু, হুগলি নদীর তলদেশে রবিবার কোনও ট্রায়াল রান চালানোর পরিকল্পনা নেই মেট্রোর। সেখানে শুধু কিছু রেকের চলাচল হবে। তবে খুব শীঘ্রই ট্রায়াল রান হবে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেই সে বিষয়ে কলকাতার মানুষকে জানানো হবে।’ প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই শোনা গিয়েছিল আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত গঙ্গার তলা দিয়ে মেট্রো ট্রায়াল রান শুরু হবে। সেই মতো কাজও চলছে জোরকদমে। হুগলি নদীর নীচ দিয়ে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত যাবে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। এই রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য ১৬.৫ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১০.৮ কিলোমিটার মাটির তলা দিয়ে যাবে। মাটির উপর দিয়ে যাচ্ছে বাকি ৫.৭৫ কিলোমিটার। প্রসঙ্গত, প্রায় ৪.৫ মিটারের কংক্রিটের স্লাব তৈরির কাজ বাকি ছিল গত দেড় বছর ধরে। মাটিতে গর্ত করে এই স্ল্যাব বসাতে হয়েছে। সেই কাজও প্রায় শেষের পথে বলে জানা গিয়েছিল।

ববির সিদ্ধান্তে আপত্তি মমতার, মানুষের উপর বোঝা বাড়ানোর পক্ষে নয় দল। কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ শহরে পার্কিং-এর খরচ বেড়েছে সম্প্রতি। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজ্ঞাতসারেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পার্কিং ফি! এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূলে মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। এই খরচ বাড়ার বিষয়টি জানতে পেরেই মমতা তৎপর হয়েছেন বলেও দাবি করেছেন কুণাল। আর সে কথা নাকি মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই খরচ বৃদ্ধি মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারের নীতির বিরোধী বলেও মন্তব্য করেছেন কুণাল ঘোষ। গত ১ এপ্রিল পার্কিং-এর খরচ বাড়ানো হয়েছে। চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে যেখানে প্রতি ঘণ্টায় দিতে হত ১০ টাকা, ১ এপ্রিল থেকে সেটা বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। এভাবেই অন্যান্য গাড়ির ক্ষেত্রেও ফি বৃদ্ধি হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘পার্কিংয়ের খরচ বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ওপর অনেকটা চাপ বেড়েছে। বিষয়টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ে কাছে

পৌঁছেছে। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলেছেন।’’ কুণাল আরও বলেন, ‘‘এই সরকারের নীতি হল, সাধারণ মানুষের ওপর চাপ তৈরি না করা। ২০১১ থেকে এমন কোনও কাজ মুখ্যমন্ত্রী করেননি, যাতে চাপ তৈরি হয়।’’ তবে পার্কিং ফি বাড়ানোর বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি বা অনুমোদন হয়নি বলেই দাবি তৃণমূল মুখপাত্রের। তিনি বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী জানতেন না যে, মানুষের ওপর চাপ পড়তে পারে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। যে স্তরেই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হোক, সেটা সরকার বা দল অনুমোদন করে না। মুখ্যমন্ত্রী মহানাগরিককে (মেয়র ফিরহাদ হাকিম) জানিয়ে দিয়েছেন, যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করতে হবে। আজকের মধ্যেই পুরনিগমকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হবে।’’ কুণাল ঘোষের এই বক্তব্যের প্রশ্ন উঠছে, তবে কি মমতাকে না জানিয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন ফিরহাদ? এ বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের

সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনে বলেন, ‘‘সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে বলা উচিত হয়নি। এখনও পর্যন্ত আমার কাছে এই মর্মে কোনও নির্দেশ আসেনি। মুখ্যমন্ত্রী বললে নিশ্চই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করব।’’ বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ কেন কথা বললেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মেয়র। তিনি বলেন, ‘‘আমি বিষয়টিতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। আমাকে মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে কোনও বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ দেননি। তাহলে আমি কেন প্রত্যাহার করব? এটা আমার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপার। অন্য কেউ কেন সাংবাদিকদের সামনে বিষয়টিকে নিয়ে আসবেন? এটা আমাদের প্রশাসনের ব্যাপার প্রশাসনিক ভাবে বুঝে নেব।’’ এই প্রসঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘‘সরকার কে চালাচ্ছে, সেটা ভেবেই অবাক লাগে। মমতা দল বাঁচাতে এত ব্যস্ত হয়ে গিয়েছেন, কাজে মন দিতে পারছেন না।’’ দিলীপ ঘোষের মতে, সরকারের আর্থিক অবস্থায় খারাপ হয়ে যাওয়াতেই মন্ত্রীরা আয় বাড়ানোর উপায় খুঁজছেন। তাতেও বাধা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক জায়গায় বসে মন্ত্রীরা কোনও সিদ্ধান্ত নেন না বলেও দাবি করেছেন তিনি। এদিকে পার্কিং ফি নিয়ে দিনভর জল্পনার পর আচমকা তৃণমূলের টুইট। পার্কিং ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য কলকাতা পুরনিগমকে ধন্যবাদ দিয়েছে তৃণমূল। যদিও সেই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত পুরনিগমের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। মেয়র ফিরহাদ হাকিমও এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি। গত ১ এপ্রিল থেকে পার্কিং-এর খরচ বাড়ানো হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেটা বেড়ে প্রায় দ্বিগণ হয়েছে। নতুন রেট চার্টও দেওয়া হয়েছে পুরনিগমের ওয়েবসাইটে।

মোদী সরকারের নির্দেশ জারি, খবরের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ভার পিআইবিকেই

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ বিতর্ক চলছিল ২০২১ থেকে। শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই অনড় রইল নরেন্দ্র মোদীর সরকার। সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলির যাবতীয় আপত্তি উড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল ভারত সরকারকে নিয়ে যাবতীয় খবরের সত্যাসত্য যাচাই করবে সরকারি সংস্থা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। তারা কোনও খবরকে 'ফেক নিউজ' বলে চিহ্নিত করলে সেই খবর প্রচার করা ঝুঁকিপূর্ণ হবে। কেন্দ্রের তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তারা কোনও খবরকে ফেক নিউজ বলে চিহ্নিত করলে ফেসবুক, টুইটার, গুগল সহ সব ধরনের সামাজিক মাধ্যমকেও ওই খবর সরিয়ে দিতে হবে। একইভাবে সংবাদমাধ্যমকেও এই খবর প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে। সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, প্রচারিত কোনও খবরকে পিআইবি 'ফেক নিউজ' বলে চিহ্নিত করলে সেটি প্রত্যাহারের পাশাপাশি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাতে হবে খবরটি ভুল ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরুর সময় থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল এডিটর্স গিল্ড এবং দ্য নিউজ ব্রডকাস্টার অ্যান্ড ডিজিটাল অ্যাসোসিয়েশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি। এছাড়া সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের একাধিক সংগঠনও এই ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্বের আশঙ্কা সম্পর্কে সংগঠনগুলির বক্তব্য, এরফলে অপ্রিয় খবরকে ফেক নিউজ বলে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ও সুযোগ সরকার পেয়ে গেল। কারণ, সরকারের অনেক ভাবনা, সিদ্ধান্ত ফাইলে লেখালেখির আগেও সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করে থাকে। তেমন কোনও খবর সরকারের অস্বস্তির কারণ হলে সেই খবরকে ফেক বলে দাবি করার সুযোগ থাকছে। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পিআইবি 'ফেক নিউজ' বলে চিহ্নিত করার পরও কোনও খবর প্রচারিত করা হলে তা সংশ্লিষ্ট সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যম নিজের দায়িত্বে তা করবে। আইন-আদালতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকেই ওই খবরের সত্যতা প্রমাণের দায়িত্ব নিতে হবে। সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠানগুলির আশঙ্কা, সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে দু-ভাবে সংবাদমাধ্যমের ক্ষমতা খর্ব হতে পারে। এক. ভারত সরকারকে নিয়ে খবর করার আগে তার পরিণতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাত-পাঁচ ভাবতে হবে। ঝঞ্চাটের আশঙ্কায় অনেকেই সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে খবর করা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবেন। দুই. অনেক সঠিক খবরকেও সরকার 'ফেক নিউজ' তকমা দিয়ে সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেবে।

টুইটারে ফিরল 'নীল পাখি'! কুকুরকে সরিয়েই দিলেন ইলন মাস্ক

লণ্ডন, ৭ এপ্রিল ঃ ইলন মাস্কের হলটা কী? দিন দু'য়েক আগেই টুইটারের লোগো পাল্টে দিয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ফের চমক দিলেন ইলন। কুকুরকে সরিয়ে ফিরিয়ে আনলেন পরিচিত নীল পাখিকেই! দু'দিন আগেই টুইটারে লোগো পরিবর্তনের কথা নিজেই জানিয়েছিলেন ইলন মাস্ক। মধ্যরাত থেকে হঠাৎই পাল্টে যায়, টুইটারের লোগো। নীল পাখির জায়গায় জ্বলজ্বল করছে একটি কুকুরের মুখ। এটি যে সে কুকুর নয়, শিবা ইনু কুকুর! নতুন লোগোর নাম ছিল Dogecoin। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? সেই নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, Dogecoin বিনিয়োগকারীরা মাস্কের বিরুদ্ধে ২৫৮ মার্কিন ডলারের মামলা করেছেন। যার ফলে এই সিদ্ধান্ত। আবার কেউ কেউ বলছে, এটা ছিল ইলন মাস্কের 'এপ্রিলফুল' বানানোর চেষ্টা! ব্যবহারকারীদের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করেছেন তিনি। তবে কারণ যাই হোক না কেন, নীল পাখি, ফিরে আসায় খুশি ব্যবহারকারীরা। গত বছর অক্টোবর মাসে টুইটার কেনার পর থেকেই একাধিক পরিবর্তন করেছেন মার্কিন ধনকুবের। তার মধ্যে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। যেমন, পেইড ব্লু সাবস্ক্রিপশন! এখন থেকে টাকার বিনিময়ে টুইটারে পেতে হয় ব্লু ব্যাজ। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক কর্মী ছাঁটাইয়ের মতো সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। এবার দেখা গেল লোগো পরিবর্তন নিয়ে টেলসা মালিকের অস্থির সিদ্ধান্ত।

কিরণ কুমার যোগ দিলেন বিজেপিতে

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ বড়সড় ভাঙন ধরল কংগ্রেসের। শুক্রবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কিরণ কুমার রেড্ডি। এদিন দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশীর উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা কিরণ কুমার রেড্ডি। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কিরণ কুমার রেড্ডি বলেছেন, আমি কখনই ভাবিনি, আমাকে কংগ্রেস ছাড়তে হবে... একটি কথা আছে- ''আমার রাজা খুব বুদ্ধিমান, তিনি নিজে চিন্তা করেন না, কারও পরামর্শও শোনেন না। কিরণ কুমার রেড্ডিকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা প্রহ্লাদ জোশী বলেছেন, কিরণ কুমার রেড্ডির পরিবারের অনেক সদস্য কংগ্রেসে ছিলেন। কিছুক্ষণ আগে যখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীর দ্বারা প্রভাবিত। তিনি এবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াইকে শক্তিশালী করবেন কারণ একজন বিধায়ক এবং মন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি অত্যন্ত পরিষ্কার।

১০ এপ্রিল পর্যন্ত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের পরিবেশ

শ্রীনগর, ৭ এপ্রিল ঃ আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মূলতঃ শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। ১১ এপ্রিলের পর ফের হতে পারে বৃষ্টি, তবে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ১২-১৫ এপ্রিল মূলতঃ মেঘলা থাকবে উপত্যকা, এই সময়ে হতে পারে হালকা বৃষ্টি। তবে আপাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া খামখেয়ালিপনায় তাপমাত্রার পারদ ওঠানামা করছে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রায় সর্বত্রই। কাশ্মীরের কোথাও কোথাও এখনও হিমাঙ্কের নীচে রয়েছে তাপমাত্রা, আবার কোথাও তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী। যেমন শ্রীনগরে বেড়েছে তাপমাত্রা। আবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে তাপমাত্রার পারদ নিম্নমুখী। লাদাখের লেহ ও কার্গিল উভয় স্থানেই তাপমাত্রার পারদ হিমাঙ্কের নীচে। এই পরিস্থিতিতে জম্মু-কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানাল, আগামী ১০ এপ্রিল পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। ১১ এপ্রিলের পর ফের হতে পারে বৃষ্টি।

মাস্ক বাধ্যতামূলক, কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতেই সতর্ক পুদুচেরি সরকার

পুদুচেরি, ৭ এপ্রিল ঃ করোনার সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতেই সতর্কতা অবলম্বন করল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি। পুদুচেরিতে শুক্রবার থেকে পাবলিক প্লেসে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জেলা কালেক্টর ই ভাল্লাভান বলেছেন, পুদুচেরিতে পাবলিক প্লেসে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, পুদুচেরিতে শুক্রবারই নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ জন। নতুন করে অবশ্য কারও মৃত্যু হয়নি। পুদুচেরিতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২০৬-এ পৌঁছেছে। করোনা বাড়তেই এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

মুম্বইতে ভেঙে ফেলা হল স্টুডিও

মুম্বই, ৭ এপ্রিল ঃ অবৈধ নির্মানের ক্ষেত্রে অভিযান নেওয়া শুরু করল বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। মুম্বইয়ের মধ-মারভে এলাকায় অবৈধভাবে নির্মিত ফিল্ম স্টুডিওতে অভিযান চালালো পৌর নিগম। ভেঙে ফেলা হয়েছে অবৈধভাবে নির্মিত ফিল্ম স্টুডিওটি। ন্যাশন্যাল গ্রীন ট্রাইবুনালের পক্ষ থেকে অবৈধ অ্যাখ্যা দেওয়ার পর তা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। এই স্টুডিও গুলি অনুমতি নিয়ে অস্থায়ী স্টুডিও বানানোর জায়গায় পাকাপাকি কংক্রিটের স্টুডিও তৈরি করে ফেলে। যার জেরেই এই স্টুডিওটিকে ভেঙে ফেলার আদেশ দেওয়া হয়।

জুয়া-বেটিংয়ের কোনও বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না সংবাদমাধ্যমে, কড়া নির্দেশ কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ ক্রমশঃ বাড়ছে অনলাইন বেটিংয়ের চল। একাধিক অনলাইন ও মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেই এই বেটিং নিয়ে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম, প্রতিষ্ঠান ও অনলাইন বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে বেটিং প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপন বা প্রচার চালানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হল। সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক একাধিক মূলধারার ইংরেজি ও হিন্দি সংবাদপত্রগুলিতে যেভাবে বেটিং ওয়েবসাইটের বিজ্ঞাপন ও প্রচার চালানো হয়েছে, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন চ্যানেল ও অনলাইন সংবাদ প্রকাশক সহ সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে এই ধরনের বিজ্ঞাপন প্রচার চালানো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে যে বিজ্ঞাপনগুলি দেওয়া হয়েছে, তাও তুলে ধরা হয়েছে উদাহরণ স্বরূপ। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে দর্শকদের স্পোর্টস লিগ দেখার জন্য যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তা নিয়েও আপত্তি তোলা হয়েছে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে। এটি কপিরাইট আইন ১৯৫৭-কে উলঙ্ঘন করছে বলেই জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে প্রকাশিত নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রেস কাউন্সিলের জার্নালিস্ট কনডাক্টের নিয়ম অনুযায়ী সংবাদপত্রে এমন কোনও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা উচিত নয় যা বেআইনি বা অবৈধ। সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলির উচিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের তথ্যগুলিকে আইনি ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা। শুধুমাত্র রাজস্ব আদায় করাই সংবাদমাধ্যমের লক্ষ্য হতে পারে না এবং তা হওয়াও উচিত নয়। নাগরিক সমাজে তাদের আরও অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২২ সালের জুন ও অক্টোবর মাসেও কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে বেটিং নিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। সেই নির্দেশিকায় জানানো হয়েছিল বেটিং ও জুয়া বেআইনি। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বিজ্ঞাপন দেওয়া গ্রাহক সুরক্ষা আইন বা কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট ২০১৯, প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৮, তথ্য প্রযুক্তি নিয়ম ২০২১ সহ একাধিক সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে অপরাধযোগ্য হিসাবেই গৃহীত হয়।

বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার, নিখোঁজ ১০

টোকিও, ৭ এপ্রিল ঃ জাপানের একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দেশটির দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলীয় ওকিনাওয়া দ্বীপের মিয়াকোজিমার কাছে সমুদ্রে বিধ্বস্ত হয় বিমানটি। এতে নিখোঁজ হন অন্তত ১০ জন আরোহী। বিমানে থাকা যাত্রীদের জীবিত উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। এক সংবাদ সম্মেলনে জাপানের স্থল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (জিএসডিএফ) প্রধান জেনারেল ইয়াসুনোরি মরিশিতা, জানান ব্ল্যাক হক নামে পরিচিত জাপানের সামরিক বাহিনীর একটি ইউএইচ-৬০ হেলিকপ্টারটি সৈন্যদের পরিবহন করছিল। মিয়াকোজিমায় জিএসডিএফের ঘাঁটি থেকে হেলিকপ্টারটি উড্ডয়নের কিছুক্ষণ পর এর সঙ্গে রাডারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেটি মিয়াকোজিমার চারপাশে টহল দিচ্ছিল। সেটি ওকিনাওয়া দ্বীপের কাছে সাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। এমনটিই মনে করছেন দেশটির সামরিক কর্মকর্তারা।

গাজায় মিসাইল হামলা ইজরায়েলের

গাজা, ৭ এপ্রিল ঃ প্যালেস্টাইনের গাজায় মিসাইল হামলা চালাল ইজরায়েল। শুক্রবার ভোরবেলা থেকেই গাজা ও লেবাননের দিকে ধেয়ে আসে একেরপর এক ইজরায়েলি মিসাইল। বৃহস্পতিবারের হামলার পাল্টা হিসেবেই ইজরারেয়েলের এই আক্রমণ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে ঢুকে প্যালিস্টিনিয়ান প্রার্থনাকারীদের মারধর করার অভিযোগ ওঠে ইজরায়েলি পুলিশের বিরুদ্ধে। এরপরই আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা অঞ্চল।

গাঁজা চাষ বৈধ হবে এই সব রাজ্যে, ইচ্ছেমতো লাগানো যাবে গাছ

হিমাচল প্রদেশ, ৭ এপ্রিল ঃ যতই বেআইনি হোক, নেশার দ্রব্য হিসেবে গাঁজার ব্যবহার যেন এক ওপেন সিক্রেট। তবে গাঁজা সেবনকারীদের জন্য সুখবর আসতে চলেছে খুব শীঘ্রই। হিমাচল প্রদেশের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে গাঁজা চাষ আইনসম্মত করার জন্য। গাঁজার বেআইনি ব্যবহারের বদলে যাতে গাঁজার বীজ এবং পাতাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগানো যায় সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগী এই কমিটি। এই কমিটিতে মন্ত্রী জগৎ সিং নেগি, সাংসদ সুরিন্দর সিং সহ আরও তিন বিধায়ক রয়েছেন। চিকিৎসার কাজে লাগানোর পাশাপাশি কিভাবে গাঁজা থেকে আরও বেশি কর আদায় করা যায় সে বিষয়েও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে এই কমিটি। একমাসের মধ্যেই এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করবে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের একাধিক জায়গাতে গাঁজার চাষ বৈধ করবে এই কমিটি।

৫ দিন বনকর্মীদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে ঘরে ফিরল 'ওবান'

ভোপাল, ৭ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র জন্মদিনে নামিবিয়া থেকে ভারতে এসেছিল ৮টি আফ্রিকান চিতা। তাদের ছাড়া হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের কুনোর জঙ্গলে। সেই চিতাই এখন মাথাব্যাথা হয়ে উঠেছে বনকর্মীদের। কারণ রাতারাতি কুনোর জাতীয় উদ্যান থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল একটি চিতা। দিন চারেক আগে তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল কুনোর জাতীয় উদ্যান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে। জঙ্গল থেকে এত দূর পথ অতিক্রম করে গ্রামে ঢুকে পড়ায় রাতারাতি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন বাসিন্দারা। অবশেষে তারা পেলেন স্বস্তি। শিবপুরী জেলার জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হল নিখোঁজ 'ওবান' -কে। কুনো জাতীয় উদ্যানের কর্মীদের তরফে জানানো হয়েছে, গত ১১ মার্চ কুনো জাতীয় উদ্যানের একটি সংরক্ষিত জায়গায় নামিবিয়া থেকে আনা ৮টি চিতার মধ্যে ২টি চিতাকে ছাড়া হয়। ওই দুটি চিতার নাম আশা ও ওবান। ওবান পুরুষ চিতা ও আশা মহিলা চিতা। দিন পাঁচেক আগে হঠাৎ বনকর্মীরা দেখতে পারেন যে ওবান উধাও। জঙ্গলের যে অংশে দুটি চিতাকে ছাড়া হয়েছিল, সেখানে তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওবানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দিন কয়েক আগে, ২ এপ্রিল কুনোর জঙ্গল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে বিজয়পুরে ঝাড় বারোদা গ্রামে ওই চিতাকে দেখা যায়। পরেরদিন পাশেই পার্বতী বরোদা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া একটি নদী থেকে ওবানকে জল খেতে দেখা যায়। কুনো জাতীয় উদ্যানের বনকর্মীদের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার কুনোর জঙ্গলে ফিরে এসেছে ওবান। জানা গিয়েছে, চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবারই জাতীয় উদ্যানের চত্বরে ফিরে আসে নামিবিয়ার চিতাটি। তবে জঙ্গলে ঢুকতে একটু দ্বিধাবোধ করছিল ওই নিখোঁজ চিতাটি। দিন দুয়েক সে নাহাদ-শিলপুরা অঞ্চলের বাফার জোনে ঘোরাফেরা করছিল। সেখান থেকে পিপারওয়ার জঙ্গলে দুইদিন কাটায়। বুধবার ওবান একটি ব্ল্যাক বাক হরিণ শিকার করে ক্ষিদে মিটিয়েছে বলেই জানিয়েছেন বনকর্মীরা। তবে ওবান নামক ওই চিতাটি কোনওভাবেই কুনোর জঙ্গলে ফিরতে চাইছিল না বলেই জানিয়েছেন বনকর্মীরা। শেষ অবধি বৃহস্পতিবার বনকর্মীরা ট্রাঙ্কুলাইজার ব্যবহার করেন। চিতাটি ঘুমিয়ে পড়ার পর রামপুরা গ্রাম থেকে তাকে উদ্ধার করে কুনোর জঙ্গলে ফিরিয়ে আনা হয়।

সাইবার জালিয়াতি, ধৃত জামতাড়া গ্যাংয়ের সদস্য

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ সাইবার অপরাধের জন্য কুখ্যাত 'জামতাড়া গ্যাং'-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া থেকে শুক্রবার দিলওয়ার হুসেন নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তে ১২ লক্ষ টাকারও বেশি সাইবার জালিয়াতির খোঁজ মিলেছে। দিলওয়ারের ৮ টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়ার পরে সেগুলিতে লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রিয় অ্যাপের জন্য 'কাস্টমার কেয়ার সাপোর্ট সার্ভিস' দেওয়ার অছিলায় অনেকের সঙ্গে প্রতারণা করার অভিযোগ রয়েছে দিলওয়ারের বিরুদ্ধে। এক ব্যক্তির ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সাইবার প্রতারণার ঘটনার তদন্তের সূত্রে দিলওয়ারের সন্ধান পেয়ে ঝাড়খণ্ডের জামতাড়া থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত, রাঁচী থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরের জামতাড়াকে 'ভারতের সাইবার অপরাধের রাজধানী' বলে উল্লেখ করা হয়। অপরাধ প্রবণতা কমাতে সম্প্রতি পুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জামতাড়ার ১১৮ টি পঞ্চায়েতে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়েছে।

ভারতে স্বাস্থ্য সেক্টরে পরিবর্তন হচ্ছে, নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে দেশ ঃ মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পওয়ার বিজয় চক থেকে দিল্লির নির্মাণ ভবন পর্যন্ত ওয়াকথনে অংশ নিয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি বলেছেন, ভারতে স্বাস্থ্য সেক্টরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশনায় নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে দেশ। শুক্রবার সকালে ওয়াকথনে অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে সমস্ত মানুষকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। স্বাস্থ্য সেক্টরে পরিবর্তন হচ্ছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ভারত নিজস্ব ভূমিকা পালন করছে। এই দিনে, আমি সমস্ত ডাক্তার, ছাত্র এবং চিকিৎসকদের স্বাস্থ্য সেক্টরের উন্নয়নে নিজেদের ভূমিকা পালন করার জন্য আবেদন করতে চাই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী প্রবীণ পওয়ার এদিন করোনা-পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার নিয়মিতভাবে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে কোভিড ১৯-এর নির্দেশিকা জারি করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীও এই বিষয়ে সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন।

অনুদান নয়, বিনিয়োগ করুন! ভিখারীদের নিয়ে কোম্পানি গড়েছেন সমাজকর্মী, লাভের অঙ্কে অবাক সকলে

দুরন্ত বার্তার প্রতিবেদন, ৭ এপ্রিল ঃ গরিব মানুষের জন্য টাকাপয়সা দান অনেকেই করে থাকেন। অনেকেই আবার বিভিন্ন জায়গায় মন্দিরে, রাস্তাঘাটে ভিখারীদের টাকাপয়সা দেন। কিন্তু তাতে কোনও ভিক্ষুকের জীবন কি বদলেছে? উত্তরটা সাধারণভাবে 'না'। সেই জন্যই ওড়িশার সমাজকর্মী চন্দ্র মিশ্র এখন চাইছেন, মানুষ ভিক্ষা না দিয়ে, বরং ভিক্ষুকদের জন্য বিনিয়োগ করুক! আর এতেই জীবন বদলাবে তাঁদের। এমনই একটি অনন্য ধারণা নিয়ে 'ভিক্ষুক কর্পোরেশন' নামের কোম্পানি খুলেছেন চন্দ্র মিশ্র। তাঁর স্লোগান হলো 'ডোন্ট ডোনেট, ইনভেস্ট।' তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় তিনি ঘুরে দাঁড় করিয়েছেন ১৪ টি ভিক্ষুক পরিবারের জীবনকে। শুধু তাই নয়, চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, তিনি ছ'মাসের মধ্যে বিনিয়োগের উপর ১৬.৫ শতাংশ রিটার্ন-সহ অর্থ ফেরত দিয়েছেন বিনিয়োগকারীদের। তিনি বলছেন, 'আমরা বিনিয়োগ চাই, অনুদান নয়।' চন্দ্র মিশ্র এই বিষয়ে জানিয়েছেন, যে তিনি যখন গুজরাতে ছিলেন, তখনই প্রথম দেখেছিলেন, ভিক্ষুকদের জীবনযাপনও কত উন্নত হতে পারে। মূলতঃ একটি মন্দিরের সামনে লোকজন বসে ভিক্ষা করত, তাই দেখেই এই ধারণা পান তিনি এবং তখনই ঠিক করেন, তিনি এই সব ভিখারীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থান করার চেষ্টা করবেন। এমনই কর্মসংস্থান নীতি নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করার পরে, বারাণসীতে পৌঁছেছিলেন চন্দ্র মিশ্র। সেটা ২০২০ সাল। বারাণসীর একটি স্থানীয় এনজিও জনমিত্র ন্যাস-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে চন্দ্র মিশ্র তাঁদের বলেছিলেন, তাঁর আইডিয়ার কথা। ভিক্ষুকদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করা নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। ওই এনজিও এবং চন্দ্র মিশ্র একসঙ্গে কাজ শুরু করে। বারাণসীর ঘাটগুলির সমীক্ষার পরে তিনি দেখেন ভিক্ষুকের অভাব নেই বারাণসীতে। তাই তিনি উদ্যোগ নেন সেখানেই ভিক্ষুকদের সচেতন করবেন, কাজ শেখাবেন, উন্নত জীবনের হদিশ দেবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব কথা জানার পরেও একজন ভিখারীও রাজি হননি চন্দ্র মিশ্রের প্রস্তাবে। কেউই কাজ করতে চাননি তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পরের বছর, ২০২১ সালে এই ছবিটা বদলে যায়। তখন দ্বিতীয়বার লকডাউন দেশে। ভরা লকডাউনে ভিক্ষুকদের পেটে টান পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। পর্যটক নেই, লোকজন নেই, ধর্মস্থানগুলি বন্ধ, কে ভিক্ষা দেবে! সেই সময়েই বহু ভিক্ষুক নিজে থেকেই এগিয়ে আসেন চন্দ্র মিশ্রর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে, এবং সেই সময়েই আগস্ট মাসে প্রতিষ্ঠা হয় বেগার্স কর্পোরেশনের। চন্দ্র মিশ্র জানিয়েছেন, একজন মহিলা সন্তানকে নিয়ে বারাণসীর ঘাটে ভিক্ষা করতেন। তিনিই মিশ্রের কাজে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল, তাই মহিলার যাওয়ার জায়গা ছিল না। ভিক্ষা করেই দিন কাটত। চন্দ্র মিশ্র তাঁকে ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ দেন এবং তার পরে চাকরিও পান ওই মহিলা। যদিও গোটা বিষয়টি রাতারাতি হয়নি। অনেকদিন ধরে প্রশিক্ষণ নেন ওই মহিলা, তার পরে ব্যাগ বানাতে শুরু করেন। তাঁর বানানো সেই ব্যাগগুলি একটি বিশেষ সম্মেলনে পাঠান চন্দ্র মিশ্র। সেখানে অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পান তিনি। জীবন বদলে যায় ওই মহিলার। চাকরিও পেয়ে যান তিনি। এর পর থেকেই ধীরে ধীরে আরও অনেক ভিক্ষুক চন্দ্র মিশ্রর বেগারস কর্পোরেশনে যোগ দেন এবং মিশ্রর এই উদ্যোগও ধীরে ধীরে খ্যাতি পায়। এই কাজে চন্দ্র মিশ্রর সঙ্গে প্রথম থেকেই ছিলেন তাঁর পরিবার। ২০২২ সালে সেই পরিবারের তরফেই তিন জনে মিলে 'বেগার্স কর্পোরেশন'কে সংস্থা হিসেবে নথিভুক্ত করেন চন্দ্র মিশ্র। তবে এটি কোনও এনজিও নয়, এটি রীতিমতো 'ফর প্রফিট কোম্পানি' বলেই দাঁড় করিয়েছেন তিনি। এখন সেই কোম্পানির মাধ্যমে ১৪ টি ভিক্ষুক পরিবার রীতিমতো উদ্যোক্তায় পরিণত হয়েছে। ১২টি পরিবার ব্যাগ তৈরি করে ব্যবসা করছে, আর দু'টি পরিবার যে মন্দিরে ভিক্ষা করতেন, সেই মন্দিরের সামনেই ফুল- প্রসাদের দোকান দিয়েছেন! চন্দ্র মিশ্র বলেন, কোম্পানি খোলার পরে তাঁর এই কোম্পানিতে তিনি মাত্র ১০ টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে বলেছিলেন সকলকে, যাতে তিনি ভিক্ষুকদের জীবন পরিবর্তন করতে পারেন। দেড় মাস ধরে চল তাঁর এই ক্যাম্পেন। প্রথম বিনিয়োগ এসেছিল ছত্তীসগড়ের বাসিন্দা, এক ইঞ্জিনিয়ারের কাছ থেকে। প্রাথমিকভাবে ৫৭ জন তাঁকে টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা দিয়েই তিনি ভিক্ষুকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেন এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেন। একটি প্রতিযোগিতায় তিনি সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে খ্যাতিও পান। চন্দ্র মিশ্র জানান, বিনিয়োগ পাওয়ার ছ'মাসের মধ্যে ১৬.৫ শতাংশ রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট- সহ টাকা ফেরত দিয়েছিলেন। তাঁর কথায়, 'সত্যি বলতে, আইডিয়া থাকলেও, আমি ভাবিনি যে এই কাজ এত সফলভাবে করতে পারব। তবু আমরা জোর গলায় বিনিয়োগ চেয়েছিলাম, অনুদান নয়। তা আমরা পেয়েছি। সময়মতো ফেরতও দিয়েছি এবং বিনিয়োগকারীরা লাভও করেছে।' মিশ্রের মতে, তিনি যে মডেলে কাজ করছেন, তাতে এক এক জন ভিক্ষুকের জন্য তাঁর দেড় লাখ টাকা করে প্রয়োজন। ৫০ হাজার টাকা লাগবে কোনও একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য, তার পরে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সেই প্রশিক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা করবেন ওই ভিক্ষুক ব্যক্তি। তিনি ভিক্ষুক কর্পোরেশনের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্কুলও তৈরি করেছেন, তার নাম 'স্কুল অফ লাইফ'। এই স্কুলটিতে বারাণসীর ঘাটে ভিক্ষা করা শিশুদের লেখাপড়া করানো হয়। প্রথম দিকে চন্দ্র মিশ্রর কথা শুনে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। প্রায় কেউই বিশ্বাস করেননি, এভাবেও আয় করা যেতে পারে। এভাবে রিটার্ন মিলতে পারে বিনিয়োগের। সামাজিক ভাবে যে ভিক্ষুকদের জীবন বদলানো সম্ভব, তাও ভাবতে পারেননি কেউ। কিন্তু পরপর কয়েকজন ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে এই সাফল্য মেলার পরে, তাঁর বিনিয়োগের ধারণার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বেড়েছে। সম্প্রতি গুরুগ্রামের একটি চা কোম্পানির মালিক পায়েল আগরওয়াল চন্দ্র মিশ্রর কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করেছেন। তিনি ৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে একটি ক্যাফে তৈরি করছেন, সেখানে ভিক্ষুকরাই কেবল কাজ করবেন কাজ শিখে।

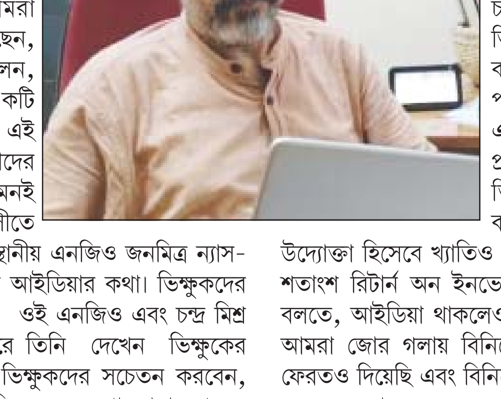

মায়ানমারে নতুন করে সংঘর্ষ, থাইল্যান্ডে পালাচ্ছেন হাজার হাজার বাসিন্দা

নেপিদ, ৭ এপ্রিল ঃ মায়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। এ ঘটনায় হাজার হাজার মায়ানমারবাসী সীমান্ত পেরিয়ে থাইল্যান্ডে পালিয়ে যাচ্ছেন। এ তথ্য জানিয়েছেন থাইল্যান্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অং সান সুচির নির্বাচিত সরকারের কাছ থেকে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করলে মায়ানমারে অশান্তিতে সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। থাই কর্মকর্তারা বলছেন, যে সীমান্তের কাছে যুদ্ধ চলছে তা থাইল্যান্ডের তাক প্রদেশের সীমান্তবর্তী কায়িন নামে পরিচিত। এটি মায়ানমারের দক্ষিণ কারেন রাজ্যের মায়াওয়াদি শহরের কাছাকাছি। ১০ টি এলাকা জুড়ে প্রায় ৩৯৯৮ জন লোক থাইল্যান্ডের অস্থায়ী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। একটি জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী কারেন ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির সশস্ত্র যোদ্ধারা একটি সীমান্ত রক্ষী চৌকিতে হামলার পর যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। বৃহস্পতিবার থেকে অনেক লোক সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং কেউ কেউ এখনও মায়ানমারের পাশে অপেক্ষা করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দাতব্য কর্মী বলেন, মানুষের কাছে এখন পর্যাপ্ত পানীয় জল বা কোনো টয়লেট ব্যবস্থা নেই। অভ্যুত্থানের পর থেকে, কিছু জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী যেমন কেএনএলএ, যারা কয়েক দশক ধরে সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে আসছে, জেনারেলদের ক্ষমতা থেকে বাধ্য করার চেষ্টা করার জন্য অভ্যুত্থানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মায়ানমারের সামরিক বাহিনী তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহার করেছে, রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য সহায়তা সংস্থার মতে প্রায় ৩২১২ জনকে হত্যা করেছে এবং ১৭ হাজারেরও বেশি কারাগারে রয়েছে। বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য এটি বিমান শক্তিতেও পরিণত হয়েছে, বোমা হামলা এবং স্থল হামলায় বেসামরিক লোকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হচ্ছে বলে পর্যবেক্ষকরা সামরিক বাহিনীকে অভিযুক্ত করেছেন। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গোটা গ্রাম। গত সপ্তাহে মায়ানমারের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তাদের গ্রামে বোমা হামলায় শিশুসহ অন্তত আটজন নিহত হযেছেন। মায়ানমারের সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে তারা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন এবং বেসামরিক মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

রাশিফল

মেষ ঃ সুস্বাস্থ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে।

বৃষ ঃ আপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুন ঃ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। নতুন চুক্তিগুলি লাভজনক মনে হতে পারে।

কর্কট ঃ আপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। দিনটি শুভ।

সিংহ ঃ কাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিক সংকট হবে।

কন্যা ঃ দাঁতে যন্ত্রণা এবং পেটের গোলমাল আপনার জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না।

তুলা ঃ আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে।

বৃশ্চিক ঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। দিনটি শুভ।

ধনু ঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।

মকর ঃ সন্তান সুখ। সংসারে শান্তি হবেই। অর্থ ব্যয়।

কুম্ভ ঃ অতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। অর্থ ব্যয়।

মীন ঃ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার আকাঙ্খায় অন্যদের প্রয়োজন হস্তক্ষেপ করবে- আপনার অনুভূতিগুলিকে আটকে রাখবেন না এবং আরাম করার জন্য আপনি যা করতে চান সেই সবকিছুই করুন। দেবেন না তাহলে আপনার খরচ বাজেট ছাড়িয়ে যাবে। পরিশোধ আনবে- সুতরাং আপনি আপনার কষ্টার্জিত পয়সা কোথায় লাগাচ্ছেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।

রাজ্যের মুখ্য সচিবালয় নবান্নতে পণ্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিবসে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়।

চিংড়িঘাটায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার গার্ড রেলে ধাক্কা বাসের, আহত ৯

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ ভোর চারটে কুড়ি মিনিটে চিংড়িঘাটায় দুর্ঘটনা। মেট্রোপলিটন থেকে চিংড়িঘাটার দিকে যাচ্ছিল বেসরকারি বাস।

চিংড়িঘাটায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার গার্ড রেল ভেঙে বিপরীত দিকের লেনে চলে যায়। বিপরীত লেনের রাস্তার পাশে থাকা একটি দোকান গুঁড়িয়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। বাসের চালক ও খালাসিকে আহত অবস্থায় পুলিস উদ্ধার করে এসএসকেএম ট্রমা কেয়ারে পাঠায় তাঁরা। তাদের অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পরে বাসটি তুবড়ে গিয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে থাকা একাধিক আইটি কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কেন নিয়ন্ত্রণ হারাল বাস, চালক একটু সুস্থ হলে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চাওয়া হবে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কী কারণে দুর্ঘটনা খতিয়ে দেখছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। গত বছর ডিসেম্বরেও দুর্ঘটনা ঘটে চিংড়িহাটায়। স্রেফ গাড়িতেই নয়, বেশ কয়েকজন পথচারীকেও ধাক্কা মারে একটি প্রাইভেট গাড়ি। গুরুতর আহত সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ ৭ জন। সেই তালিকায় ছিলেন বছর সাতচল্লিশের খুকু গায়েনও। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল চিত্তরঞ্জন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর বাঁচানো যায়নি! মৃত্যু হয় ওই মহিলার। সেই দিন দুপুরে নিক্কোপার্কের দিকে বাইপাসের দিকে যাচ্ছিল লাল রঙয়ের একটি প্রাইভেট গাড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটির গতি যথেষ্ট বেশি ছিল। চিংড়িঘাটার ক্রসিংয়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। এরপর বেশ কয়েকটি গাড়ি, এমনকী পথচারীদের সজোরে ধাক্কা মারে ওই গাড়িটি। গ্রেফতার করা হয় ঘাতক গাড়ির চালককে। চিংড়িঘাটায় দুর্ঘটনা যাঁরা আহত হন, তাঁদেরকে এসএসকেএম-সহ শহরের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর আহত ২ জনকে ১ লক্ষ টাকা ও বাকি ৫ জন ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতা মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের ভ্রাম্যমান বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে শুক্রবার সকালে কলকাতা হাটখোলা মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের উদ্যোগে কলকাতা

শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের সামনে থেকে ভ্রাম্যমান মোবাইল ভ্যানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির করা হল। বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে ঘুরে ভ্রাম্যমান গাড়িতে ব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড সুগার পরীক্ষা করে মানুষের হাতে একটি হেলথ চেক আপ কার্ড তুলে দেওয়া হয়। মেডিক্যাল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি আশীষ জানান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এবার শ্লোগান সকলের জন্য স্বাস্থ্য। সবাই সুস্থ থাকুন। ভালো থাকুন। শ্লোগান কে সামনে রেখে কলকাতা উত্তর শহরতলি শোভাবাজার, মেট্রো স্টেশন সহ বিভিন্ন রাস্তায় মোড়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শতাধিক মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার এবং স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চিকিৎসা পরামর্শ দেন বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। একটি স্বাস্থ্য কার্ড ও বিলি করা হয় এদিন শুক্রবার।

সরকারের উচিত রানীহাটি বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া ঃ শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ ডিএম, বিডিও'রা ঘুমোচ্ছেন নাকি ? সরকারের উচিত রানীহাটি বাজারে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া। মন্তব্য শুভেন্দুর। অগ্নিকাণ্ডের

ঘটনায় অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা তাঁর। বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়ার রানীহাটির অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা করছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থলে এসে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ৬৯ জন ব্যবসায়ীর হাতে কয়েক হাজার টাকা করে আর্থিক অনুদান তুলে দেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখানে বীভৎস আগুন হয়েছে। এদের নোটিশ দিয়েছে কিছুদিনের মধ্যে উঠে যেতে হবে বলে। এর পিছনে ঠিকাদার রয়েছে। সরকারের উচিত আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া। এই আগুনের পিছনে অঅন্তর্ঘাতের ঘটনাও থাকতে পারে। আর এত বড় ঘটনার পর একটা রাজনৈতিক দলকেই বা ছুটে আসতে হবে কেন ? যারা এখানের ক্ষমতায় আছেন সেই বিডিও বা ডিএম সব ঘুমোচ্ছেন নাকি ? আমরা আসবো শুনে ওরা একটা দরখাস্ত লিখিয়ে একটা করে ত্রিপল দিয়েছে। সেটার ক্ষেত্রেও বৈষম্য ওরা করতে পারে। ওদের কাজ ওরা করেনি। আমরা সেটা করলাম। এরপর লজ্জায় যদি বিকেলে এসে ওরা কিছু করে। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বিকেলে সাঁকরাইলের রানীহাটি বাজারে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় প্রচুর অস্থায়ী ঝুপড়ি দোকান। দমকলের ৫ টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা যায় আগুনে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ ১৬ নং জাতীয় সড়কের কোলাঘাটমুখী লেনের পাশে ওই বাজারে অস্থায়ী ঝুপড়ি দোকানে আগুন লাগে। ব্যবসায়ীদের মতে আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার সবজি, মাছ ও ফল নষ্ট হয়ে যায়। এদিন সেখানে এসে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন শুভেন্দু।

নিউটাউন সিটি সেন্টার- টু এর পিছনে ঝুপড়িতে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ নিউটাউন সিটি সেন্টার টু এর পিছনে ঝুপড়ির দোকানে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয় একাধিক দোকান। ঘটনাস্থলে ইকোপার্ক থানার পুলিশ এবং দমকলের দুটি ইঞ্জিন ও একটি এনকেডিএর জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছায়। পুলিশের অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে এই আগুনটি লাগে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার। বিধাননগর পৌরনিগমের ১২ নম্বর ওয়ার্ড স্থিত নিউটাউন সিটি সেন্টার এর পিছনে ঝুপড়িতে দোকানে আগুন লাগে। আগুনে ভর্তিভূত হয় ৮ টি দোকান। শুক্রবার সকাল ১১.৩০টা নাগাদ আগুন লাগে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি পাশের আবাসন থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে ঘটনাস্থলে দমকল এসে পৌঁছায়। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় আটটি দোকান। ইকোপার্ক থানার পুলিশ আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও প্রাথমিক অনুমান গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে এই আগুন লাগে। কোন হতাহতের খবর নেই।

শিশুকন্যাকে নিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী মা

দুরন্ত বার্তা, বাগনান, ৭ এপ্রিল ঃ ছোট্ট শিশুকন্যাকে নিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হলেন মা। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অন্তর্গত বাগনান স্টেশনে। মৃত দু'জনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ৫ বছরের মেয়েকে নিয়ে বাগনান স্টেশনের ৪ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসেছিল মা। দুপুর ১টা নাগাদ আপ লাইন দিয়ে একটি মালগাড়ি যাওয়ার সময় মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয় মা। ঘটনাস্থলেই মায়ের মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

জলে ডুবে মৃত্যু এক বালকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার দুপুরে বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে মৃত্যু হলো এগারো বছর বয়সী এক বালকের। হাওড়ার নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্র এলাকায় ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, চার বন্ধুকে জলে ডুবতে দেখে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষ তিনজনকে উদ্ধার করেন। অংশু গিরি নামের এক বালক নিখোঁজ হয়ে যায়। এদিন দুপুর সোয়া ১২টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় জোড়াপুকুর ঘাটে। এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের ডুবুরির সাহায্যে অবশেষে প্রায় ঘন্টা দুয়েক পর উদ্ধার করা হয় অংশুকে। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালের নিয়ে গেলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী কে চিঠি তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ দিল্লিতে থাকা সত্ত্বেও ভুল তথ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা না করায় নিজেদের অপরাধী মনে করার কথা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী কে চিঠি দিয়েছে। দলের প্রবীণ দুই সংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও ব্রায়ান শুক্রবার লেখা এক চিঠিতে মন্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য বিহার সফরে যাবেন বলে তাদের জানান হলেও তিনি সেই সময় দিল্লি ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এই ধরনের অনৈতিক ভুল তথ্য জানান কখনো কাম্য নয় বলেও তারা জানিয়েছেন। রাজ্যের দাবি মেটাতে কেন্দ্রের সহযোগিতার পাশাপাশি এই ইস্যুতে বৈঠকের জন্য মন্ত্রীর কাছে আরও একটা নতুন তারিখও চাওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য ১০০ দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের যে মোটা টাকা বকেয়া রয়েছে তা দ্রুত মেটানোর দাবিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গত বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী তাপপ্রবাহ, হিটস্ট্রোক রুখতে বিশেষ আর্জি স্বাস্থ্য ভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ কাগজে- কলমে গ্রীষ্ম পড়েনি। এখন চৈত্র মাস-- বসন্তকাল। কিন্তু এই বসন্তেই রীতিমতো চোখ রাঙাচ্ছে গরম। এখনই সাধারণ মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ক্রমশ বাড়তে থাকা

তাপপ্রবাহ ও আর্দ্রতা। প্রতিবারই এই লাগামছাড়া গরমে নানা দুর্ঘটনা ঘটে। হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হন বহু মানুষ। হিটস্ট্রোকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। হিটস্ট্রোক ছাড়াও আরও নানা জটিলতা দেখা দেয় এ সময়ে। সামগ্রিক ভাবে বিষয়টির গুরুত্ব রয়েছে। আর সেটাই সম্যক উপলব্ধি করেছে রাজ্য সরকার। তারই ফলশ্রুতিতে হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুতি থাকতে বলেছে স্বাস্থ্যভবন। স্বাস্থ্য ভবন থেকে ইস্যু হওয়া এক আবেদনে জানানো হয়েছে, হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র, ওআরএস রাখতে হবে। মজুত রাখতে হবে কুলিং প্যাড, ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড। এসবের পাশাপাশি হাসপাতালগুলিকে যথাযথ ভাবে শীতল রাখার ব্যবস্থাও নিতে বলা হয়েছে। এবং হিটস্ট্রোকে কারও মৃত্যু ঘটলে তা তৎক্ষণাত সংশ্লিষ্ট মহলে জানাতে হবে। কিন্তু গরমে কী করবেন, কী করবেন না-- এ নিয়ে বহু মানুষের নানা প্রশ্ন থাকে। কী ভাবে চলবেন তাঁরা। এই নিয়ে বহু জনের বহু প্রশ্ন থাকে। এই বিষয়েও তাই একটু সচেতন থাকা জরুরি। তাতে নিজেই অনেক বিপদ এড়ানো যায়। মোটামুটি যা বলা হচ্ছে, তা হল কাজকর্ম যতদূর সম্ভব সকাল ৮টা থেকে বেলা ১০ টার মধ্যে করে নেওয়াই ভালো। পেশার কারণে যাঁদের রাস্তায় ঘুরে কাজ করতে হয়, তাঁদের একটানা রোদে থাকা উচিত নয়। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রোদে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টো রাস্তায় থাকাটা এড়িয়ে যান। সামান্য অসুস্থতা বোধ হলেও সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে। তেষ্টা না-পেলেও জল খেতে হবে। রোজ কমপক্ষে ৩-৪ লিটার (৮-১০ গ্লাস) জলপান জরুরি। নুন- চিনির জল খেতে পারলে আরও ভালো। মাথা ও কাঁধে ক্রমাগত রোদ লাগা এড়িয়ে চলতে হবে। গরমে কাজের মাঝে বার বার মাথা-মুখ-চোখ-ঘাড়ে জলের ঝাপটা দিতে হবে। হালকা সুতির পোশাক পরুন। ছাতা ও টুপি কিংবা ভিজে গামছা বা তোয়ালে ব্যবহার করুন। গোটা গরম জুড়ে সহজপাচ্য খাবার খান। যেমন-- দই, ঘোল, লস্যি। ভাতের সঙ্গে খান পাতলা ঝোল, ডাল। টাটকা স্যালাড আর ফলও রাখুন মেনুতে। দিনে দু'বেলা ভালো করে ঠান্ডা জলে স্নান করুন। এই সময় হিট ক্র্যাম্পস, হিট এগজশন, হিট সিঙ্কোপ, হিট স্ট্রোক হওয়ার প্রবণতা থাকে। ফলে আগাগোড়া সাবধানে থাকতে হবে।

৬ নং জাতীয় সড়ক জমি-জটে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ থমকে, ঘটছে দুর্ঘটনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৭ এপ্রিল ঃ জমি -জট এতদিনেও কাটেনি। যে কারণেই গ্রামীণ হাওড়া জেলার মুম্বাই রোডের বেশ কিছু অংশ থমকে রয়েছে রোড সম্প্রসারণের কাজ। ৬ নং জাতীয় সড়কের ছয় লেনের কিছু অংশের রাস্তা চার লেনেই রয়ে গেছে। যে কারণেই ঐ সব জায়গায় দুর্ঘটনা ও ঘটছে। চার লেনের রাস্তাটি ছয় লেনের কবে হবে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাধারণ যাত্রী থেকে ওই অংশের অধিবাসীবৃন্দই। শুধুমাত্র যাত্রী সাধারণ, অধিবাসীবৃন্দরাই নয় চিন্তিত পুলিশ প্রশাসন থেকে গ্রামীণ প্রশাসন। ছয় লেনের রাস্তার যে অংশ চার লেন রয়েছে সেই অংশের দুর্ঘটনা রুখতে নাজেহাল হতে হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন থেকে গ্রামীণ প্রশাসনকে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার রানিহাটী থেকে কোলাঘাট সেতুর আগে পর্যন্ত ৪৬ কিলোমিটার মুম্বাই রোডের পরিধি। ৬ নং জাতীয় সড়কের বেশিরভাগ জায়গা ২০১১ সালে সম্প্রসারিত হয়ে বেশিরভাগ জায়গা ছয় লেনের হলেও বেশ কিছু জায়গা এখনও চার লেন (আপ ও ডাউন মিলিয়ে) রয়েই গেছে। বাগনানের মানকুর উড়ালপুল ও কুলগাছিয়া উড়ালপুলের কাছে ৬ নং জাতীয় সড়কের রাস্তা চার লেন। কুলগাছিয়ার শ্রীরামপুরের কাছে ৬ নং জাতীয় সড়ক চার লেনের। ওই সমস্ত জায়গায় নেই 'সার্ভিস রোড ' ও। এর ফলে নিত্যদিনই বহু মানুষকে হেঁটে বা বাইক, রিক্সা ও টোটোতে দ্রুত গতির ছয় নং জাতীয় সড়ক ধরেই প্রাণ হাতে নিয়ে বাধ্য হয়ে যেতে হচ্ছে। ফলে অধিকাংশ সময়েই দুর্ঘটনা ঘটছে। ছয় নং জাতীয় সড়কের ছয় লেনের রাস্তার যে সব জায়গা চার লেনের রয়ে গেছে,

সেখানে কোনওরকম পথ নির্দেশিকা নেই বলে গাড়ি চালকরা অভিযোগ করেন। এর ফলে ওই রাস্তায় রাতে গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে বলে চালকরা বলেন। মানকুর ও কুলগাছিয়া উড়ালপুল থেকে নেমে কলকাতা মুখি ৬ নং জাতীয় সড়ক পথ ধরে যাওয়ার সময়ে রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণেই প্রায়শই পাশাপাশি দুটি গাড়ি যাতায়াতে ঘষা লাগছে। অনেক ক্ষেত্রেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে নয়ানজুলিতে ও উল্টে যাচ্ছে। গাড়ি চালকরা অভিযোগের সুরে বলেন, 'উড়ালপুল থেকে নামার সময় অনেক গাড়ির গতিই বেশি থাকে। হঠাৎ করে রাস্তার লেনের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে '। চালকরা গুরুতর অভিযোগ করে বলেন, 'এই জায়গা গুলিতে পথ বাতি ও নেই। যে কারণেই রাতে দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে'। মানকুর উড়ালপুল থেকে কলকাতা মুখী ৬ নং জাতীয় সড়কের কপালিপাড়ার কাছে একটা বাঁকের মুখে দুর্ঘটনা বেশি হচ্ছে বলে স্বীকার করেছেন পুলিশ প্রশাসন থেকে গ্রামীণ প্রশাসন। হাওড়া গ্রামীণ জেলার একজন পুলিশ আধিকারিক বলেন, ৬ নং জাতীয় সড়কের মুম্বাই রোডের ওই অংশটি নিয়ে বারংবার ৬ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা এই বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধানের কোন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। দিনের বেলা এবং রাত ১০ টা পর্যন্ত ওই জায়গার মানুষকে রাস্তা পারাপার করানোর জন্য সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এতে করে ও সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না । এই বিষয়ে ৬ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক রবি মিশ্র ৬ নং জাতীয় সড়কের ওই জায়গার সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, এখনও ৬ নং জাতীয় সড়কের বেশ কয়েকটি উড়ালপুল ও আন্ডারপাশ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু কিছু জায়গায় জমি জটের কারণে কাজ করা যাচ্ছে না। এর ফলে মানুষের সমস্যা হচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটছে। দুর্ঘটনার ফলে অঙ্গহানি হওয়া থেকে মৃত্যুর ঘটনা ও ঘটছে, এই কথা ঠিকই। জমি জটের সমস্যা মেটানোর জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। সমস্যা মিটে গেলেই ৬ নং জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হবে। যেখানে যেখানে আলো লাগানো বাকি আছে, সেখানে আলো ও লাগানো হবে ।

দূষণ কমাতে ৩০টি বস্তিতে লাগানো হবে সৌর বাতি, সিদ্ধান্ত পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ কলকাতা পুরসভা এলাকার বস্তিতে জ্বলবে সৌর আলো । দূষণ কমাতেই এমন সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার । প্রাথমিকভাবে ৩০টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে কলকাতা জুড়ে। এই সমস্ত বস্তি এলাকার রাস্তায় সৌর আলো লাগানো হবে। দূষণমুক্ত গ্রিন এনার্জি বা ক্লিন এনার্জির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন। বায়ুদূষণের মাত্রা মাপতে নতুন 'পরিবেশ সেল' খুলেছে কলকাতা পুরসভা। তারাই শহর ঘুরে খতিয়ে দেখেছে। কলকাতা এলাকায় ৩ লক্ষ ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। এগুলি থেকে ৭০০ মেট্রিক টন কার্বন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। পরিবেশবিদরা বলছেন, এই অতিরিক্ত কার্বণ উষ্ণায়নের কারণ। একমাত্র সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার কমাতে পারে এই আশঙ্কা। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার (বস্তি) জানিয়েছেন, সব দিক খতিয়ে দেখে বস্তি এলাকায় সৌর আলো লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৩০টি বস্তি চিহ্নিত করা হয়েছে কলকাতা জুড়ে। এই সমস্ত বস্তি এলাকার রাস্তায় সৌর আলো লাগানো হবে। পুরসভা সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার গিরিশ পার্ক, শ্যামবাজার এলাকার বস্তি ছাড়াও দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুর ঢাকুরিয়া, কালীঘাট এলাকার বস্তিতে লাগানো হবে সৌর আলো। পুরসভার নতুন বায়ুদূষণ পরিমাপ 'সেল' জানিয়েছে, দূষণমক্ত গ্রিন এনার্জি বা ক্লিন এনার্জির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন। বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে বস্তি এলাকার অলিতে গলিতে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে স্বল্প ক্ষমতার সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানোর বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। এ জন্য বস্তি এলাকার গলিতে নতুন লাইটপোস্ট বসানো হবে। সেই লাইটপোস্টের মাথায় থাকবে সোলার প্লেট। যেখানে থাকবে সৌরকোষগুলি। গ্রীষ্মের দুপুরে সৌরকোষগুলি এক বর্গমিটার প্রখর রোদ পেলেই ২০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। এর আগে কলকাতা শহরের আটটি পার্কে পুরসভার তরফে সৌর আলো বসানো হয়েছিল। মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন নতুন সৌর আলোতে দূষণ যেমন কমবে, তেমন বিদ্যুতের সাশ্রয়ও হবে। উল্লেখ্য, চলতি বছরে প্রায় ৪ কোটি টাকা ইলেকট্রিক বিল বাঁচিয়েছে কলকাতা পুরসভা। কলকাতা পুরসভা এলাকায় প্রায় ৩ লক্ষ ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। তার মধ্যে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ল্যাম্পপোস্টে ভেপার ল্যাম্প বদলে এলইডি ল্যাম্প লাগানো হয়েছে। এর ফলে প্রায় ৪ কোটি টাকা বাঁচাতে পেরেছে পুরসভা। মেয়র পারিষদ (আলো) সন্দীপরঞ্জন বক্সি জানিয়েছেন, আগে আগে আলো বাবদ বছরে ১৪ কোটি টাকা বিল আসত। এখন তা কমে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটিতে। পুরসভা এলাকার রাস্তায় সৌর আলো বসানো হলে সে খরচ অনেকটাই কমবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচি হরিপালের ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার সারাদিনব্যাপী দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচী পালিত হল হুগলির হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সকালেই ইলিপুর কিরণময়ী এলাকার বিশালক্ষী মন্দির পুজো দিয়ে এই কর্মসূচির সূচনা করেন হরিপাল বিধানসভার বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। সঙ্গে ছিলেন হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক ও দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এরপরে বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না মানুষের সাথে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। শিশু শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সবশেষে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের কাজকর্মের বিষয় সম্পর্কে অবহিত হন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার করবি মান্না বলেন মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত সমাজ কল্যাণকর প্রকল্পগুলি চলছে সেগুলি এলাকার মানুষ ঠিকঠাক পাচ্ছেন কিনা কোথাও কোন ঘাটতি আছে কিনা এগুলো জানবার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর দূত হিসাবে এলাকার মানুষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাই হলো এই সুরক্ষা কবজ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। পরে তিনি দলীয় কর্মীদের সাথেও মিলিত হন।

সিঙ্গুরের কাছারিপাড়ায় নলবাহিত জল প্রকল্পের শিলান্যাস

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ৭ এপ্রিল ঃ সিঙ্গুর ব্লকের বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারিপাড়ায় বিঘাটি এক নম্বর জোন পি, এইচ, ইর, নলবাহিত জল প্রকল্পের শিলান্যাস হলো। এই প্রকল্পটির শিলান্যাস করেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। মন্ত্রী

বলেন সিঙ্গুর ব্লকের অধীন ১৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ইতিমধ্যেই নল বাহিত জল প্রকল্প চালু হয়ে গেছে। এবার এই বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছারিপাড়ায় বিশুদ্ধ নলবাহিত জল প্রকল্পের শিলান্যাস হলো। এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন আমরা শিলান্যাস করার সাথে সাথে প্রকল্পের কাজ শুরু করে দিই এখানেও সেই কাজ শুরু হয়ে গেল। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। তিনি জানান আট কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় এই প্রকল্পটির রূপায়িত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার অব্দি মানুষকে পরিষেবার আওতায় আনা হবে। ফলে উপকৃত হবেন দুই হাজারটি পরিবার জনসংখ্যার বিচারে প্রায় এগারো হাজার মানুষ পানীয় জলের সুবিধা পাবেন। এর জন্যে একটি পানীয় জলের জলাধার নির্মিত হবে দুটি পাম্প হাউস থাকবে। প্রায় ছোট বড় ৫৪ কিলোমিটার পাইপলাইন বসানো হবে। উল্লেখ্য এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এটি, এই প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে এখানকার মানুষ অত্যন্ত খুশি। অনুষ্ঠানে সরকারি আধিকারিকবৃন্দের সাথে বিঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সদস্যরা ছাড়াও বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মৃত বা অক্ষম কর্মীদের পোষ্যদের চাকরি পাওয়া সরল করতে উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ কর্মরত অবস্থায় মৃত বা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়া রাজ্য সরকারি কর্মীর পোষ্যদের চাকরি পাওয়ার প্রক্রিয়া আরো সরল করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে এই পুরো প্রক্রিয়া অনলাইনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে রাজ্যের অর্থ দফতর জানিয়েছে। আবেদন থেকে নিয়োগপত্র পাওয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করতে দফতরের মানবসম্পদ সংক্রান্ত পোর্টালটিকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। সেখানে আবেদনকারী নিজেই নিজের নাম নথিভুক্ত করে চাকরির জন্য আবেদন করার পাশাপাশি তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থাও ওই পোর্টালে দেখতে পারবেন। এই পোর্টাল পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়টি দেখভাল করার জন্য সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সচিবালয় থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মী ও আধিকারিকদের আগামী ১০ থেকে ১৮ এপ্রিল এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এইজন্য জেলাগুলি থেকে নামের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত বা অক্ষম কর্মীদের পোষ্যদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে মাঝে মাঝেই নানা অনিয়ম ও অস্বচ্ছতার অভিযোগ ওঠে। তা বন্ধ করে পুরো প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ন স্বচ্ছ করতেই এই উদ্যোগ। অন্যদিকে রাজ্য সরকারি কর্মীদের অনলাইন সার্ভিস বুক তৈরির জন্যও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে অর্থ দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে।

রাজ্য সরকার আরও ৩০ টি ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স চালু করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণহানি সংখ্যা কমাতে রাজ্য সরকার আরও ৩০ টি ট্রমা কেয়ার অ্যাম্বুলেন্স চালু করছে। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার মতো যাবতীয় পরিকাঠামো এমনকি ভেন্টিলেটর থাকবে এই অ্যাম্বুলেন্স গুলোতে। কলকাতা নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগনায় দুটি করে এবং বাকি জেলাকে একটি করে অ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হচ্ছে। সাতজন সাংসদের সাংসদ তহবিলের টাকায় মোট ১০ কোটি টাকা ব্যয় এই অ্যাম্বুলেন্স কেনা হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। আগামী সোমবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এই অ্যাম্বুলেন্স গুলির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করতে পারেন।

শনিবার রাতভর বাতিল শিয়ালদহের একাধিক লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ শিয়ালদহ ডিভিশনে একটানা ১০ ঘণ্টা ট্রেন বাতিলের কথা জানাল পূর্ব রেল। শনিবার (৮ এপ্রিল) রাত ১০টা ২০ মিনিট থেকে থেকে রবিবার (৯ এপ্রিল) সকাল ৮টা ২০ মিনিট পর্যন্ত শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল থাকবে একাধিক লোকাল ট্রেন এবং দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনও। ওই ১০ ঘণ্টায় কিছু দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচিও বদলানো হয়েছে। কিছু ট্রেনকে বিকল্প পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলার জন্যই ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। শনিবার শিয়ালদহ ডিভিশনে বাতিল থাকছে এক জোড়া শিয়ালদহ- নৈহাটি লোকাল, এক জোড়া শিয়ালদহ- বনগাঁ লোকাল এবং এক জোড়া শিয়ালদহ-কৃষ্ণনগর লোকাল। রবিবার বাতিল থাকছে ৩ জোড়া শিয়ালদহ-রানাঘাট লোকাল। বাতিল থাকছে ২ জোড়া শিয়ালদহ-বনগাঁ লোকাল, শিয়ালদহ-হাবড়া লোকাল, শিয়ালদহ - ডানকুনি লোকাল, শিয়ালদহ-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল এবং শিয়ালদহ- ব্যারাকপুর লোকাল। তা ছাড়াও ওই দিন বাতিল থাকছে এক জোড়া শিয়ালদহ-দত্তপুকুর লোকাল, শিয়ালদহ-হাসনাবাদ লোকাল, শিয়ালদহ-নৈহাটি লোকাল, শিয়ালদহ-শান্তিপুর লোকাল এবং শিয়ালদহ-গেদে লোকাল। বাতিল থাকছে একটি ডাউন কৃষ্ণনগর- শিয়ালদহ লোকালও। কুড়মি সম্প্রদায়ের আন্দোলনের জেরে খড়্গপুর ডিভিশনে গত কয়েক দিন ধরেই বাতিল করা হচ্ছে আপ এবং ডাউনের একাধিক ট্রেন। তার উপর শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেন বাতিলের কারণে যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বেআইনি নির্মাণ, নিয়ে হাইকোর্টে তীব্র ভৎর্সনার মুখে বিধাননগর পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র ভৎর্সনার মুখে পড়ল বিধাননগর পুরসভা। আদালতের পর্যবেক্ষণ, বেআইনি নির্মাণ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। বেআইনি নির্মাণ হয়ে চলেছে, আর বিধাননগর পুরসভা চোখ বন্ধ করে আছে! বিধাননগর পুরসভার ভূমিকায় শুক্রবার এভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি ৩০ দিনের মধ্যে পুরসভাকে বেআইনি নির্মাণের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, পুরসভাকে ইন্সপেক্টদের নিয়ে একটি টিম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা সুনিশ্চিত করবে বিধাননগর পুরসভায় আর কোন বেআইনি নির্মাণ যাতে না হয়। ১৫ মে মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে হাইকোর্টের যে পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আদালতের শুনানির মাঝে উঠে আসে, বিধাননগরে ৩৯ টি প্লটে ৩৩৩ টি নির্মাণ আছে। যার মধ্যে ২০ টি একতলা বাড়ি। যে নির্মাণ ও যাবতীয় সমস্ত নির্মাণ প্রসঙ্গে খতিয়ে দেখতে ইনপেক্টরদের নিয়ে একটি দল তৈরির নির্দেশ দিয়েছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। যাতে বিধাননগর পুরসভা এলাকায় কোনও অবৈধ নির্মাণ আর না হয়, সেটা নিশ্চিত করার বার্তাও দিয়েছে আদালত। অবৈধ নির্মাণগুলি ইতিমধ্যে হয়ে গিয়েছে, সেগুলো নিয়ে কী করা হবে, তা ঠিক করার জন্য বিধাননগর পুরসভাকে একমাস সময় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। যার মধ্যে তারা কী পদক্ষেপ করছে, সেটা বিস্তারিতভাবে জানাতে বলা হয়েছে। পদক্ষেপ করার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি বিধাননগর পুরসভাকে ভৎর্সনা করে আদালতের মন্তব্য, বেআইনি নির্মাণ কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২৭ সংখ্যা, শনিবার, ২৪ চৈত্র ১৪২৯

বিজেপির কংগ্রেস বিরোধী নীতি

সম্পাদকীয় ১

বিজেপি দলের এখন একমাত্র নীতি হচ্ছে কংগ্রেস বিরোধিত করা। আর দ্বিতীয় কোনও পথ তৈরি করছে না। কংগ্রেস হটাও দেশ বাঁচাও অভিযান করতে ব্যস্ত বিজেপি দলের নেতারা। কংগ্রেসের সঙ্গে যাদের আদর্শগত বিরোধ রয়েছে তাদের সঙ্গে বিজেপি দল হাত মেলাতে কসুর করছে না। সিপিএম দলের একজন নেতা বলেছিলেন, যে তৃণমূল কংগ্রেসের এখন একটিমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে বিজেপিকে তাড়নো নয়, কংগ্রেসকে দেশ থেকে তাড়ানো। তাহলে তার কংগ্রেসের শূন্যস্থানে গিয়ে বসতে পারবে। যে কংগ্রেস তৃমমূলের কাছে এ্যালার্জি ছিল। সেই কংগ্রেস কী করে হঠাৎ তাদের কাছে অতি প্রিয় হয়ে উঠল তা বুঝতে পারা গেল না। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস চেষ্টা করছে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় স্থানটিকে দখল করতে। কংগ্রেস বেঁচে থাকলে সেটা তৃণমূল কংগ্রেস করতে পারবে না। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস রাহুলের সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার হাওয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেরা বড় হওয়ার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস বিরোধী বিজেপি হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি। কংগ্রেস এতকাল ধরে ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে চলেছিল। ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি বলে কোনও কিছু হয় না বলে বিশ্বাস করেন বিজেপি দলের অধিকাংশ নেতারা। তারা প্রত্যেকেই আরএসএসের সদস্য। আরএসএসের সদস্যরাই বিজেপি দলটাকে পরিচালনা করছে এখন। রাজনাথ সিং তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি তো আদাবানির স্থানটা দখল করে রেখে দিয়েছেন। আরএসএসের বর্তমান সভাপতি মোহন ভাগবত তো মোদির পচ্ছন্দের লোক। মোদি এখন বিজেপি দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন অমিত শাহের ওপরে অবস্থান করছেন। আগে বিভিন্ন জনসভায় অমিত শাহ বক্তব্য রাখতেন স্বাধীনভাবে। কিন্তু আজকে তিনি মোদির কথা ছাড়া চলছেন না। মোদি তা বলছেন তাই অমিত শাহ শুনছেন। রাজনাথও একই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। তাহলে এখন ভাবতে হবে কেন হঠাৎ গুজরাত গোষ্ঠীরা কংগ্রেসের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাহলে কি অর্থনীতিই এর মূল কারণ নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে। আসলে বুঝতে পারা গিয়েছে কংগ্রেস যতদিন শক্তিশালী থাকবে ততদিন কিন্তু বিজেপি দলের পক্ষে একক শক্তি নিয়ে রাজনীতির মসনদ দখল করাটা একেবারে অসম্ভব। কংগ্রেস দলটাকে পঙ্গু করে দিতে হবে। তার জন্য কংগ্রেস বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে বিজেপি দলের নেতারা। কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিরোধ শুরু হয়েছিল গান্ধি হত্যার পর থেকে। বিপ্লবী বীর সাভারকারকে গান্ধি হত্যার জন্য দায়ী করে তাঁর ফাঁসি দেওয়া থেকে শুরু করে আরএসএস কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিল কংগ্রেস নেতারা। কংগ্রেসের সবাই তখন গান্ধিকে জাতির জনক বানিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটা না করতে পারলে কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছিল অবিচার করা হতো গান্ধিজির প্রতি। গান্ধিজি গুজরাতের লোক হলেও কিন্তু কিন্তু সর্বভারতীয় হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ভারতবাসীর কাছে অতি প্রিয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামী দেশনায়ক হিসাবে পরিচিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন করতে শুরু করে দিল। তখন গান্ধিজি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছেন। কংগ্রেস দলটা তার কথায় পরিচালিত হতে শুরু করে দিয়েছে।

আমেরিকা-ব্রিটেন অর্থ দেবে, প্রযুক্তি দেবে না

সম্পাদকীয় ২

গতিশীল ভারত গড়তে গেলে আদানির মতো শিল্পপতি এবং চিনের মতো প্রযুক্তি নির্বর দেশের সহযোগিতা খুবই দরকার। চিনের প্রযুক্তি খুবই প্রয়োজন। আমেরিকা, ব্রিটেন অর্থ দেবে কিন্তু প্রযুক্তি দেবে না। কিন্তু চিন অর্থের বিনিময়ে প্রযুক্তি বিক্রি করবে ভারতকে। তার ফলে অর্থের জন্য আদানি, আম্বানির মতো শিল্পপতিদের খুবই প্রয়োজন মোদির। তিনি শিল্পপতিদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে শুরু করেছেন। আদানি চিন দেশে তাদের শিল্প গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। চিনের সহযোগিতা নিয়ে আদানি গোষ্ঠী ভারতে বিমান বন্দর, রেললাইন থেকে শুরু করে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে শুরু করেছে।। চিন এবং আদানি বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না ভারত সরকার এই মুহূর্তে। সেটা জানেন বিজেপি দলের নেতারা। রাহুল গান্ধি যতই আদানি বা চিনকে নিয়ে চিৎকার করুক না কেন প্রধানমন্ত্রী চুপ করে থাকবেন। কারণ তিনি আসল ব্যাপারটা বোঝেন বা জানেন। আদানি বা চিন হাতছাড়া হলে আমেরিকার সবচেয়ে বেশি লাভ। আমেরিকা এখন দেখতে শুরু করে দিয়েছে ভারত কবে চিন বিরোধিতা করতে শুরু করে। তাহলে সেখানে আমেরিকা প্রবেশ করতে থাকবে। আমেরিকা প্রযুক্তি দেবে না। তারা অস্ত্র ব্যবহার করতে বলবে। শুধু অস্ত্র ব্যবহার করে ভারতের কোনও লাভ হবে না। তার বড় উদাহরণ হচ্ছে ইউক্রেন। আজকে ইউক্রেন আমেরিকা বা পশ্চিমী দেশগুলির অস্ত্র ব্যবহার করে কোনও লাভ করতে পারেনি। উল্টে ইউক্রেন আজকে শ্মশানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সেখানে জেলেনস্কি দাঁড়িয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন। আজকে দেখাত পাওয়া গিয়েছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার বিরদ্ধে কোনও জোরালো বক্তব্য রেখেছেন কি? তা দেখতে পাওয়া যায়নি। একমাত্র ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ব্রিটেন এবং আমেরিকা সফর করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ইউক্রেন সাধারণ নাগরিকেরা আজকে কাঁধে বন্দুক নিয়ে লড়াই করছে। ইউক্রেনের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

সাধক বামাক্ষ্যাপা তন্ত্র সাধনা করতে শুরু করে দিলেন মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য। তারাপীঠ তন্ত্র সাধকদের পীঠস্থানে পরিণত হলো। দুর্গা চণ্ডী পাঠ বা মা কালীর তন্ত্রপাঠ। বাংলায় বহু তান্ত্রিক ছিল। বাংলা তন্ত্র সাধনার জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু মা কালীকে ভক্তি রসে নিয়ে এলেন বামাক্ষ্যাপা। তারাপীঠের মা কালীই হচ্ছেন বিশ্ব মাতা। তিনি শক্তিরূপিনী। ভক্তিধারিনী। তিনি ধ্যান। তিনি ধারক এবং বাহক। তিনি সাধনা। তিনি মন্ত্র। তাঁর মতো শক্তি আর কারোর নেই। পুজো করার চেয়ে মায়ের মন্ত্র উচ্চারণ করলে কালী মায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব। তিনি পুজা অর্চনা সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে হবে। দিনের পর দিন কালী নাম মন্ত্র রচনা করে তাঁর নাম কীর্তন শুরু করতে হবে। তারাপীঠে শ্মশানে কালী মায়ের মন্দিরে জবা ফুল দিয়ে পুজো সারতে হবে।

শতবর্ষের আলোকে বাংলার নিজস্ব লোকসম্পদ 'মৈমনসিংহ গীতিকা'

রবীন্দ্র কুমার শীল

একশো বছর আগে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল তার নাম 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। এই বইটি প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কার্তিক মাসে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকা প্রকাশ হতে শুরু করে দিয়েছিল। সেই পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হল 'মহিলা কবি চন্দ্রাবতী'। এর লেখক ছিলেন চন্দ্রকুমার দে। তিনি লিখেছিলেন গৈগেরামের এক কবির বিষয়ে। এটিই ছিল তাঁর প্রথম রচনা। তারপর থেকে চন্দ্রকুমার দে একের পর এক পূর্ব বাংলার লোক গানকে প্রকাশ করতে থাকলেন 'সৌরভ' পত্রিকাতে। তখন বাংলার ছিল ১৯২০-২১ সাল। চন্দ্রকুমারের লেখা পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন উৎসাহী হয়ে উঠলন। তিনি চন্দ্রকুমারের প্রকাশিত লেখার দিকে মনসংযোগ দিতে শুরু করে দিলেন। 'সৌরভ' পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের। দীনেশচন্দ্র সেন এবারে বাংলার নিজস্ব লোক সম্পদকে উদ্ধার করার জন্য মনোনিবেশ করতে শুরু করলেন। তিনি চন্দ্রকুমার দে'র সঙ্গে যোগযোগ করলেন। কলকাতায় তাঁকে ডেকে পাঠালেন অধ্যাপক। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি বাংলার সাহিত্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে পরম উৎসাহী ব্যক্তি। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন সরাসরি উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে প্রস্তাব দিলেন। চন্দ্রকুমার দে'কে দয়িত্ব দেওয়া হল পূর্ব বাংলার 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র আরও তল্লাশি করতে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর জন্য অর্থ মঞ্জুর করলেন। আরও মৈমনসিংহ গীতিকার অনুসন্ধান করার জন্য চন্দ্রকুমারকে নিয়োগ করা হল। এটা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের তাঁর মাইনে ধার্য করা হল সত্তর টাকা। । পূর্ব বাংলার ময়মনসিংহ এলাকায় ভ্রমণ করে পালা সংগ্রহ করতে শুরু করলেন চন্দ্রকুমার দে। এই সব পালা লোকমুখে শোনা যেত। কোনও পুঁথি আকারে লিপিবদ্ধ ছিল না। গ্রাম বাংলার চষে খাওয়া মানুষেরা অবসর সময়ে এই গান গুলি গাইতো অবসর সময়ে। তিন বছর ধরে চলতে থাকলো পালা সংগ্রহের অভিযান। দ্বিজ কানাইয়ের 'মহুয়া', মলুয়া, নয়ানচাঁদ ঘোষের 'চন্দ্রাবতী' দ্বিজ ঈশানের 'কমলা', চন্দ্রাবতীর 'রামায়ণ' ও 'কেনারাম' মনসুর বয়াতির 'দেওয়ান মদিনা' সহ আরও অনেক গানের পালা। মৈমনসিংহ গীতিকা বাংলার নিজস্ব সম্পদ। গ্রাম বাংলার রোমান্টিক লোককথা বলা যেতে পারে। ধর্মীয় আবেগ থেকে বের হয়ে মানব মানবীর প্রেম গল্পকে অবলম্বন করেই এই সব পালা গানগুলি ময়মনসিংহ এলাকার অতি সাধারণ মানুষ চাষাভুষো থেকে শুরু করে জেলে মাঝিমল্লারদের একান্ত সম্পদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। চন্দ্রকুমার দে'র বাড়ি ছিল নেত্রকোণায়। মৈমনসিংহ গীতি কবিতার যারা রচয়িতারা ছিলেন বলতে গেলে নেত্রকোণা জাতক। ময়মনসিংহের উত্তরে গারো পাহাড়। পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র। ফুলবেড়িয়া, মুক্তগাছা। দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ। পশ্চিমে সিলেট। ১৯২৩ সালে একশো বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন প্রকাশ করলেন "ইস্টার্ন বেঙ্গল ব্যালাড"। ইংরেজি ভাষায় এই দশটি মৈমনসিংহ গীতিকার তর্জমা প্রকাশ করেছিলেন। ইংজিতে অনুবাদ করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন স্বয়ং। বইয়ের মধ্যে একটি দীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিলেন। মার্চ মাসে এই বইটি প্রকাশ হতেই সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। বাংলার পণ্ডিতসমাজ থেকে শুরু করে শিক্ষিত সমাজে যুক্ত ব্যক্তিরা বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকে। সেই বছরেই নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হল 'মৈমনসিংহ-গীতিকা' (পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা)। বাংলার মানুষের মনকে একেবারে জয় করে নিল 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কমলা, রূপবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কাজলরেখা ' এবং 'দেওয়ান-মদিনা' বাংলার সমস্ত স্তরের মানুষের মনকে জয় করে নিল। বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আপ্লুত হয়ে পড়লেন। দীনেশচন্দ্র সেনের পথ ধরে পরে আরও বেশ কয়েকজন এই গীতিকার তথ্য তল্লাশির কাজে নেমে পড়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আশুতোষ চৌধুরী, কবি জসীমুদ্দিন, মনোরঞ্জন চৌধুরী, শিবরতন মিত্র। সবাই মিলে খোঁজার পর পালার সংখ্যা গিয়ে উপস্থিত হল ৫৪টি। চন্দ্রকুমার আটটি পালা সংগ্রহ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্য যখন হিন্দু-মুসলমান কবি এবং সাহিত্যিকদের ভাগ করার প্রক্রিয়া চলছিল তখন দীনেশচন্দ্র সেন লিখলেন, "এই গীতি সাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়ের এখানে পণ্ডিতগণের রক্তচক্ষু শাসাইবার কিছু নাই।" সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনকে প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে ডেকে নিয়ে এসে সম্বর্ধনা দিলেন। গ্রাম বাংলায় স্বাধীন প্রেম চর্চার মধ্যে কোনও ধর্মীয় বেড়াজাল ছিল না তাই এই গীতিকা থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল। সেই খবর বাংলার ইরেজি শিক্ষিত সমাজ কোনও খবর রাখতো না। মৈমনসিং গীতিকা হিন্দু মুসলিমদের অনাবিল প্রেমের ছবিকে প্রকাশ করেছে। বাংলার সুলতানি আমলে সুদূর ময়মনসিংহ বাসিন্দারা ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ধর্মীয় কঠোর বিধিনিষেধের জালকে একেবারে উপড়ে ফেলে দিয়ে ভেলুয়া, মহুয়া, কমলা সোনাইয়ের মতো গ্রামের মেয়েরা মনের মতো পুরুষসঙ্গী খোঁজার স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছিল যা কলকাতার সাহেবি শিক্ষায় শিক্ষিত রক্ষণশীল সমাজের সদস্যরা ভাবতে পারেনি। শুধু কি রক্ষণশীল উদারপন্থী হিন্দু মুসলমানরা কলকাতায় বসে এই সব প্রেমকথার সঙ্গীতকে বিশ্বাস করে নিয়ে সময় নিয়েছিল। হিন্দু মুসলিম প্রেমের মরাগাঙ্গে বান নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ময়মনসিংহ গীতিকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখলেন, "বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুস্করিনী, কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকা পল্লী হৃদয়ের গভীর স্তব থেকে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এমন আত্মবিস্মৃত রসসৃষ্টি আর কখনো হয়নি। এই আবিস্কৃতির জন্য আপনি ধন্য।"

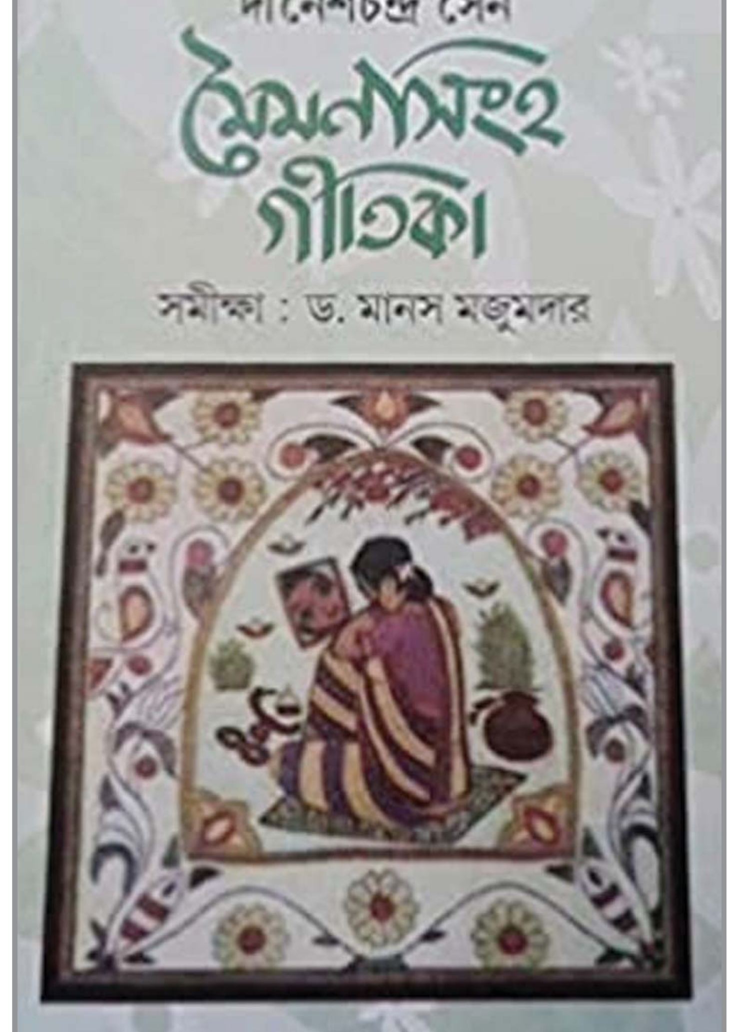

বিরোধীদের ধাক্কায় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কোনঠাসা

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯২৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে গেলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর স্থানে এসে উপস্থিত হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তখন দীনেশচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন কবি জসীমউদ্দিন। সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বড়ই অসহায় ছিলেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর গোষ্ঠী তাঁকে একেবারে কোনঠাসা করে দিয়েছিলেন। সজনীকান্ত দাসের 'শনিবারের চিঠি'তে 'শ্রীদীনেশ' নাম ব্যঙ্গ করে বহু নকসা প্রকাশিত হতে শুরু করে। উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দীনেশচন্দ্র সেনকে রক্ষা করতে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। তার ফলে দীনেশচন্দ্র সেনকে বিদায় গ্রহণ করতে হল। বিদায় কালে ফুল মালাও পর্যন্ত জোটে নি তাঁর কপালে। তবুও নিরাশ হননি তিনি। বাংলা সাহিত্যচর্চা আজীবন করে গিয়েছেন। মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বক্তব্য পেশ করেছেন। বাংলার সাহিত্য মহল তাকে কোনও সম্মান না দিলেও বহু বিদেশি লেখকেরা তাঁকে সম্মান দিতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করেননি। শিল্পরসিক সিলভ্যাঁ ও লেভি স্টেলা ক্র্যামরিশ পর্যন্ত মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে চর্চা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জ্বরের ঘোরে সারাদিন আমি মহুয়া, নদের চাঁদ ও হোমরাকে যেন স্বপ্নের মতো দেখছি। আমি ভারতীয় সাহিত্য যত পড়ছি, তার মধ্যে এমন মর্মস্পর্শী এমন সহজতর সুন্দর আখ্যান কোনও সময়ে পড়িনি।" বাংলার মুসলিম কবি সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজির 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যটি বঙ্গানুবাদ করে বাংলার কবি জগতে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেছিলেন। হিন্দি কবি মুহম্মদ জায়সীর মদুমাবৎ অবলম্বনে তিনি 'পদ্মবতী' রচনা করেছিলেন। বাংলার সাহিত্যউচ্চাঙ্গের ইসলামিক রোমান্টিক কবিতার স্পর্শ অনুভব করতে শুরু করলো। তবে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বাংলার নিজস্ব সম্পদ। কারোর থেকে ধার করা নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে 'মৈমনসিং গীতিকা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখছেন, "গাথা হল কবিতায় বা গানের বিবৃত লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাস্তব-জীবনের সুখদুঃখের কাহিনী। এ কাহিনীর মূলে ক্বচিৎ কদাচিৎ ঐতিহাসিক তথ্যের একটু আধটু ইঙ্গিত থাকতে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোককবিগণ (প্রায়ই কৃষক, পাটনী প্রভৃতি নিম্নবৃত্তির জনসাধারণ) কোন প্রণয়ঘটিত রোমান্টিক আখ্যান, বা জমিদারদের দলাদলি, বা লোক-জীবনের অন্য কোন কৌতুহলপ্রদ ঘটনা নিয়ে ছড়া-পাঁচালী ঢঙে মুখে মুখে আখ্যানকাব্য রচনা করতেন, গায়েনের দল তাতে সুর দিয়ে গ্রামে গ্রামে গেয়ে গেয়ে বেড়াত। পূর্ববঙ্গের এর নানা দল-উপদল ছিল, যাদের ব্যবসাই ছিল পাগাগান গেড়ে বেড়ান। সংগৃহীত পালাগানের মধ্যে যেগুলিতে বাস্তাব প্রেম প্রণয়ের গল্প বলা হয়েছে, কাব্যের দিক থেকে সেগুলি উৎকৃষ্ট-যেমন মহুয়া, মুলয়া প্রভৃতি। শুধু প্রেমের জন্য জাতিপাতি বিলিয়ে দেওয়া, উচ্চবর্ণ কর্তৃক নিম্নবর্ণের কন্যাকে প্রেয়সীরূপে গ্রহণ করে সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া এমনকী বেদিয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণপুত্রের বিবাহ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রেমের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি ঘটনা অশিক্ষিত কবিরা বিস্ময়কর নিপুণতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।" মৈমনসিংহ গীতিকার মধ্যে 'মহুয়া' গাথা সাহিত্য সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই গীতিকাব্যকে অবম্বন করে নাটকও পর্যন্ত মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। 'মহুয়া' গীতিকাকে নিয়ে সিনেমা পর্যন্ত হয়। কাজি নজরুল ইসলাম, মন্মথ রায় থেকে শুরু করে ব্রজেন্দ্র কুমার দে সহ একের পর এক নাট্য ব্যক্তিরা এই 'মহুয়া' গীতি কাব্যকে ধরে নাট্য রূপ দিতে থাকেন। ১৯৬০-৭০ দশক চলা সালে 'সোনাইদীঘি' যাত্রা পালার পিছনের পর্দায় রয়েছে 'সোনাই মাধব'। ১৯৮০ সালে বিভাস চক্রবর্তী নির্মাণ করেছিলেন 'মাধব মালঞ্চ কন্যা'। এই সবগুলির কিন্তু রসদ সংগ্রহ করা হয়েছে ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে। মৈমনসিংহ গীতিকা নিয়ে ভাষাচার্য সুকুমার সেন মহাশয় বলেছিলেন মুদ্রিত গাথাগুলিকে লোকসাহিত্যের ভেজালহীন নিদর্শন বলিয়া নেওয়া চলে না'। চন্দ্রকুমার দে এগুলির ওপরে কলম চালিয়ে ছিলেন। সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বহু স্থানে পরিমার্জন করেছেন বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এদিকে ঢাকার বাংলা আকাদেমি থেকে শামসুজ্জামানের সম্পাদনায় 'মহুয়া' গাথাগীতি প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে কিন্তু চন্দ্রকুমার দে বা দীনেশচন্দ্র সেনকে কোনও রকমভাবে খাঁটো করে দেখা হয়নি। দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহে বাংলা তাঁর নিজস্ব লোক সম্পদকে সবার মধ্যে বিস্তার করিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহ না থাকলে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' প্রকাশ কাল হয়তো বহু বছর পার হয়ে যেত নয়তো অকালে হারিয়ে যেত।

কোভিড আবহের প্রভাবে একাকীত্বের লক্ষণ বৃদ্ধি

বিশেষ প্রতিনিধি

কোভিত অতিমারি প্রকাশ হওয়ার ফলে মানব জীবনকে একেবারে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে বলে এককদল বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। গত দুই বছর ধরে প্রায় একটি ঘরে আবদ্ধ থাকা, লকটাউন চলার ফলে রাস্তায় ঘাটে না বেড়াতে পারা, ঘরে মধ্যে থাকতে থাকতে ঘরকুনো হয়ে পড়া ব্যধিটা এখনও রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন। করোনা সংক্রমণ চলে গেলেই মানুষের মধ্যে একা থাকার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অনলাইন কাজ করার দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইন পড়াশুনার করা দিকে আবার ছাত্ররা ঝুঁকে পড়তে শুরু করেছে। ফিজিক্যাল পড়াশুনার ওপরে তাদের আগ্রহ ক্রমশ লুপ্ত হতে শুরু করেছে। কস্মেলু কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যাওয়ার প্রবণতায় হ্রাস পড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে এর ফলে সামাজিক পরিবেশ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একাকিত্ব থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মানুষ আজকে আর কাউকে ঘরে ডেকে আমন্ত্রণ করার প্রথাটা প্রায় উবে যেতে শুরু করেছে। বিবাহ অনুষ্ঠান বলতে গেলে সংক্ষিপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। হইচই করে কোনও অনুষ্ঠান আর হচ্ছে না। সব সময়ে সবার সঙ্গে মিলে মিশে চলার ব্যাপারে অনীহা দেখা দিতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে জাপানে বেশি করে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে একাকী থাকার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করছে। সেখানকার চিকিৎসকেরা এই নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেছে। সমাজবিদরা উদ্বেগ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। করোনা সংক্রমণের ভয়ভীতি এখনও তাড়া করে নিয়ে চলেছে। বহু লোককে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। বেশি ভিড়ে কেউ চলাফেরা করতে চাইছে না। অনলাইন বাজারের ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। থলে হাতে বাজারে যাওয়া এবং দরদস্তুর করে জিনিসপত্র কেনার ব্যাপারে অনীহা দেখা দিতে শুরু করেছে। জাপানিরা এই রোগকে নাম দিয়েছে 'হিকিকোমোরি'। এই রোগের উপসর্গ হল সকলের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখা। করোনা সংক্রমণ এই ভয়াবহ সামাজিক রোগকে উপস্থিত করেছে। একসঙ্গে মিলে মিশে থাকবো উৎসব করবো সেই রকম প্রাণোচ্ছল প্রবণতা এখন আর লোকদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কর্মসংস্থা ক্রমশ কমতে শুরু করেছে। ঘরে বসে কাজ করতে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছে। সারা দিন ধরে ঘর থেকে অফিসের কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে তরুণ সমাজ। তার ফলে আজকে অফিস কালচারটা একেবারে উবে যেতে শুরু করেছে। চিন দেশেও এই রোগ দেখা দিতে শুরু করেছে। বাদ পড়ছে না আমেরিকা বা গ্রেট ব্রিটেন। সেখানেও তরুণরা আর উদ্যানে গিয়ে সবার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলে না। বিনোদন করে না। কেমন একটা বিচ্ছিন্নতা গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব মানব জগতকে। কেউ কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে পারছে না। অল্পে মেজাজ হারাতে শুরু করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান, চিন এমনকী ভারতের নাগরিক সমাজের ওপরে এই ধরনের একাকিত্ব জীবন যাপন করার দিকে প্রবণতা বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করেছে। চিন দেশের রাজধানি বেজিং, জাপানের টোকিও, ব্রিটেনের ইংল্যাণ্ড, আমেরিকার নিউইর্য়ক এমনকী ভারতের নয়াদিল্লিতে ওই রোগ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। শহরগুলিতে এই রোগের প্রকোপ বেশি। চিন্তিত সমাজ বিজ্ঞানীরা। তারা এখন উপায় খোঁজ চেষ্টা করছে কীভাবে এই একাকীত্ব রোগ থেকে মানুষদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। ডিজিটাল ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সামাজিক শুভেচ্ছা থেকে শুরু করে সৌজন্যও এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। তথ প্রযুক্তির ব্যবহার যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই মানুষ নিয়েকে একাকিত্ব করে ফেলতে থাকবে। তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া কিন্তু আধুনিক বিশ্ব গতিশীল হবে না। তবে এর মাঝ বরাবর একটি উপায় বের করতে চেষ্টা করছে সমাজ বিজ্ঞানীরা। যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তি থাকবে এবং সামাজিক মেলামেশা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

বাংলাদেশে রমনার বটমূলে নববর্ষ উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি। বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তিরা নববর্ষ উৎসব পালন করতে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। এক সময়ে রমনার বটমূলে নবভর্ষ উৎসব উদযাপন কালে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। বাংলাদেশে নববর্ষ উৎসব পালন করার ব্যাপারে ফতোয়া জারি করেছিল মৌলবাদী সংগঠনগুলি। 'ছায়ানট' এবং 'জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মেলন'-এর প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ চালু রাখা হয়েছিল মৌলবাদীদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে। এবারে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাংলা সঙ্গীত এবং সংস্কৃতির চর্চার ব্যক্তিত্ব সনজীদা খাতুন। ঢাকার ধানমন্ডিতে ছায়ানটের সংস্কৃতি ভবনে এই প্রবাদ শিল্পীকে বরণ করে নেওয়া হল। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকে শুরু হয়েছিল সনজীদার সঙ্গীত চর্চা। দিদির ওস্তাদজির কাছ থেকে সঙ্গীতের তামিল নেওয়া শুরু হয়। তারপর থেকেই তিনি সঙ্গীতের সুরধারায় সবাইকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের চর্চায় নিজেকে মগ্ন রাখতেন। স্বাধীন বাংলাদেশে বারবার মৌলবাদীদের হামলায় বাংলা সঙ্গীত ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করেছিল। এমনকী বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ওপরে হামলা হতে থাকে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটিতে জাতীয় সঙ্গীত করার ব্যাপরে বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল জাতীর জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। ২০০১ সালে রমনার অনুষ্ঠান রক্তাক্ত হয়েছিল বিস্ফোরণে। জানা গিয়েছিল সেই সময়ে পাকিস্তানের আইএসআই সক্রিয় হতে শুরু করেছিল বাংলাদেশে। তাদের উস্কানিতেই বাংলার নববর্ষ পালন করার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যার ফলস্বরূপ হচ্ছে রমনায় বিস্ফোরণ। বহু লোক হতাহত হয়েছিল। আবার শুরু হয়েছে নালন্দা শিশু বিদ্যালয়। সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে ব্রতচারি সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন সনজীদা খাতুন। ছায়ানটের সভাপতি সারওয়ার আলি বলেছেন, "বাঙালি যাতে বিশ্বমানবে পরিণত হতে পারে তার সাধনা করে চলেছেন মুক্ত মনের মানুষ সনজীদা খাতুন।"

অস্বাভাবিক মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, করণদিঘি, ৭ এপ্রিল ঃ উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘি থানার মাছোল গ্রামে নববধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম হালেমা খাতুন (১৮)। বছর খানেক আগে সাবধান এলাকার দুলেপুরের বাদিরুদ্দীনের মেয়ে হালিমার সঙ্গে মাছোল গ্রামের আইনুল হকের ছেলে জাবিরের বিয়ে হয়। মৃতার বাবা বাদিরুদ্দীনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে নগদ টাকা ও যৌতুকের জন্য হালিমার উপরে চাপ সৃষ্টি করত জামাই জাবির আলি। বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে বচসা হয়। শারীরিক নির্যাতনও চলে। তার মেয়েকে খুন করে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছে। তার মেয়ের শরীরে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। গলায় ফাঁসের দাগ রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে করণদিঘি থানায় মৃতার স্বামী জাবির আলি ও তার মা রাবিয়া বিবির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার বাবা বাদিরুদ্দীন। ঘটনার পর থেকে পলাতক স্বামী সহ শশুর বাড়ির সদস্যরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় করণদিঘি থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। শুক্রবার সকালে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ।

গ্রেফতার ২ চোর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন বাড়িতে একাধিক চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি গুরুং বস্তি এলাকা থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করলো প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে চার দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। ধৃতদের নাম বিগেন গুরুং, বাড়ি গুরুং বস্তি এলাকায় ও অঞ্জয় শর্মা বাড়ি ধরমনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে বাড়ি খালি থাকার সুযোগে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার অভিযোগ জমা পড়তেই তদন্তে নামে প্রধান নগর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে তাদেরকে গতকাল গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে তারা কোন কোন বাড়ি থেকে কি কি সামগ্রী চুরি করেছে এবং চুরি যাওয়া সামগ্রী বর্তমানে কোথায় রয়েছে তার সবটাই তদন্ত করবে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ, বাকি সামগ্রীগুলি উদ্ধার করার কাজ শুরু করা হয়েছে।

৬টি জেটি নির্মান

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৭ এপ্রিল ঃ ভাগীরথী নদীর দুই পাড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে, পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগীরথী নদীর এপার ওপার দুই পাড়ে মোট ৬ টি জেটি নির্মাণ করা হবে, তাই পরিদর্শনে এলেন পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকরা সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে জেটি নির্মাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মন্ত্রী কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ভাগিরথি নদীতে ছটি জেটি নির্মাণ হচ্ছে জালুইডাঙ্গা, কিশোরগঞ্জ, সিদ্ধেপাড়া, মনমোহনপুর, পিয়ারি নগর থেকে কালিনগর। এই ছটি যেটি নির্মাণ হলে দুই পাড়ের সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, হাসপাতালে দেখাতে আসারোগীদের ও বিশাল উপকার হবে।

ছোট মেয়ের প্রেমিকের চরম নৃশংসতা

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা, তাঁর স্বামী ও বড় মেয়েকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ এপ্রিল ঃ কোচবিহারে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যা, তাঁর স্বামী এবং বড় মেয়েকে। আততায়ীদের হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যার ছোট মেয়েও। শুক্রবার ভোররাতে কোচবিহারের শীতলকুচির পশ্চিমপাড়ায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় ৩ আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান, পঞ্চায়েত সদস্যার ছোট মেয়ের প্রেমঘটিত সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড। মাথাভাঙার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিত বর্মা বলেন, প্রধান অভিযুক্ত বিভূতিভূষণ রায় এবং তার সঙ্গীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রেমঘটিত সম্পর্কের কারণেই এই ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ মামলা রুজু করে খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শুক্রবার ভোররাতে জনা কয়েক দুষ্কৃতী শীতলকুচির তৃণমূলের এসসি-এসটি সেলের ব্লক সভাপতি বিমল বর্মণের বাড়িতে হামলা চালায়। সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন ওই তৃণমূল নেতার স্ত্রী ও তাঁর দুই মেয়ে। ঘরে ঢুকেই চারজনের উপর এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকে হামলাকারীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে শীতলকুচি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা বিমল বর্মণ (৬৮)-সহ তাঁর স্ত্রী নীলিমা বর্মণকে (৫২) মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত অবস্থায় বিমল বাবুর দুই মেয়েকে শীতলকুচি থেকে মাথাভাঙা মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরীত করা করা হয়। সেখানেই পরে মৃত্যু হয় বিমল বাবুর বড় মেয়ে রুনা বর্মণের (২৪)। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর ছোট মেয়ে ইতি বর্মণ (২২)। খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় অভিযুক্তকে ধাওয়া করে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে মাথাভাঙা-শীতলকুচি রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয় মানুষ। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

এদিকে হাসপাতালে বেডে শুয়ে খুনের কথা স্বীকার করেছে অভিযুক্ত যুবক বিভূতি রায়। তার বক্তব্য, চার বছর প্রেম করে ধোঁকা দিয়ে চলে গেল। তাই মেরে দিলাম।

প্রসঙ্গত, প্রেমের সম্পর্কে বাবা-মা মেনে নিতে না পারায় প্রেমিকার বাবা-মাকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে মেয়ের প্রেমিকের বিরুদ্ধে। জখম হয় প্রেমিকা ও তার দিদিও। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় দিদিরও। শীতলকুচির হসপিটাল পাড়া এলাকার এই ঘটনা নাড়িয়ে দেয় রাজ্যকে। মৃত নিলীমা বর্মন শীতলকুচি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। তাঁর স্বামী বিমল চন্দ্র বর্মন তৃণমূলের এসসি-এসটি-ওবিসি সেলের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি। এদিন ভোরে এই ঘটনার পরই এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই দম্পতির মেয়ে ইতি বর্মন প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছিল পাশের গ্রামের যুবক বিভূতি রায়ের সঙ্গে। যা মেনে নিতে তীব্র আপত্তি ছিল তার বাবা-মা দু'জনেরই। আর এনিয়ে পরিবারে অশান্তিও হয়। অভিযোগ, তার জেরেই অভিযুক্ত যুবক প্রেমিকার বাড়িতে এসে ছুরি নিয়ে হামলা চালায়। একাধিকবার নৃশংশভাবে কোপানো হয়েছে বিমল বর্মন ও তাঁর স্ত্রী নিলীমাদেবীকে। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে দুই মেয়ে ইতি ও রুনা। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রুনার। স্থানীয় বাসিন্দারাই অভিযুক্ত যুবককে ধরে ফেলে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ আরও দুই জনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পরই এলাকায় যান মাথাভাঙার এসডিপিও অমিত ভার্মা। তিনি জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। বিমল বর্মন ও নিলীমাদেবী সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় প্রথমে এই ঘটনার নেপথ্যে ষড়যন্ত্র থাকার সন্দেহ করেন অনেকে। তবে প্রাথমিক তদন্তে তেমন কিছুই মেলেনি। আপাতত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে সে।

নবদ্বীপে পারিবারিক বিবাদের জেরে দেদার বোমাবাজি ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৭ এপ্রিল ঃ ফের নদীয়ায় পড়লো মুড়ি মুড়কির মতো বোমা। আতঙ্কিত এলাকাবাসী। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভার ভালুকার আনন্দবাস এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এলাকার জিন্নাত সেখ ও হাফিজুল মন্ডলের দুই পরিবারের মধ্যে একটি রাস্তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গন্ডগোল চলছে। শুক্রবার মাঠের কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে জিন্নাত শেখকে লক্ষ্য করে একের পর এক বোমা পড়তে থাকে। জিন্নাত শেখের পরিবারের দাবী, জিন্নাত শেখ সহ বেশ কয়েকজনকে লক্ষ্য করে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫ টারও বেশি বোমা মারে। এই ঘটনায় জিন্নাত শেখের হাতে বোমের আঘাত লাগে। তাকে গুরুতর অবস্থায় কৃষ্ণনগর শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে কোতয়ালী থানার পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দুটো তাজা বোমাও উদ্ধার করে। স্থানীয়দের একাংশের দাবী এটা শুধুই পারিবারিক বিষয় নয়, এরা প্রত্যেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত। ফলে এলাকার দখল নিয়েও তাদের মধ্যে একটা সমস্যা তৈরী হয়। এদিন তা নিয়েই শুরু হয় এই অশান্তি। জিন্নাত সেখের পরিবার সূত্রে জানা যায়, তারা প্রত্যেকেই তৃণমূল সমর্থক আর এই দিন বোমা মারে তৃণমূলের অন্য আর এক গোষ্ঠী। এলাকায় পুলিশের নজরদারি চলাকালীন এদিন বিকেল আনুমানিক ৪.২০ নাগাদ এলাকার একটি বাড়ির ছাদে হঠাৎ করেই পাঠকাঠির গাদায় বোমা ফেটে আগুন লেগে গেলে ফের একবার চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যদিও স্থানীয় ও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় আগুন নেভানো হয়। সামগ্রিক ঘটনায় যথেষ্ট আতঙ্কিত স্থানীয়রা।

অভিষেকের সভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৭ এপ্রিল ঃ আলিপুরদুয়ারের ১ নম্বর ব্লকের বাবুরহাট মাঠে অভিষেকের সভার প্রস্তুতি প্রায় শেষ লগ্নে। শনিবারের সভার জন্য তৈরি সেজে উঠেছে মাঠ। কলকাতা থেকে চপারে সরাসরি শনিবার উপস্থিত হবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধাণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তরবঙ্গ সফরে এসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। কোচবিহারের পর এ বার আলিপুরদুয়ারে সভা করতে আসছেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিষেকের এই সভা তৃণমূলের কাছে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গত লোকসভা কিংবা বিধানসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার-সহ উত্তরবঙ্গে মোটেই আশানুরূপ ফল করতে পারেনি রাজ্যের শাসকদল। উত্তরবঙ্গে কিছু জেলায় রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির দিকে পাল্লা ভারী। পাশাপাশি তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের ঘটনাও বার বার প্রকাশ্যে এসেছে। এমনকি শীর্ষ নেতৃত্বের পদক্ষেপের পরও এই পরিস্থিতির বিশেষ কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এমন জেলাগুলিতেই বাড়তি নজর দিচ্ছেন অভিষেক তথা তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। শনিবার তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওই সভা থেকে অভিষেক বিশেষ বার্তা দিতে পারেন। আবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে সংগঠনের মধ্যে রদবদল হলেও অবাক হওয়ার মতো কিছু থাকবে না। সভামঞ্চের পিছনেই রয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। শুক্রবার সেখানে শেষ হয়েছে ট্রায়াল রান।

সেলিমের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৭ এপ্রিল ঃ যে নিজের বাবার পিন্ডি চটকায় তার কাছ থেকে মানুষ উন্নয়ন আশা করতে পারেন না। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে এদিন দিনহাটায় কর্মীসভা করলেন তিনি। দিনহাটা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি সদনে দিনহাটা মহকুমার অন্তর্গত পাঁচটি এরিয়া কমিটির সদস্যদের নিয়ে এই কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের এই কর্মীসভা থেকে লুটেরাদের হঠিয়ে জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার ডাক দেন সেলিম। পাশাপাশি তিনি বলেন, প্রতিনিয়ত দিনহাটা মহকুমাজুড়ে তৃণমূল ও বিজেপি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার লক্ষ্যে অশান্তি চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ চায় মানুষ। তাই দিনহাটা মহকুমার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কর্মীসভাতে সেলিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার, সিপিএম জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়।

কুড়মি আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্থ তরমুজ

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৭ এপ্রিল ঃ কুড়মি সম্প্রদায়ের জাতীয় সড়ক আর রেল অবরোধে বেশ বিপদে পড়েছেন জঙ্গলমহলের তরমুজ চাষীরা। এদিকে তীব্র গরম পড়েছে। আবার রোজার মাস। তরমুজের চাহিদা তুঙ্গে। অথচ গত দু'দিন ধরে কুড়মি সমাজের খেমাশুলিতে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধের ফলে পাইকারি ব্যবসায়ীরা লরি নিয়ে ঢুকতে পারছেন না। তরমুজ চাষীরা তাঁদের কষ্টের ফসল বাইরে বিক্রি করতে নিয়ে যেতে না পারায় সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। এবার চিন্তায় ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এলাকার চাষীরা। কারণ ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর দু'নম্বর ব্লকের বড় আসনবনী, বালিপাল, মহাপাল, রামচন্দ্রপুর, খাড়বান্দী সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে প্রত্যেক বছরই চাষ হয় তরমুজের। এখানে অধিকাংশ চাষী তরমুজ চাষের ওপর নির্ভরশীল। তাঁরা এই তরমুজ চাষের ওপর নির্ভর করেই সারা বছরের সংসার খরচ চালান। কিন্তু এ বছর তরমুজের ফলন ভালো হলেও বাজারজাত করতে পারছেন না। বেশির ভাগ তরমুজ জমিতে পচতে শুরু করেছে। এই এলাকায় প্রায় ৩০০-৪০০ বিঘে জমিতে তরমুজ চাষ হয় প্রতি বছর। গত কয়েকদিন ধরে কুড়মি সমাজের রেল ও পথ অবরোধ শুরু হয়েছে জঙ্গলমহলজুড়ে। ফলে কলকাতার দিক থেকে তরমুজ পাইকাররা এই এলাকায় আসতে পারছেন না। অবরোধের মুখে পড়তে হচ্ছে পাইকারদের। চাষিরা জানাচ্ছেন, এই সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের রমজান মাস ও বিভিন্ন পূজা-পার্বণ হয়ে থাকে। তাই ভালো দামে তরমুজ বিক্রি হয়। চাষের খরচের পাশাপাশি চাষীরা দুটো পয়সা হাতে পান। লাভবান হন তাঁরা। কিন্তু এবার আর লাভের আশা দেখছেন না তাঁরা। চাষের জমিতেই পড়ে আছে তরমুজ। কেনার লোক নেই। ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষীরা। বিঘের পর বিঘে জমিতে তরমুজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। যে সমস্ত চাষীরা ধার দেনা করে তরমুজ চাষ করেছেন, তাঁরা এবার সেই টাকাও তুলতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। চিন্তার ভাঁজ পড়েছে চাষীদের কপালে। কবে উঠবে কুড়মিদের অবরোধ তার দিকেই তাকিয়ে আছেন এই এলাকার তরমুজ চাষীরা। যদিও কোনো কোনো চাষী জানাচ্ছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে যদি ফসল বিক্রি না হয় তাহলে সেই তরমুজ জমিতেই পচে যাবে।

মন্ত্রী, বিধায়ক ও জেলা শাসকের নামে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন শুভেন্দু

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ এপ্রিলঃ শুক্রবার বর্ধমানে জেলা বিজেপির ডাকা কৃষক মিছিলে যোগ দিতে এসে জেলার নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে জেলা শাসকের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন তিনি এ রাজ্যে আলুচাষীদের আত্মহত্যার কথা তুলে ধরে সারের কালোবাজারীর অভিযোগ তোলেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। সেই সঙ্গে রাজ্যে চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, বালি চুরি, গরু পাচার সহ বিভিন্ন অভিযোগ তোলেন রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে। তবে এদিন বর্ধমানে এসে শুভেন্দুর বেনজির আক্রমনের তীর থেকে বাদ গেলেন না বর্ধমানের নেতা, মন্ত্রী ও জেলাশাসকও। এদিন জেলার নেতাদের নাম ধরে ধরে তাদের নামে অভিযোগ করে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। এদিন তিনি বলেন, এই জেলায় এক মন্ত্রী আছেন স্বপন দেবনাথ, যিনি নিজেকে গ্রামের ছেলে বলে এমন ভাবভঙ্গি দেখান যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারেন না। অথচ তার পরিবারের জোড়া চাকরি দিয়েছে। এখানে এক এমএলএ আছেন যিনি আগে সাইকেল চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। উত্তম বলে আর বড় নেতা আছে বালি তোলে। বর্ধমানে বালি শেষ, আর কিছুই নেই। সেন্ট্রালি এখন জেলাশাসক এই দায়িত্ব নিয়েছেন। বর্ধমানে সব বড় চোরেরা আছে। পাশের জেলায় কুন্তল, শান্তনুর নাম এসে গেছে চাকরি ও তোলা তোলায়। এবার বর্ধমানের পালা। তিনি বলেন, এরা জেলার নদীগুলি থেকে বালি তুলে ফাঁক করে দিয়েছে। একই অবস্থা পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলেরও। সেখানে কয়লা তুলে মাটির তলা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে তৃণমূল নেতারা। আর বীরভূমে পাথর খাদানেরও শেষ করেছেন কেষ্ট বাবু। জব কার্ডে যে দুর্নীতি হয়েছে তা প্রমাণ হয়েছে আধার লিংক করার পর। গোটা রাজ্যে এক কোটি জব কার্ড বাতিল হয়েছে আধার লিংক করার পর। তৃণমূল নেতারা ওই জব কার্ডের টাকা খেয়েছে। পুলিশ-প্রশাসনকে উদ্দ্যশ্য করে তিনি বলেন, আপনারা ডিএ পাচ্ছেন না, আপনারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকেন আর পিসি ভাইপোর জন্য টাকা যায়। উনি তো এখন হেলিকপ্টার রানী, হেলিকপ্টারে যান। ভাইপো লিফটে চড়েন, লিফটে নামেন। বালি পাচার হয় তৃণমূল নেতাদের তৈরি করা প্যাড মারফত। বর্ধমান ও বাঁকুড়ার জেলাশাসকের স্বামীরা বালি পাচারে যুক্ত বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী। শক্তিগড়ের মত জায়গাতেও একজন ব্যক্তিকে খুন হতে হয়। আসলে পুলিশ-প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। সাধারণ মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই। পুলিশ-প্রশাসন ব্যস্ত পিসি ভাইপোকে নিরাপত্তা দিতে। এদিন দুপুরে বর্ধমানের বড়নীলপুর মোড় থেকে কৃষক মিছিলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সদর জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী, প্রবাল রায়, যুব সভাপতি পিন্টু সাম সহ জেলার বিভিন্ন নেতারা। এদিন মিছিল জিটি রোড ধরে প্রায় দেড় কিলোমিটার গিয়ে শেষ হয় কার্জনগেট চত্বরে। মিছিল শেষে সভায় যোগ দেন শুভেন্দু। সেখান থেকে তৃণমূলের রাজ্য নেতা থেকে শুরু করে জেলার নেতাদের নামে বেনজির আক্রমন করেন বিরোধী দলনেতা। এদিনের র‍্যালিকে কেন্দ্র করে গোটা রাস্তাকে পুলিশি নিরাপত্তার মুড়ে ফেলা হয়েছিল।

ডাইনোসরের ডিম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়িতে ডাইনোসর? তার ডিম ও হাড়-সহ বিভিন্ন রকমের ফসিল কোথা থেকে এল? জলপাইগুড়ি শহরের এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সামনে প্রদর্শন করা হল ডাইনোসরের ডিম ও হাড়-সহ বিভিন্ন রকমের ফসিল। এই জিনিসগুলি নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ বাড়াতেই ও এসব বিষয়ে তাদের সচেতন করতেই দুর্লভ জীবাশ্ম ও খনিজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে 'জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব'। এদিকে স্কুলে এমন সব অজানা জিনিসপত্রের প্রদর্শনী হওয়ায় দারুণ উচ্ছ্বসিত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অভিনব এই সচেতনতামূলক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ড. রাজা রাউত। তিনি বলেন, প্রদর্শনীর এই খনিজ এবং জীবাশ্মগুলির মধ্যে রয়েছে ডাইনোসোরের ডিম ও হাড়। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফসিলও। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য তথা ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রদীপ সেনগুপ্ত। মূলত তিনি নিজেই বছরের পর বছর ধরে এই দুর্লভ জীবাশ্ম ও খনিজ পদার্থগুলি সংগ্রহ করেছেন। এই জিনিসগুলির সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের আরও বেশি করে পরিচয় করিয়ে দিতে চান তিনি। যাতে আগামী দিনে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। ডাইনোসর অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া এক বৃহদাকার মেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা প্রায় ১৬ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল। আজ থেকে সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে, ক্রিটেশিয়াস যুগের শেষের দিকে এক বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে শেষ হয়ে যায় ডাইনোসর যুগ। ডাইনোসর কথাটির আক্ষরিক অর্থ ভয়াবহ গিরগিটি, কিন্তু ডাইনোসরেরা ঠিক গিরগিটি নয়। তারা সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। যাদের একটা অংশ থেকে পরবর্তী কালে পাখির উদ্ভব বলে মনে করা হয়।

চোরাই সোনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ ফের কোটি কোটি টাকার সোনা উদ্ধার শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে। এবার আর সোনার বিস্কুট নয়, সোনা গলিয়ে পাইপের আকৃতি করে পাচারের পরিকল্পনা ছিল পাচারকারীদের। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকা থেকে এই সোনা উদ্ধার করে কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তর (ডিআরআই)। শিলিগুড়িকে করিডর করে বহুদিন ধরে অবৈধভাবে সোনা পাচারের চেষ্টা নতুন কোনও ঘটনা নয়। মাঝেই মধ্যেই শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকা থেকে সোনা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বিশেষ করে মিজোরাম থেকে সড়ক অথবা ট্রেনে সোনাপাচার হচ্ছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। বৃহস্পতিবার ফের আরও একবার কয়েক কোটি টাকা মূল্যের সোনা উদ্ধার করল কেন্দ্রীয় রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর। জানা গিয়েছে, মিজোরাম থেকে সড়কপথে সোনা এনে কলকাতায় পাচারের পরিকল্পনা করেছিল মিজোরামের দুই বাসিন্দা মার্ক চিঙ্গাসাইয়ানপ্পাউয়া এবং লিয়ানং ইহলুনি। গোপণ সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর এলাকায় একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মীরা। গাড়ির একটি বিশেষ চেম্বার থেকে উদ্ধার হয় ১৪ কেজি ২৮১ গ্রাম ওজনের ১৩ টি সোনার পাইপ।

জমি বিবাদে গুলি

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৭ এপ্রিল ঃ জমির দেওয়াল ঘেরাকে কেন্দ্র করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দখলকারীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সকালে ইসলামপুর থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে বেশ কয়েকজনের জমি রয়েছে সেখানে। অমল দত্তের অভিযোগ মাপযোগ না করে দখল করতে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী ও কিছু লোকজন। তাদের বাধা দিতে গেলে তখন গুলি চালানোর অভিযোগ করেন দখলদারিরদের বিরুদ্ধে। পাল্টা অমল দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজনের জমি দখল করার অভিযোগ করছেন স্থানীয় জমি মালিকরা। অন্যদিকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার প্রতিনিধির দাবি সমস্যার কথা শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সেখানে গ্রামবাসীদের সাথে অমল দত্তের জমি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। আজ সকালে পরিস্থিতি দেখে তিনি নিজেই পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়ে ছিলেন। এবং পাল্টা অমল দত্ত লোকজন নিয়ে এসে জমি দখল করার চেষ্টা করেছে এবং গুলিও চলেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তবে আমার নাম জড়িয়ে গেলো এটা দুর্ভাগ্যজনক।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ১৬/অনু-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৫-০৪-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং: ০৫-এপি-III-২০২৩; কাজের নাম: এসকে/১৭১-তো এসএসই/ডব্লু/এমজিজেড-এর আওতাধীন শিলিগুড়ি জং.-আলিপুরদুয়ার জং সেকশনে ক্রসিং রাস্তা ৭.০০ এম প্রশস্ত করা। টেন্ডার মূল্য: ২১,৭৬,৫১৬.৬৪ টাকা; বায়না মূল্য: ৪৩,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫.০০ ঘন্টা এবং খোলা ০৩-০৫-২০২৩ তারিখ ১৫.০০ ঘন্টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লু), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

এসফ্যাল্টি বিল্ডিং-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২২/অনুবি-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৩-০৪-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১৩-এপি-II-২০২৩। কাজের নাম: ৫ থেকে ৮ রোড সেকশনে, এএসএম রুম-এর জন্য এসফ্যাল্টি বিল্ডিং ও শেপ ঘরটির (ইআই)-এর এসফ্যাল্টি বিল্ডিং, দুইটি (০২) ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ১,৪৬,৬৬,৮৬৬.১২ টাকা; বায়নার ধন: ২,২৩,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ০১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites e-Tender vide NIT No. Pant/161/2023, Pant/162/2023, Pant/163/2023, Pant/164/2023, Pant/165/2023, Pant/166/2023, Pant/167/2023, Dated 08/04/2023. Last Date of Submission of Bid : 17/04/2023 upto 11 AM. For more information please visit https//www. wbtenders.gov.in

E-Tender Notice

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide **NIT bearing memo nos are 921/RGP/23, dated-08/04/2023** of the under mentioned for "UPGRADATION OF ROAD" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **15/04/2023, 11:00 am,** Date of Opening **17/04/2023, 11:00 am.** NIT bearing memo nos are **922/RGP/23, 923/RGP/23, 924/RGP/23, 925/RGP/23, 926/RGP/23 dated- 08/04/2023** of the under mentioned for "UPGRADATION OF ROAD, DRAIN AND SOLAR LIGHT" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: **20/04/2023, 2:00 pm,** Date of Opening **20/04/2023, 3:00 pm.** For details, please see **www.etender.com** and office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Rasapunja Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

বাহারি চিত্রে মন ভুলছে শিশুদের

দুরন্ত বার্তা, মল্লারপুর, ৭ এপ্রিল ঃ 'ভীমের মতো যদি বুদ্ধি চাও, মন দিয়ে লেখাপড়া করো। যদি ভীমের মতো শক্তি চাও, পুষ্টিকর খাবার খাও।' এমন সহ শিশুদের মনোগ্রাহী কার্টুন চিত্রে সেজে উঠেছে মল্লারপুর চক্রের গোপ রাউতারা প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ের দেওয়াল। আর এই ভীম কার্টুনে মন মাতাচ্ছে কচি-কাঁচাদের। এমনিতেই বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বেশ ভালো। অতিমারির পর থেকে স্কুলের আগের জৌলুস অনেকটাই হারাতে বসেছিল। তাই স্কুলের শিক্ষক, শিশু সংসদ সকলের উদ্যোগে অ, আ, ক, খ, নামতা, চন্দ্র, ধারাপাত, বাংলা যুক্তাক্ষর, দেশের মানচিত্র, ইংরেজি বর্ণমালা, নীতি শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ভীমের কার্টুন ও ছবি ছড়া ইত্যাদি দিয়ে মনোহর করে তোলা হয়েছে স্কুলের ভিতর ও বাহিরের চৌহদ্দি। স্কুলের তরফে এই প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন সবাই। শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পরিবেশ মন্ত্রী ও ক্রীড়া মন্ত্রী তাদের সুপারিশে এই সুন্দর কাজ আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেওয়ালে এই সচিত্রের কাজ করেছেন শিল্পী পুলক দে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বাধীন মণ্ডল ও প্রধান শিক্ষক সৌমেন্দু ভট্টাচার্য জানান বছর আটেক আগে এই বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশনের তরফে নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পায়। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিয়াত্তর এবং স্কুলে তিনজন শিক্ষক আছেন।

OFFICE OF THE PRADHAN
KESHARGARH GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: DAPANG, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER HURA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 481(5)/KGP/e-NIT:01/2023-2024 dt. 08/04/2023

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Keshargarh Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/**. (1). Date and Time of Download/Sale: **from 08/04/2023 11:00 am to 15/04/2023 02:00 pm.** (2). Date and Time of Bid Submission: **from 08/04/2023 11:00 am to 15/04/2023 02:00 pm.** (3). Date and time of Bid Opening: **17/04/2023 at 02:30 pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/- Pradhan
Keshargarh Gram Panchayat, Hura Dev. Block., Purulia.

Debipur Gram Panchayat
PO: Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
E-Tender No.:- NIT(e)/DGP-06/15CFC(UNTIED)/2022-23, dated-08/4/2023

E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for 3 (Three) Nos. different works under 15 CFC Fund. Period of completion: 60 Days. Bid Document downloading(online) starting **from 08-04-2023 at 2:30 pm up to 15-04-2023 2.00 pm.** Last date of submission of Bid(online) **08.04.23 at 2.30 pm.** Bid Opening date on **15.04.23 on 2:00 pm.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender Notice No.-NIT(e)/GBSGP-11/15 th CFC(UNTIED)/2022-23

E-Tender are hereby invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat for the work of (1) Const. of Samsan Chulli at Dakshin Chandchak, (2) Cons. Of CC Road at 4(Four) Nos. different places. Period of Completion: 60 days. Document downloading (online) starts from **08.04.2023 at 2:30 pm up to 15.04.2023 2:00pm.** Bid submission (online) from **08.04.2023 2:30 pm. Up to 15.04.2023 at 2.00 pm.** Bid opening date(online) on **17.04.23 at 3.00 pm.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

NIeT-01/MGP/2023-24
Pradhan, Medinipur Gram Panchayat

Invites E-Tenders of 37 items tube well parts supply works in Medinipur GP area within **12/04/2023.** Details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Medinipur Gram Panchayat, P.O.-Medinipurgram, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Medinipur Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "extension of 2 nos. 300 mm dia suction pipe on turnkey basis at Intake point" vide Tender Id **- 2023_MAD_505530_1.** e-Tender submission end date **-01/05/2023.** Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in, (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/- Chairman,
Cooch Behar Municipality.

অন্দরমহল

বর্ষবরণের আগে সাজিয়ে তুলুন ঘর

হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকদিন, তারপরই বর্ষবরণ। বাঙালির নববর্ষ। এই সময়ে ঘরের সাজসজ্জা বদলে নিলে বেশ একটা নতুন নতুন অনুভূতি হয়। পুরোনো

ঘরটাকেই আনকোরা নতুন লাগে। আপনাদের সুবিধার কথা ভেবে রইল কিছু টিপস। শুরু করুন বসার ঘর দিয়ে। বসার ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে নিলে সৌন্দর্য আরও খানিকটা বেড়ে যায়। তবে এই কার্পেট বিছিয়ে রাখতে চাইলে তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে করাই ভালো। যেমন ঘরের মধ্যভাগে কার্পেট পাতা, বড়ো আকারের কার্পেট যাতে হয় সেটা খেয়াল রাখবেন। এতে ঘর বড়ো মনে হবে। তবে শুধু নানা ডিজাইনের কার্পেট বিছালেই হবে না, নিয়মিত পরিস্কারও করতে হবে। এছাড়া ওয়াল ক্যাবিনেটে মাটি, বেত, ধাতব বা অন্য উপকরণের তৈরি শো-পিস বা অ্যান্টিক পিস রাখতে পারেন। এছাড়াও কিছু সজীব গাছও রাখা যেতে পারে। ঘরের কোণে ফুলদানি রাখতে পারেন। ঘরের সিলিং সাজাতে পারেন ঝাড়বাতি দিয়ে। ঘরের মাঝে একটি ঝাড়বাতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। কারো মাছের শখ থাকলে সেক্ষেত্রে একটি অ্যাকোয়ারিয়াম রাখতেই পারেন। অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছ সবার নজর কাড়বে। বিশেষ করে ঘরের ছোটো বাচ্চাদের। বসার ঘর নতুনত্ব আনতে সোফার কভারগুলো পরিবর্তন করে নিতে পারেন। সোফার টেবিল স্টিলের বা কাঁচের 'ওয়াটার পন্ড' দিয়ে সাজান। সোফার পাশে কর্নার টেবিলে ফুলদানি বা ইনডোর প্ল্যান্টস রাখুন। সেন্টার টেবিলে রাখতে পারেন বাঁশ, বেত বা মাটির শোপিস। ঘরের কর্নারে পটারিতে বড়ো গাছ, অন্য কর্নারে টেবিল ল্যাম্প, শতরঞ্জি, দেওয়ালে আলোকচিত্র এবং নকশিকাঁথার ওয়ালম্যাট ঝুলিয়ে দিন। ঘরে একটি বড়ো কিংবা অনেকগুলো ছোটো ছোটো রট আয়রনের মোমবাতির স্ট্যান্ড রাখুন। এগুলো একদিকে যেমন ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়াবে, অপর পক্ষে লোডশেডিংয়ে কাজে দেবে। তবে বাতিগুলো যেন অবশ্যই দেওয়াল থেকে দূরে থাকে। নইলে কালি পড়ে যাবে। যদি ঘরে কোন কস্টিউম কর্নার থাকে (অ্যাকোয়ারিয়াম, ফোয়ারা কিংবা কৃত্রিম গাছের বাগান) সেখানে রঙিন বাতি ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের কর্নার টেবিলটির উপরই ছোটো কোনও ফ্লাওয়ার ভাস রেখে ফুল সাজাতে পারেন। কাপড় আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে চমৎকার ল্যাম্প স্ট্যান্ড বানানো যায়। এই ধরনের ল্যাম্প স্ট্যান্ড একদিকে যেমন আপনার ঘরের শোভা বাড়াবে তেমনি আপনার নান্দনিকতাও ফুটিয়ে তুলবে। পেইন্টিংস, পরিবারের কোনও ছবি আপনার ঘরের দেওয়ালে রাখতে পারেন। ঘরের একটা দেওয়াল জুড়ে বুক সেলফ করুন বই রাখার জন্য। কিছু ভালো বই আপনার সংগ্রহে আছে দেখলে অতিথিও খুশি হবেন আর আপনার রুচিরও প্রশংসা করবেন।

পারিবারিক একাত্মতা বাড়ায় ডাইনিং স্পেস

আমরা আজকাল অনেকেই চিন্তিত হয়ে পড়ি বাচ্চাদের একাকিত্বের বিষয়ে। কিন্তু সেই সমস্যাও কিছুটা সমাধান করতে পারে আমাদের ডাইনিং স্পেস। শুনে অবাক হচ্ছেন? গবেষণা বলছে, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করার অভ্যাস। আর এর জন্য আপনার ডাইনিং টেবিলের ভূমিকা অপরিসীম। দিনে ২-৩ বার এক সঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠত পারিবারিক সুসম্পর্ক। অনেকেই ব্যস্ততার অজুহাত দিতে পারেন। অনেকে ফোনে মুখ গুঁজে খাবার খাওয়া থালা নিয়ে নিজের বেডরুমে চলে যান, কেউ টিভির পর্দায় চোখ আটকে রেখে খাবার খান। এর ফলে অতীতের খাবার টেবিলের সেই খোশগল্প এখন লোপ পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই শিথিল হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্কও। কিন্তু একটু সময় বের করে নিজের পরিবারের সঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া করে দেখুন- এই সমস্যাটা কিন্তু দুর্দান্ত স্ট্রেস রিলিভিং হতে পারে। মনোবিদদের মতে প্রতিদিন কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে স্ক্রিন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং আহারের সময় পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার মধ্য দিয়ে পরিবারের প্রতিটি সদস্য, বিশেষত বাচ্চাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সম্ভব। এছাড়াও এর অনেক গুলি ভালো দিক আছে। একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, পরিবারের প্রতিটি সদস্য বিশেষত কিশোর-কিশোরীরা এক সঙ্গে বসে খাবার খেলে তাদের সামগ্রিক ডায়েট ভালো হয়। যে সমস্ত কিশোর-কিশোরীরা পরিবারের সঙ্গে বসে খাবার খায়, তারা ফাস্ট ফুড ও শর্করা-যুক্ত খাবারের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে ফল এবং সবজি খেয়ে থাকে। সম্প্রতি উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। জার্নাল অফ পিডিয়াট্রিকসে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে যে, পরিবারের সঙ্গে বসে আহার করা এবং স্থূলতা কম করার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। ১০ বছর পর এর সুফল লাভ করা যাবে। এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, প্রতিটি পরিবারের প্রতি সপ্তাহে এক বা দুবার অন্তত এক সঙ্গে বসে খাবার খাওয়া উচিত। এর ফলে পরবর্তী

জীবনে তাদের সন্তানরা ওজন বৃদ্ধির সমস্যা থেকে দূরে থাকতে পারবে। কারণ এতে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে খাবার খাওয়া হয়। বাড়ির খাবার জাঙ্ক ফুডের তুলনায় অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর। পরিবারের গৃহিণী পরিবেশনের সময় মনিটর করতে পারেন কে কতটা খাচ্ছে। পুষ্টির দিকটি এতে তার নজরে থাকে। এবার আসা যাক মনের বিষয়টিতে। Bonding while dinning, অর্থাৎ খাবার খাওয়ার সময় কথাবার্তার মাধ্যমে সন্তান অভিভাবক ও বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে যে নিরাপত্তা অনুভব করতে পারে, তা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। কোনও সমস্যা মেটাতে এই সময় তারা বড়োদের পরামর্শ নিতে পারে। বড়োরাও হালকা মেজাজে খেতে খেতে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন। এই পারস্পরিক ভাবনার আদানপ্রদান, অনেক জটিল সমস্যারও সমাধান করে দেয়। তাই বাচ্চাদের নিজের খাবার টেবিলে তার বসার জায়গাটি নিজেকে বেছে নিতে দিন। পাশাপাশি খাবারের প্রস্তুতি সংক্রান্ত কিছু কাজ যেমন খাবার পরিবেশন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ তাকেও করতে দিন। এতে সে পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলে নিজেকে ভাবতে শিখবে।

মহাব্যবস্থাপক পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো মেট্রো রেলওয়ে পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ জেনারেল ম্যানেজার পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো (গ্রীন লাইন) কলকাতা পরিদর্শন করেছেন, তারিখঃ ০৭.০৪.২০২৩ শ্রী পি উদয়

কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপককে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডোরের সেক্টর v আজ অর্থাৎ ০৭.৪.২৩ তারিখে। শ্রী রেড্ডি শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে সেখান থেকে পরিদর্শন শুরু করেন। শিয়ালদহে, তিনি প্রবেশপ্রস্থান পয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম, ক্রুজবি, টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, স্টেশন সাইনেজেস ইত্যাদি পরিদর্শন করেছেন। এছাড়াও তিনি স্টেশন কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেছেন এবং তাদের এই স্টেশনে পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। শিয়ালদহ পরিদর্শন শেষ করার পরে, জেনারেল ম্যানেজার ১০.৫৫ ঘন্টায় একটি মেট্রোতে চড়েন এবং অন্যান্য যাত্রীদের সাথে সল্টলেক সেক্টর v স্টেশন পর্যন্ত যাত্রা করেন। সল্টলেক সেক্টর v-এ, শ্রী রেড্ডি ডোর ফ্রেম মেটাল ডিটেক্টর, টয়লেট, স্টাফ রুম, টিকিট কাউন্টার, স্টেশনের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করেছেন।

আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার গায়ক

গাজিয়াবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ ভোজপুরি অভিনেত্রী আকাঙ্ক্ষা দুবের মৃত্যুর ঘটনায় গাজিয়াবাদ থেকে গায়ক সমর সিংকে গ্রেফতার করেছে বারাণসী পুলিশ। এই সমর সিংয়ের সঙ্গেই দীর্ঘ সময় লিভ ইন সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী। তাকে অনেকদিন ধরেই খুঁজছিল পুলিশ। নন্দগ্রাম থানা এলাকার একটি সোসাইটিতে লুকিয়ে ছিলেন সমর সিং। তার বিরুদ্ধে ৩০৬ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর পরই গায়ক সমর সিং ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাবে কেন্দ্র ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ ধরিত্রীকে সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর রাখতে যারা নিরলস কাজ করে চলেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি ও গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাবে কেন্দ্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে এদিন সকালে একটি টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। মনসুখ লেখেন, বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে, আমরা একটি সুস্থ ভারত গড়ার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। সেই টুইটের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী টুইট করেন। মোদী লিখেছেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে, আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা আমাদের ধরিত্রীকে স্বাস্থ্যকর করতে কাজ করে চলেছেন। আমাদের সরকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং জনগণের জন্য গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ চালিয়ে যাবে।

প্রাচীনকাল থেকেই সাধু-ঋষিদের দেশ ভারত ঃ জগদীপ ধনকড়

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ উপ- রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় শুক্রবার নতুন দিল্লিতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানেই একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকেই সাধু-ঋষিদের দেশ ভারত। তিনি বলেন, ভারতে অনেক মহান আধ্যাত্মিক গুরু, সাধক ও সমাজ সংস্কারকের জন্ম হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী হলেন অন্যতম। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি বলেন, আজকের দিনটি ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, কারণ এই দিনে ১৪৮ বছর আগে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মুম্বইতে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর ২০০ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ভারতের পরিবর্তনের চিত্র। তিনি বলেন, আমাদের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হওয়ায় এটা খুবই আনন্দদায়ক পরিবর্তন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী দেবুসিনহ চৌহান, সাংসদ ডক্টর সত্য পাল সিং, সুমেদানন্দ সরস্বতী এবং আধ্যাত্মিক গুরু স্বামী রামদেব এবং স্বামী চিদানন্দ সরস্বতী প্রমুখ।

চাকরি দেওয়ার নামে লক্ষাধিক টাকার প্রতারণা, গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিল ঃ বেসরকারি ব্যাংকে চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা। প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার একজন। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ সল্টলেকের শান্তিনগর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা দাস বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেন যে, তিনি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তার সিভি আপলোড করেছিলেন। ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ সালে তার কাছে একটি ফোন আসে সেখানে এক ব্যক্তি নিজের নাম বলেন অভিজিত সাহা। তিনি নিজেকে একটি বেসরকারি ব্যাংকের এইচআর হিসেবে পরিচয় দেয়। তিনি জানান ওই মহিলার সিভির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে ওই ব্যাংকের ব্যাক অফিস কাজের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। ইন্টারভিউর জন্য তাকে একটি ফর্ম পূরণ করতে হবে এবং এর জন্য তাকে ২২০ টাকা জমা করতে হবে। তিনি সেই ফর্ম ফিলাপ করলে তার কিছুদিন পরেই আরেকটি নম্বর থেকে তাঁর কাছে ফোন করে জানানো হয় তাকে জয়েনিং-এর জন্য আরও ৪০ হাজার টাকা দিতে হবে। এইভাবে বিভিন্নভাবে তাকে ফোন করে তার থেকে মোট ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৯২ টাকা নিয়ে নেয় প্রতারকরা। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিস জানতে পারে একটি চক্র এই বেসরকারি ব্যাংকের নাম করে প্রতারণা চক্র চালাচ্ছেন। এরপরেই বৃহস্পতিবার সূত্র মারফত খবর পেয়ে উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহরে হানা দেয় বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস। সেখান থেকে সুজয় দে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর বেসরকারি ব্যাংকের নাম করে এই ব্যক্তি এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিলেন। শুক্রবার অভিযুক্তকে বিধাননগর আদালতে তোলা হবে। পুলিস তাকে নিজেদের হেফাজতের নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে পুলিস সূত্রে খবর। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত আছে সে বিষয়ে তদন্ত করে দেখছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিস।

ডাকাতির আগেই ধৃত এক দূস্কৃতি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৭ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশের নিয়মিত টহলদারী বেড়ে চলেছে। আর এবার ডাকাতির আগেই ধৃত এক দূস্কৃতি বহড়ু টিবির হাট এলাকা থেকে। শুক্রবার পাঠানো হলো জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে। বৃহস্পতিবার রাতে টহলরত অবস্থায় জয়নগর থানার এস আই রাজা দাস সহ পুলিশের টিমের নজরে আসে বহড়ু টিবির হাট এলাকায় এক ব্যাক্তি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করছে। তাকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ। এবং পরে তাকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে যায়। ধৃতের নাম সাহাদাত সেখ, বাড়ি জয়নগর মজিলপুরের হাসানপুর এলাকায়। ধৃতকে শুক্রবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

মহাকাশে বিপুল বিনিয়োগ ভারতের, চিন-রাশিয়ার সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে 'নিউস্পেস ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল ঃ ইলন মাস্কের স্পেস এক্সের বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে মহাকাশ অর্থনীতি ক্ষেত্রে ক্রমশঃ নিজেকে প্রসারিত করছে ভারত। এর একটি অন্যতম কারণ হল, রাশিয়া ও চিনের ভূরাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা। এই বিষয়টিরই একটি ইতিবাচক সুবিধা পাচ্ছে ভারত। তথ্য বলছে, ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড গত মাসে দেশের পূর্ব উপকূল থেকে তিন ডজন উপগ্রহ নিক্ষেপ করেছে। বস্তুত, হাইস্পিড ইন্টারনেট পরিষেবার চাহিদা উত্তরোত্তর বেড়ে চলায়

প্রকল্প 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মহাকাশ ক্ষেত্রে এই বিনিয়োগ। তাঁর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ইসরোকে বাণিজ্যিকভাবে অনেক বেশি সফল করে তুলেছে। মহাকাশ ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করে বহু ধরনের স্টার্টআপে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ২০১৯ সালে ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা হিসেবে নিউস্পেস ইন্ডিয়ার আত্মপ্রকাশ। নিউস্পেস ইন্ডিয়াকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বজুড়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ও ভারতে সবচেয়ে বড় রকেট এলএমভি-৩

পৃথিবীর কক্ষপথে স্যাটেলাইট পাঠানো দিনে দিনে একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালে মহাকাশের এই ব্যবসার পরিমাণ ছিল ৪৪৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৫ সালে ৬০০ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। মহাকাশ ক্ষেত্র ব্যবহার প্রসঙ্গে পণ্য-পরিষেবা উৎপাদন মহাকাশ অর্থনীতির প্রধান উপজীব্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের

তৈরি করা ভারতের লক্ষ্য। ২০২০ সালে নিয়ম শিথিল করে মহকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলিকেও ইসরোর ল্যাবরেটরি ও লঞ্চপ্যাড ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে সরকার। মহাকাশ ক্ষেত্রে একাধিক সংস্কারের ফলে ২০২৫-এর মধ্যে ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ পরিষেবার আয় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়াতে পারে ১ বিলিয়ন ডলারে।

পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন ও সময় পুনঃনির্ধারণ

মালিগাঁও, ৭ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ স্টেশনে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য মেগা ব্লকের কথা মাথায় রেখে, কিছু ট্রেনের পথ পরিবর্তন অথবা সময় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ের প্রয়াগরাজ ডিভিশনের রুমা-চান্দেরি স্টেশনের মধ্যে নতুন ৩য় লাইনের ব্যবস্থার জন্য রুমায় নন-ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫৪৮৩ নং আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি এক্সপ্রেসের সময় পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ও আদ্রা ডিভিশনে আদিবাসী কুর্মি সমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশনে মেগা ব্লকের জন্য ট্রেনের পথ পরিবর্তন ও সময় পুনঃনির্ধারণ ঃ ০৮.০৪.২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৭৭ নং শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেসটি শিয়ালদহ স্টেশনের পরিবর্তে কলকাতা টার্মিনাল হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। ০৮.০৪.২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৪৪ নং হলদিবাড়ি - শিয়ালদহ দার্জিলিং মেইল ট্রেনটির হলদিবাড়ি থেকে প্রস্থানের সময় ১৮.১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ২১.১৫ ঘণ্টায় পুনঃ নির্ধারণ করা হবে। ০৮.০৪.২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১২৩৭৮ নং নিউ আলিপুরদুয়ার - শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস ট্রেনটির নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে প্রস্থানের সময় ১৭.৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৯.৪০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হবে। ০৮.০৪.২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫৪২২ নং বালুরঘাট-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটির বালুরঘাট থেকে প্রস্থানের সময় ১৮.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ২২.৩০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হবে। প্রয়াগরাজ ডিভিশনের রুমায় নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য, ১২ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪৮৩ নং আলিপুরদুয়ার জং.-দিল্লি এক্সপ্রেস ট্রেনটির আলিপুরদুয়ার থেকে প্রস্থানের সময় ১০.৩০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৩.০০ ঘণ্টায় পুনঃনির্ধারণ করা হবে। ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিশনের খড়গপুর জংশন-টাটা সেকশনের খেমাসুলিতে এবং আদ্রা ডিভিশনের আদ্রা-চাণ্ডিল জং. সেকশনের কুস্তাউরে আদিবাসী কুর্মি সমাজের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২৯নং তাম্বারাম-শিলঘাট টাউন নগাঁও এক্সপ্রেস এবং ১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া জং.-তাম্বারাম এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

কানাডায় তুষার ঝড়ে দুজনের মৃত্যু, বিদ্যুৎহীন লাখো মানুষ

অটোয়া, ৭ এপ্রিল ঃ কানাডার কুইবেক প্রদেশে তুষার ঝড়ে দুইজন নিহত হয়েছেন। ঝড়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুষারঝড়ের সাথে প্রবল বর্ষণ ও বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে, গাছ ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে লাখ লাখ ঘর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। তুষার ঝড়ে কুইবেক প্রদেশে ব্যপক ক্ষতি হয়েছে। প্রবল ঝড় ও ভারী বর্ষণে রাজ্যের লক্ষাধিক বাড়ি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ কারণে লাখ লাখ মানুষ অন্ধকারে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। কুইবেকের বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা হাইড্রো কুইবেক বলছে, শুক্রবার রাতের মধ্যে ৭০-৮০ শতাংশ বাড়িতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। তা সত্ত্বেও সাত-আট লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হবে। সবচেয়ে ভয়াবহ সংকট দেখা দিয়েছে মন্ট্রিল শহরে। যাইহোক, বিদ্যুতের সঙ্কটযুক্ত অঞ্চলগুলির জন্য, কানাডা সরকার দ্রুত জরুরি আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে, যেখানে লোকেরা রাত কাটাতে পারে। কানাডায় তুষার ঝড়ের পর অনেক এলাকায় বরফের সাদা চাদর ছড়িয়ে পড়েছে। গাছ উপড়ে বেশ কিছু বাড়িঘর ও যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, তাও গাছ পড়ে। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন যে এই কঠিন সময় কিন্তু মানুষকে সাহায্য করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

Name Change
I, MONOJ PRASAD (old name) S/o M L PRASAD (Old Name) resident of 1 SONARPUR ROAD RAILWAY LINE JHOPDI FCI BRACE BRIDGE KOLKATA-700088 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) MANOJ PRASAD S/o MISHRILAL SAH, vide an affidavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Alipore court on 06/04/2023. MONOJ PRASAD S/o M L PRASAD and MANOJ PRASAD S/o MISHRILAL SAH all are same and one identical person.

Name Change
I, BAPI GARAI (old name) S/o LATE NETAI CHANDRA GARAI resident of VILL-KANJIALPARA, RECKJOANI, PO-RAJARHAT, PS- RAJARHAT, DIST- NORTH 24-PGS, KOLKATA - 700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) TRINATH GARAI, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1 st Class at Alipore on 06/04/2023. BAPI GARAI and TRINATH GARAI all are same and one identical person.

Name Change
I, NIKHIL CHANDRA DAS (old name) S/O ANANTA DAS resident of 63L/H/3, Tollygange Road, Bangal Para, Kolkata- 700033 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NIKHIL DAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. NIKHIL CHANDRA DAS and NIKHIL DAS both are same and one identical person.

Name Change
I, SREE KUMAR PUTHENPURAYIL RAMAN NAIR (old name) S/O RAMAN NAIR resident of 1/1, K.K. TAGORE ROAD, PO-ALAMBAZAR, BARRACKPORE, PIN-700035 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SREEKUMAR PUTHENPURAYIL RAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. SREE KUMAR PUTHENPURAYIL RAMAN NAIR and SREEKUMAR PUTHENPURAYIL RAMAN both are same and one identical person.

Name Change
I, DEBI PAL is wrongly recorded in my Daughter Aadhaar Card and Birth Certificate and Admit Card and Passport No- R5858334, W/o- SUBHANKAR PAL. Residing at Vill - 36/26/29 Gour Road more Shibrekha Drug House, Post- Mokdumpur, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732103, West Bengal. Shall henceforth be known as DEBI MANDAL PAL. That my name DEBI MANDAL PAL and DEBI PAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, BULA CHAKRABARTI is wrongly recorded in my Voter Card No- WB/0/046/579119, W/o- SHYAMAL CHAKRABORTI. Residing at Vill - Singatala Uttar, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as BULA CHAKRABORTI. That my name BULA CHAKRABORTI and BULA CHAKRABARTI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, NITYA KUMAR SARKAR is wrongly recorded in my Son's Passport No- N9936245, S/o- GOURPADA SARKAR. Residing at Vill - Manuli, Post- Bamongola, Ps- Bamongola, Dist- Malda, Pin- 732138, West Bengal. Shall henceforth be known as NITYA SARKAR. That my name NITYA SARKAR and NITYA KUMAR SARKAR is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I KAUSHAMBI SANTRA W/o UTPAL SANTRA R/o 356/1G/2 NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE ROAD,PS- NETAJI NAGAR, KOLKATA -700047 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAUSHAMBI CHAUDHURI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA (C. M.M.S COURT) On 05/04/2023.

Name Change
I, KOYEL SAHA (KUNDU) is wrongly recorded in my Daughter Birth Certificate, W/o- ROUNAK KUNDU. Residing at Vill - New Banshbari, Post- Jhaljhalia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Shall henceforth be known as KOYEL SAHA. That my name KOYEL SAHA and KOYEL SAHA (KUNDU) is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, AOWRIYA AWRIA is wrongly recorded in my Son's School Certificate, S/o- EAHESAN BISWAS. Residing at Vill - Upardiha, Post- Mukundapur, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Shall henceforth be known as AORIYA SEKH. That my name AORIYA SEKH and AOWRIYA AWRIA is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, MALLIKA BASU is wrongly recorded in my Son's and Daughter Birth Certificate, W/o- UTTAM KUMAR BASU. Residing at Vill - Katabadi, Post- Narayanpur, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732141, West Bengal. Shall henceforth be known as MALLIKA BISWAS BASU. That my name MALLIKA BISWAS BASU and MALLIKA BASU is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, PRABHAT SINGH (old name) S/o MUKTESHWAR PRASAD SINGH resident of VILL BARHIYA BAHAPAR POST JALALAPUR NAURANGA PATNA MOKAMA BIHAR 803302 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRABHAT KUMAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. PRABHAT SINGH and PRABHAT KUMAR both are same and one identical person.

Name Change
I, INZAMUL HAK MOLLAH (old name) S/o NIMU MOLLA resident of VILL & PO- SUKHSAGAR, PS- NAKASHIPARA, NADIA- 741154, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) INZAMUL HOK MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. INZAMUL HAK MOLLAH and INZAMUL HOK MOLLA both are same and one identical person.

Name Change
I, BABY BEGUM (old name) W/o MD SAMIN resident of 42C, TILJALA ROAD, TOPSIA, KOLKATA-700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHABBU BEGUM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 07/04/2023. BABY BEGUM and SHABBU BEGUM all are same and one identical person.

Name Change
I, SHARWAN GUPTA (old name) S/o LATE R PRD GUPTA (Old Name) resident of 32 UMA DAS LANE KOLKATA 700013 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as) SHRAVAN KUMAR SAH S/o RAMESHWAR SAH, vide an affidavit sworn before the 1st class judicial magistrate at Alipore court on 06/04/2023. SHARWAN GUPTA S/o LATE R PRD GUPTA and SHRAVAN KUMAR SAH S/o RAMESHWAR SAH all are same and one identical person.

Name Change
I, SUSANTA MAJUMDER (old name) S/o SUKLAL MAJUMDER resident of Vill- Harinagar, Sindrani, PS- Bagdah, Dist -(N) 24 Pgs, Pin-743297 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUSHANTA MAJUMDAR, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. SUSANTA MAJUMDE and SUSHANTA MAJUMDAR all are same and one identical person.

Name Change
I, KALINA ROKA (old name) W/o CHEWANG TAMANG resident of Ujir Gaon Nagari Farm Tea Garden, Sukhiapokri, Darjeeling, Pin-734215 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) KALINA ROKA TAMANG, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. KALINA ROKA and KALINA ROKA TAMANG all are same and one identical person.

Name Change
I, HARSH SULTANIA (old name) S/o CHANDRA SEKHAR SULTANIA resident of 18A, Ramkrishna Samadhi Road, PO- Kankurgachi, PS- Phoolbagan, near old post office Kankurgachi, Kolkata-700054 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) HARSSH SULLTANIA, vide an affidavit sworn before the Ld. Metropolitan Magistrate 1 st Class at Kolkata on 31/03/2023. HARSH SULTANIA and HARSSH SULLTANIA all are same and one identical person.

Name Change
I, TENLATA BISWAS (old name) W/o TRINATH BISWAS resident of Vill- Kujarbagi, PO- Gadpukuria, PS- Bagdah, Dist-24 Pgs(North), Pin- 743710 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SARASWATI BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. TENLATA BISWAS and SARASWATI BISWAS all are same and one identical person.

Name Change
I, NILIMA SAHA (old name) D/o LATE SUNIL CHANDRA DAS W/o AMIT KUMAR SAHA resident of 28J, Northern Avenue, PO-Ghughudanga, PS-Sinthi, Kolkata-700030 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NELIMA SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. NILIMA SAHA and NELIMA SAHA all are same and one identical person.

Name Change
I, JALIAL MOLLA (old name) S/o LALMIAN MOLLA resident of NIBHUJI BAZAR, KALINAGAR, PURBAPARA, PURBA BARDHAMAN- 713434 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL JALIL MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. JALIAL MOLLA and ABDUL JALIL MOLLA all are same and one identical person.

Name Change
I, SARASWATI RAY (old name) D/O Rajan Kumar Rai resident of 12H, Chandra Nath Roy Road PO & PS: Tiljala Kolkata- 700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SARASWATI RAI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. SARASWATI RAY and SARASWATI RAI both are same and one identical person.

Name Change
I, SANTOSH DE (old name) S/o RANJAN DE resident of COLLEGE PARA MANSATALA, KAMARPUKUR RD, PO & PS- BASIRHAT, NORTH 24 PARGANAS- 743412 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTOSH DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. SANTOSH DE and SANTOSH DEY all are same and one identical person.

Name Change
I, TAJU and TAJU SEKH is wrongly recorded in my Son's Voter Card No- JVR2543239 and Pan Card No- EFEPS8639E, S/o- MONORUDDIN SEKH. Residing at Vill - Kuttitola Lane, Post- Malda, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732101, West Bengal. Shall henceforth be known as MD TAJU SK. That my name MD TAJU SK and TAJU and TAJU SEKH is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, FARIDA KHATOON (old name) W/o MEHABOOB ALI MOLLA resident of W/130B HAZI RATAN LANE PO BARTALA KOLKATA-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) FARIDA BIBI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. FARIDA KHATOON and FARIDA BIBI both are same and one identical person.

Name Change
I, RAJAN KUMAR RAY alias RAJEN KUMAR RAI (old name) S/O Gyan Bahadur Rai resident of 12H, Chandra Nath Roy Road PO& PS: Tiljala Kolkata-700039 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RAJAN KUMAR RAI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. RAJAN KUMAR RAY, RAJEN KUMAR RAI and RAJAN KUMAR RAI all are same and one identical person.

Name Change
I, NUR ALAM (old name) S/O CHHANADAN BAIDYA resident of DAKSHIN KANKHULI, PO RABINDRANAGAR, DIAMOND HARBOUR- 700066 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NUR ALAM BAIDYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. NUR ALAM and NUR ALAM BAIDYA both are same and one identical person.

Name Change
I, KANA PAUL (KUNDU) is wrongly recorded in my Son's Birth Certificate, W/o- PALASH PAUL. Residing at Vill - Palpara, Post- Bachamari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732142, Bengal. Shall henceforth be known as KANARANI KUNDU. That my name KANARANI KUNDU and KANA PAUL (KUNDU) is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change
I, ASIQUE MONDAL (old name) S/O FAKIR MONDAL resident of NAPIT SATBERIA PO NAGARUKHRA, PS HARINGHATA, NADIA-741257 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABDUL ASHIK MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 06/04/2023. ASIQUE MONDAL and ABDUL ASHIK MONDAL both are same and one identical person.

প্রশাসনিক আশ্বাসে ২৬ ঘন্টা পর উঠল অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৭ এপ্রিল ঃ দীর্ঘকাল ধরে বেহাল ও চলাচলের অযোগ্য রাস্তা অবিলম্বে নির্মাণের দাবিতে অনির্দিষ্টকাল পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন এলাকার মানুষজন। টানা ২৬ ঘন্টা অবরোধের পর প্রশাসনিক আশ্বাসে অবরোধ তুলে নিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগামী ১১ এপ্রিল কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন ও অবরোধকারীদের সঙ্গে রাস্তা নির্মাণের বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ডেকেছেন বিডিও। আশা করা হচ্ছে, আগামী মঙ্গলবারের বৈঠকে রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে একটি সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। দীর্ঘকাল ধরেই বেহালদশা বালুরঘাট-ফকিরগঞ্জ ভায়া ডাঙ্গারহাট রাজ্য সড়কের। রাস্তাটি একেবারেই চলাচলের অযোগ্য। বেহাল সড়কে নিত্যদিন লেগেই রয়েছে দুর্ঘটনা। বেহাল এই রাজ্য সড়ক সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের নিকট বহুবার জানিয়েও রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকাল পথ অবরোধে শামিল হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবরোধের ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহাপুকুর এলাকায়। অবরোধকারীদের দাবি, সাহাপুকুর থেকে সুলুনটাপাড়া পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা চলাচলের অযোগ্য। অবিলম্বে প্রশাসনকে রাস্তা নতুন করে নির্মাণ করে দিতে হবে। যাতে এলাকার মানুষজন নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারেন। অবরোধকারীরা জানান, সাহাপুকুর থেকে সুলুনটাপাড়া পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা বহু বছর আগে ইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই রাস্তাটি বর্তমানে খানাখন্দে ভর্তি এবং চলাচলের অযোগ্য। এই নিয়ে বহুবার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হলেও রাস্তার কাজ হয়নি। তাই গত অগাস্ট মাসেও একই জায়গায় এই রাস্তা নির্মাণের দাবিতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় গতকাল থেকে অনির্দিষ্টকাল পথ অবরোধের ডাক দেয় স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সাহাপুকুরে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ফলে এই রুটে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে টানা ২৬ ঘন্টা বালুরঘাট-ফকিরগঞ্জ ভায়া ডাঙ্গারহাট সড়কে সাহাপুকুর এলাকায় পথ অবরোধের পর শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ অবরোধ স্থলে আসেন কুমারগঞ্জের বিডিও ছেওয়াং তামাং, কুমারগঞ্জের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মন্ডল সহ অন্যান্যরা। অবরোধকারীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর রাস্তা নির্মাণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন অবরোধকারীরা। ঠিক হয়, আগামী ১১ এপ্রিল মঙ্গলবার কুমারগঞ্জ ব্লক অফিসে বিডিওর চেম্বারে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সুলুন্টাপাড়ার বাসিন্দাদের নিয়ে এই রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে। আশা করা হচ্ছে সেই আলোচনায় দীর্ঘদিনের রাস্তা নির্মাণের দাবির একটা সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। বিডিও ছেওয়াং তামাং বলেন, এই রাস্তাটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে। ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে হওয়ার কথা রয়েছে। বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীকেও লিখিত আকারে জানানো হয়েছে। সর্বোপরি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে যে কয়টি রাস্তা নির্মিত হবে তার এক নম্বরে রয়েছে সুলুন্টাপাড়ার এই রাস্তাটি। অবরোধকারীদের পক্ষে স্বপন রবিদাস বলেন, আমাদের দীর্ঘদিনের রাস্তা নির্মাণের দাবি পূর্ণ হলে আমরা প্রশাসনকে সর্বতোভাবে সহায়তা করব। কারণ আমাদের দ্বিতীয় কোন দাবি নেই। শুধু পাকা রাস্তা চাই। আরেক বাসিন্দা, শামসুল আলম মন্ডল বলেন, প্রশাসন আমাদেরকে পূর্ণ আশ্বাস দিয়েছে এক মাসের মধ্যে রাস্তা করে দেবে। তাই আমরা অবরোধ তুলে নিলাম। প্রশাসন যদি তার কথা রাখে তাহলে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করব।

শুক্রবার গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ রাজীবপুর চার্চে গিয়ে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে শ্রদ্ধা জানালেন। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের কিছু কাহিনীর কথা তুলে ধরার পাশাপাশি এও সকলকে মনে করিয়ে দেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার', অন্যান্য রাজ্যে দলিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের ওপর অত্যাচার করা হয়। পশ্চিমবাংলায় তা কখনই হয়নি হবে না। হতে দেবে না মমতাময়ী মমতা ব্যানার্জির মা মাটি মানুষের সরকার যখন আছে। রাজীবপুরের এই চার্চে এসে মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক স্বপন দেবনাথ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খ্রীস্টানদের কবরস্থানের উন্নয়নের জন্য কাজের শুভ সূচনা করলেন এলাকার বিধায়ক তথা মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। -রাজকুমার ঘোষ।

প্রয়াত হলেন তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৭ এপ্রিল ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সফরের পরই কার্যত ইন্দ্রপতন ঘটল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান অভিজিৎ দাসের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছালে তৃণমূল নেতৃত্ব থেকে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতার মৃত্যুর ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব। বস্তুত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতেন ভগবানপুরের বাসিন্দা অভিজিৎ দাস। গত বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দুর খাসতালুকে চোখে চোখ রেখে শাসক দলের হয়ে লড়াই চালিয়েছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান অভিজিৎ বাবু। মারণরোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও বুক চিতিয়ে দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর ক্যান্সার রোগ ভয়াবহ আকার নেয়। চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়ে যাওয়া হয় মুম্বই। সেখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অভিজিৎ দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। দলের বর্ষীয়ান নেতার মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত জেলা। গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী অখিল গিরি, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পটাশপুরে বিধায়ক উত্তম বারিক সহ তৃণমূল নেতৃত্বরা। সুপ্রকাশ বলেন, খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকবো।

খুন ফেরিওয়ালা

দুরন্ত বার্তা, হেমতাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ সাত সকালে দিগন্তবিস্তৃত ভুট্টা খেতে উদ্ধার হল ফেরিওয়ালার মুণ্ডহীন দেহ। প্রায় ২০ ফুট দূরে পাওয়া গেল কাটা মুন্ডু। শুক্রবার সকালে উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ থানা এলাকার টিটিহি কালীতলা এলাকার ঘটনা। নিহতের নাম মুস্তাক। তিনি মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে টিটিহি এলাকায় ফাঁকা মাঠের মধ্যে রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালার সাইকেল পড়ে দেখে সন্দেহ হয় পথচারীদের। পাশেই ভুট্টা খেতে তল্লাশি করে এক ব্যক্তির মুণ্ডহীন দেহ দেখতে পান তাঁরা। এর পর খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ আসার আগেই রক্তের দাগ দেখে ২০ ফুট দূরে ভুট্টা খেতের ভিতরেই পাওয়া যায় নিহতের কাটা মুন্ডু। এর পর জানা যায় নিহত ফেরিওয়ালার নাম মুস্তাক। মুস্তাকের সঙ্গে সিদ্দিক জানান, আমরা ভিনদেশি, কালিয়াচকের বাসিন্দা। প্রায় ১৫-২০ বছর ধরে এখানে গ্রামে গ্রামে গেরস্থালির জিনিস ফেরি করি। মুস্তাকের সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল বলে জানি না। শুক্রবার সকাল ৭টা নাগাদ ও ফেরি করতে বেরোয়। কিছুক্ষণ পরে শুনি ওকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে। কারা ওকে খুন করল তা তদন্ত করে বার করা দরকার। আমরা নিরাপত্তার অভাবে ভুগছি। খবর পেয়ে হেমতাবাদ থানার পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তে পাঠায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ফেরিওয়ালাদের অনেকে মহাজনি কারবার করে থাকেন। সম্ভবত ধারের টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে কারও সঙ্গে বিবাদ চলছিল। তার জেরেই খুন হতে হয়েছে ফেরিওয়ালা মুস্তাককে।

আরও ঝাঁঝ বাড়ছে কুড়মি আন্দোলনের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৭ এপ্রিল ঃ কেটে গিয়েছে ৫০ ঘণ্টা। কিন্তু কুড়মি আন্দোলনের ঝাঁঝ এতটুকু কমেনি। শুক্রবারও কুড়মি সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতিভুক্তদের আওতায় আনতে হবে বলে আন্দোলন চলছে। সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দিতে হবে বলে সোচ্চার হয়েছেন তাঁরা। আজ রেল অবরোধ থেকে শুরু করে পথ অবরোধ শুরু হয়েছে। তার জেরে রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নানা দাবিতে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে চলছে লাগাতার আন্দোলন। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য শুরু হয়েছে রেল-সড়ক অবরোধ। খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত খেমাশুলিতে ৬ নম্বর জাতীয়. সড়ক-সহ রেলপথ অবরোধ চলছে। এদিকে শুক্রবার আন্দোলনের তৃতীয় দিন। নিজেদের দাবি নিয়ে অনড় কুড়মি সম্প্রদায়। আজও পুরুলিয়ার আদ্রা ডিভিশনে বিপর্যস্ত ট্রেন চলাচল। তার জেরে চরম সমস্যায় পড়েছেন যাত্রীরা। আদ্রা ডিভিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদ্রা পুরুলিয়া শাখার ৫৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ৪টি ট্রেনের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে। কুড়মি সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হলে আগামী রবিবার থেকে পুরুলিয়া-রাঁচি রেলপথের কোটশিলা স্টেশন ও পুরুলিয়া-রাঁচি জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হবে। বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে জানিয়েছেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের রাজ্য যুব সম্পাদক তুহিন মাহাতো। অন্যদিকে আদিবাসী কুড়মি জাতিকে তফশিলি উপজাতির তালিকাভুক্ত করা, সারনা ধর্মের স্বীকৃতি, কুড়মালি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা-সহ রাজ্য সরকারের সিআরআই (কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর দাবি তোলা হয়েছে। আর তাই নিয়ে ১ এপ্রিল থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে 'ঘাঘর ঘেরা' কর্মসূচি। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া-সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশা রাজ্যের জঙ্গলমহল এলাকা জুড়ে 'ঘাঘর ঘেরা' আন্দোলন কর্মসূচির নেওয়া হয়েছে। এই আন্দোলনের জেরে শুক্রবার একাধিক ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। হাওড়া-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে। লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-রাঁচি এক্সপ্রেস বাতিল করতে হয়েছে। চলছে না ভাস্কো ডা গামা যশিডি এক্সপ্রেস, আলাপুঝা ধানবাদ এক্সপ্রেস বাতিল হয়েছে। এমনকী সেকেন্দ্রাবাদপাটনা স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে। আদিবাসী কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিতপ্রসাদ মাহাতো বলেন, আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা পিছু হঠব না। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেব আন্দোলন।

সাইকেল চড়ে সচেতনতার বার্তা নিয়ে মালবাজারে মেহুল লাখানি

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৭ এপ্রিল ঃ সাইকেল চালিয়ে সমগ্র ভারত ভ্রমনের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছে স্বাস্থ্য, প্রকৃতি সহ দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই ৩৬ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছেন। শুরু করেছিলেন ২০২১ সালের ২১ জুন। যে সময় সমগ্র বিশ্ব করোনা মহামারীর কবলের মধ্য দিয়ে চলেছে সেই সময় সুদূর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের নর্মদা পুরম জেলার গোবিন্দ নগরে অবস্থিত সরস্বতী গ্রামোদয় হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে শুরু হয়েছিল সাইকেল নিয়ে যাত্রা। ইতিমধ্যেই ১১টি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ডুয়ার্সের চা বলয়ের প্রাণকেন্দ্র মালবাজার শহরে এসে উপস্থিত হলেন ৩২ বছরের যুবক তথা শিক্ষক মেহুল লাখানি। সাইকেলের সামনেই রয়েছে মেহুল ভারত যাত্রী নামাঙ্কিত বোর্ড। ইতিমধ্যেই পাড়ি দিয়েছেন ৩৬ হাজার কিলোমিটার। মূলত দেশবাসীর কাছেই তার বার্তা স্বাস্থ্য সচেতনতা, সাথে প্রকৃতিকে রক্ষা করা, দেশের সংস্কৃতি এবং ভারতবর্ষের বৈচিত্রময় ইতিহাসকে আপামর দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। মূলত প্রত্যেকটি মানুষের স্বাস্থ্যকে সচল ও সবল রাখার ক্ষেত্রে সাইকেলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেই মনে করেন মেহুল। এদিন মালবাজার শহরের সুভাষ মোড়ে পৌঁছে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, করোনা অতিমারীতার সময় থেকেই শারীরিক চর্চার প্রতি মানুষ আরও বেশি করে মনোনিবেশ করতে শুরু করেন। প্রত্যেকটি মানুষের তার শারীরিক পরিকাঠামোকে ঠিক রাখতে এবং রোগব্যাধির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই হবে। সাথে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে হবে। ভারতবর্ষের অখন্ড সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্যও জানতে হবে। ২০২১ সালের জুন মাস থেকে এখনো পর্যন্ত ভারত ভ্রমণ করে চলেছেন মেহুল লাখানি। পেরোতে হয়েছে বহু বাধা ও বিপত্তি। তবুও তিনি থেমে থাকেননি। এবারের লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির পথ পরিক্রমার। এদিন তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে অখন্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন তথ্যের কথা। লক্ষ্যকে স্থির রেখেই সাইকেল চালিয়েই এগিয়ে চললেন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে ঘুরে দেখতে। এদিন শহরের সুভাষ মোড়ে পৌঁছতেই শহরের বাসিন্দা সুমন শিকদার,অচিন্ত্য দত্ত, বিপ্লব কুমার ঘোষ, সহ একাধিক ব্যক্তি তাকে পুষ্পস্তবকের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তুলে দেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার সরঞ্জামও। প্রসঙ্গত সুমন বাবু বলেন, মেহুল সাইকেল চালিয়ে ভারত যাত্রার মধ্য দিয়ে যে বার্তা মানুষের কাছে তুলে দিতে চাইছেন তাকে সম্মান জানাই।

আগুনে সর্বস্ব হারানো ৩টি পরিবারকে সাহায্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ আগুনে সর্বস্ব হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে ঠাই নিয়েছিলেন তিনটি পরিবার। সেই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াল তৃণমূল নেতৃত্ব। বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। জানা গেছে, মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্মীপুর গ্রামের বাসিন্দা তথা দিনমজুর সেখ মাজেদ, সেখ মাবুদ ও সেখ গোনুয়া'র তিনটি বসত বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই খবর পেয়ে শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর বাড়িতে ছুটে যান হরিশ্চন্দ্রপুর-১(বি) ব্লকের সভাপতি মানিক দাস, জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ চৌধুরী, কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি সুধীর দাশ ও অঞ্চল চেয়ারম্যান ফিরোজ আলম সহ অন্যান্যরা। এদিন তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে এক মাসের খাদ্য সামগ্রী ও কাপড় চোপড় তুলে দেন এবং পরবর্তী সময়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তৃণমূলের তরফে সাহায্য পেয়ে খুশি অসহায় ওই পরিবারগুলির সদস্যরা।

আদিবাসী ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার সকালে ছাত্রাবাস থেকে উদ্ধার হল এক আদিবাসী ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় পুরুলিয়ার সাতুড়ি এলাকায়। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম মধুমিতা সোরেন। পুরুলিয়ার সাতুড়ি থানার অন্তর্গত মুরাডি গার্লস হাই স্কুলে একাদশ শ্রেণিতে পড়ত সে। থাকত ছাত্রাবাসে। সূত্রের খবর, একাদশ শ্রেণী পরীক্ষার পর ছুটিতে বাড়িতে ছিল মধুমিতা। বৃহস্পতিবার ছুটি কাটিয়ে সে ফেরে। বাবা মাঝিরাম সোরেন মধুমিতাকে ছাত্রাবাসে রেখে যান। এদিন অন্যান্য ছাত্রী না থাকায় রাতে হস্টেলে একাই ছিল মধুমিতা। শুক্রবার সকালে ডাকাডাকি করে মধুমিতার সাড়া না মেলায় চিন্তায় পড়ে ছাত্রাবাস কর্তৃপক্ষ। এরপরই একটি জানলা থেকে দেখা যায়, গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলছে ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ দরজা ভেঙে মধুমিতার উদ্ধার করে। তড়িঘড়ি মধুমিতাকে মুরাডি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মধুমিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রে খবর, অনুমান এটি একটি আত্মহত্যা ঘটনা। তবে কী কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখার জন্য দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট পেলে বিষয়টা খানিকটা স্পষ্ট হবে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশের তরফে কথা বলা হবে মৃতার পরিবার ও পরিজনদের সঙ্গে।

শিলিগুড়িতে অবস্থানে কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করার প্রতিবাদে নকশালবাড়িতে অবস্থান বিক্ষোভ করলো নকশালবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কমিটি। শুক্রবার নকশালবাড়ির দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ভিপি সিং, জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর মালাকার, সুবিন ভৌমিক, জীবন মজুমদার সহ জেলা কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিন শঙ্কর মালাকার বলেন, দেশে একপ্রকার হিটলারি শাসন কায়েম করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তবে জনগণ বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত বিরোধী দল জোটবদ্ধ হয়ে বিজেপিকে পদচ্যুত করবে।

ভরা বাজারে তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৭ এপ্রিল ঃ প্রকাশ্য বাজারে গুলি করে খুন করা হল তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে নদীয়া জেলার হাঁসখালির চুপরিয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আমোদ আলি বিশ্বাস (৪৫)। তিনি রামনগর বড় চুপরিয়া অঞ্চলের তৃণমূল সহ-সভাপতি ছিলেন। এদিন সকালে বাড়ির কাছে বাজারের মধ্যেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে পরপর গুলি ছোঁড়ে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহত তৃণমূল নেতা রামনগর বড় চুপড়িয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চাযেতের তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সহ-সভাপতি ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে বাজার করার জন্য স্থানীয় রামনগর বড় চুপড়িয়া বাজারে গিয়েছিলেন আমোদ আলি। সেখানে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। তখনই সেখানে আট-দশজন দুষ্কৃতী হাজির হয় বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমোদ আলিকে ঘিরে ধরে সেই দুষ্কৃতীরা পরপর গুলি করতে থাকে। দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে জখম হয়ে প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করেন আমোদ আলি। তখন তাঁকে তাড়া করে গুলি করতে থাকে দুষ্কৃতীরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে বাজারেই লুটিয়ে পড়েন তৃণমূল নেতা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিকে দুষ্কৃতীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকায় ঘটনাস্থল থেকে পালান স্থানীয়রা। আমোদ আলিকে কেউ বাঁচাতে আসতে পারেননি সাহস করে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দিদির সুরক্ষা কবচে জোর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি। শুক্রবার সকালে এই বিশেষ কর্মসূচির সূচনা করেন ইংরেজ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ। এছাড়াও এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালিনী মাইতি, ব্লক সভাপতি নবেন্দু সেন, মঙ্গলবাড়ী অঞ্চলের প্রধান রুলেকা বিবি সহ অন্যান্য জন প্রতিনিধি এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রকল্প সংযোজন হলো 'দিদির দূত' প্রকল্প। এই প্রকল্প অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটি নেতা কর্মী মানুষের দরজায় দরজায় গিয়ে মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শুনছে। যদি কেউ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে তার সুরাহা মিলছে দিদির দূতেদের হাত ধরে। সেই মত এদিন দিদির দূতরা মঙ্গলবাড়ি অঞ্চলের নলডুবি, জলঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর একাধিক প্রকল্পকে সামনে রেখে তার সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেন। তার পাশাপাশি এলাকার সমস্যার কথাও শুনেন দিদির দূতরা। এই কর্মসূচির শুরুতেই প্রথমে নলডুবি রাধা গোবিন্দ মন্দিরে পুজো এবং মাজারে চাদর চড়িয়ে কর্মসূচির সূচনা করা হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একাধিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, কর্মীদের সাথে আলোচনা, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের কথাবার্তা বলা সহ দিনভর একাধিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁচল থানার বিশেষ উদ্যোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ এপ্রিল ঃ মানুষের স্বাস্থ্যই সম্পদ। তাই মানুষের উচিৎ আগে নিজেদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া। এই বার্তা কে সামনে রেখে আজ ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের আয়োজন করলো পুলিশ কর্মীরা। শুক্রবার মালদা জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও চাঁচল থানা পুলিশের ব্যবস্থাপনায় চাচল থানার সিভিক ব্যারাকে আয়োজিত হলো এই স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবিরের সূচনা করেন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল থানার এসআই প্রদীপ সরকার সহ অন্যান্যরা। থানা সূত্রে জানা যায়, এদিন চাঁচল থানার পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার ও অসাধারণ মানুষের স্বার্থে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও চাঁচোলের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমের বিশেষ চিকিৎসকদের নিয়ে শিবির করা হয়। এদিন চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু নিজেই এই শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। তারপর একে একে থানার সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষেরাও ভিড় জমান এই শিবিরে। এছাড়াও চিকিৎসকদের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সেই শিবির থেকে বিনামূল্যে দেওয়া হয় ওষুধ। সকাল থেকে শুরু করে দিনভর বহু মানুষের উপস্থিতি এই ক্যাম্পে লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুমার কুন্ডু বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে প্রতিটি মানুষের সুস্থতা আমরা কামনা করি। আমাদের পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারেরা কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে স্বাস্থ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে পারেন না তাই তাদের কথা মাথায় রেখে এবং শহরের মানুষের স্বার্থে আমরা এই ক্যাম্পের আয়োজন করেছি।

নিজের আদর্শের প্রতি রয়েছেন অবিচল

ভাটায় কাজ করেন পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৭ এপ্রিল ঃ বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল নেতা মানেই বিপুল টাকার মালিক। তৃণমূল মানেই দু'হাতে লুঠ। চাকরি চুরি। ট্রেনে, বাসে চায়ের দোকানে সেই তৃণমূল নেতাদের নিয়ে চর্চা কিছু কম নয়। তবে তার বিপরীত ছবিও রয়েছে। হয়তো সংখ্যাটা ক্রমেই কমতে শুরু করেছে। তবুও এখনও এমন তৃণমূল নেতা, পঞ্চায়েতের প্রধান রয়েছেন যিনি ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন। তেমনি এক পঞ্চায়েত প্রধানের খোঁজ মিলল দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের ভাটপাড়ায়। ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মুকুল মুর্মু এখনও ইটভাটায় শ্রমিকের কাজ করেন। প্রখর রোদে তিনি ইট তৈরি করেন। আর সেই উদয় অস্ত পরিশ্রমের মাঝে ঘাসফুল আঁকা পতাকাটাও আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তিনি। স্থানীয়দের মতে, কলকাতা থেকে নেতারা যখন জেলায় যান তখন তাঁদে বিলাসবহুল গাড়ি দেখে অনেকেরই চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। সেই সঙ্গেই তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্নীতির অভিযোগ ক্রমেই সামনে আসছে। তবে তার বিপরীতের ছবিতে রয়েছেন মুকুল মুর্মুর মতো মানুষরা। যিনি আর পাঁচজন শ্রমিকের সঙ্গেই ইট ভাটায় কাজ করেন। মাথায় করে ইট বয়ে নিয়ে যান। এতিনি জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শেই তিনি এখনও চলেন। এখনও মাটির বাড়িতেই থাকেন মুকুল মুর্মু। চকরাম এলাকায় রোজ সকালে তিনি সাইকেলে চেপে এলাকায় ঘোরেন। সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা শোনেন। এরপর ইটভাটায় কাজে যান। সেখান থেকে এসে যান পঞ্চায়েত অফিসে। সেখানে থেকে ফের ইটভাটায়। এটাই রোজনামচা। একেবারে সাদামাটা জীবন। তাঁর সাফ কথা আমি থাকব পাকা বাড়িতে আর গ্রামের মানুষ থাকবেন মাটির বাড়িতে এটা হতে পারে না। মুকুলের কথা শুনে অবাক হয়ে যান অনেকেই। তবে তিনি তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল। গোটা বাংলাজুড়ে আবাস যোজনায় যখন ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে তৃণমূলের তাবড় নেতাদের বিরুদ্ধে তখন মুকুল মুর্মু অবশ্যই ব্যতিক্রমী নাম। সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিজের নামে করে নেবেন এমনটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন না। তবে এসবের মধ্যেই একটি প্রশ্ন উঠছে, চারপাশে এত দুর্নীতি, তার মাঝে মুকুল মুর্মু আর কতদিন তাঁর এই আদর্শ ধরে রাখতে পারবেন? তবুও মুকুলের সাধারণ জীবন যাপন যেন তৃণমূলের মানচিত্রে এখন অনেকটাই বেমানান। এমনটাই মনে করছেন অনেকে।

প্রতিবেশীর হাতে হাঁসুয়া দিয়ে কোপ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৭ এপ্রিল ঃ শুক্রবার পাটের জমিতে বীজ লাগাতে যান এক ব্যক্তি। আর সেখানেই প্রতিবেশী আর এক ব্যক্তি হামলা করে বলে অভিযোগ। হাঁসুয়ার এক কোপে কাটা পড়ল ওই ব্যক্তির হাত! আজ, শুক্রবার এই ঘটনা ঘিরে আলোড়ন পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের রানিনগর পূর্বপাড়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, হাত কাটা পড়া ওই ব্যক্তির নাম মতিউর রহমান। আজ সকালে তিনি পাটের জমিতে বীজ লাগাতে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে প্রতিবেশী নাজিবুল হোসেনও হাজির হন। এক-দু'কথা থেকে সরাসরি হামলা করা হয় মতিউরের উপর। এই আচমকা হামলা করে মতিউরের উপর চড়াও হয়ে তার বাঁ হাতে ধারালো হাঁসুয়ার কোপ মারে নাজিবুল। আর তাতেই মতিউরের ওই হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এই ঘটনায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন মতিউর। শিউরে ওঠে এলাকাবাসী। হাত কেটে পড়ে যাওয়ার পর রক্তে ভাসছিল মাঠ। মতিউর তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করেছিলেন। আর আর্তনাদ করতে থাকেন। সেই আওয়াজ শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অন্যান্যরা আসার আগেই সেখান থেকে চম্পট দেয় নাজিবুল। আশঙ্কাজনক মতিউর ও তাঁর কাটা পড়া হাত নিয়ে গোধনপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করেন প্রতিবেশীরা। অবস্থা গুরুতর হওয়ায় সেখান থেকে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনায় এলাকা তপ্ত হয়ে রয়েছে। অভিযুক্ত নাজিবুলের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবারে অভিযোগ রয়েছে। নাজিবুলের বৌদি জানিয়েছেন, সারাক্ষণ গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে দেওর নাজিবুল। কিছুদিন আগে আরও একজনের উপর হামলা চালিয়েছিল নাজিবুল। আজ সকালে তিনি নাজিবুলকে নেশা করতে দেখেছিলেন। তবে বাড়ি থেকে তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায় সে। এরপরেই এমন ঘটনা ঘটে বলে খবর মেলে। অভিযুক্ত নাজিবুলকে খুঁজে পেতে পুলিশ এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে বলে খবর।

বোলিং ব্যর্থতায় নাজেহাল!

অবসর ভেঙে ফেরা পার্নেলকে নিল আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ৭ এপ্রিলঃ ১৬তম আইপিএল শুরু হওয়ার আগে থেকেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর শিবির চোট সমস্যায় জর্জরিত ছিল। টুর্নামেন্ট যত এগোচ্ছে বিরাটের দলকে যেন আরও চেপে বসছে চোট-আঘাতের সমস্যা। আরসিবির হয়ে এই মরসুমের প্রথম ম্যাচে রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চোট পেয়েছিলেন রিস টপলি। বৃহস্পতিবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে তিনি খেলেননি। আজ, শুক্রবার রিস টপলির পরিবর্ত হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার এক তারকা ক্রিকেটারকে নিয়েছে আরসিবি। টপলির পাশাপাশি গত মরসুমে আরসিবি জার্সিতে নজর কাড়া রজত পাতিদারও পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। বোলিং ব্যর্থতায় নাজেহাল হয়ে আরসিবি রিস টপলির পরিবর্তে দলে নিয়েছে অবসর ভেঙে ফেরা প্রোটিয়া তারকা ওয়েন পার্নেলকে। আর রজতের পরিবর্ত হিসেবে আরসিবিতে যোগ দিলেন কর্ণাটকের বিশাক বিজয় কুমার। আইপিএলের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'টপলি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে আরসিবির প্রথম ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় কাঁধে চোট পান। পাতিদার গোড়ালির চোটের কারণে আরসিবির প্রথম ম্যাচে অংশগ্রহণই করেননি। তাঁর চোট এখনও পুরোপুরি সারেনি এবং সেই কারণেই আইপিএলের ১৬তম সংস্করণ থেকে তিনি ছিটকে গিয়েছেন।' উল্লেখ্য, দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ হাতি তারকা পেসার বলকে দুই দিকেই সুইং করাতে পারেন। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তিনি বিশ্বের সেরা জোরে বোলারদের মধ্যে একজন। লোয়ার অর্ডারে পার্নেল ব্যাট হাতেও ম্যাচ বের করার ক্ষমতা রাখেন। মাত্র ২৬ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

পার্নেল ৭৫ লক্ষ টাকায় আরসিবি দলে যোগ দিলেন। পার্নেল এই প্রথম বার আইপিএলে খেলছেন তেমনটা নয়, তিনি এর আগে আইপিএলে ২৬টি ম্যাচ খেলে ২৬টি উইকেট নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৫৬টি টি-২০ ম্যাচে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে পার্নেলের। প্রোটিয়া দলে ৬টি টেস্ট ও ৭৩টি ওডিআই ম্যাচেও খেলেছেন তিনি। প্রোটিয়া পেসার ওয়েন পার্নেল নতুন থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন পার্নেল। এরপর ২০২১ সালে ফের অবসর ভেঙে ২২ গজে ফিরেছেন তিনি। ২২ বছর বয়সে নিজের জন্মদিনে ধর্ম পরিবর্তন করেছিলেন ওয়েন পার্নেল। অন্যদিকে, কর্ণাটকের বিজয় ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে আরসিবিতে যোগ দিলেন। তিনি ঘরোয়া ক্রিকেটে কর্ণাটকের হয়ে ১৪টি ম্যাচ খেলে ২২টি উইকেট নিয়েছেন।

কেন এখনও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তি হয়নি লোবেরার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ সের্গিও লোবেরা কি আদৌ পা রাখবেন লাল-হলুদে? আগামী মরসুমের নতুন কোচ হিসেবে ইতিমধ্যেই এফসি গোয়াকে আইএসএল জেতানো কোচকে 'কনফার্ম' করে ফেলেছে। স্প্যানিশ কোচ নিজেও ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতে তীব্র আগ্রহী। কলকাতার অন্যতম বড় ক্লাবকে সাফল্য দেওয়ার চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য তৈরি। কিন্তু হঠাৎই নাকি পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। ওড়িশা এফসির মতো ক্লাব লোবেরাকে কোচ করার জন্য আসরে নেমেছে। তা হলে কি লাল-হলুদে আসছেন না আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ? সের্গিও লোবেরার সঙ্গে প্রাথমিক কথা হওয়ার পর চুক্তির কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের কর্তারা। তা হলে এখনও কেন চুক্তিতে সই করেননি লাল-হলুদ কোচ? লোবেরা এফসি গোয়া থেকে আইএসএলের টিম মুম্বই সিটি এফসির কোচ হয়েছিলেন। তখন থেকেই স্প্যানিশ কোচ সিটি গ্রুপের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। ওই গ্রুপেরই হাত ধরে চিনের ক্লাব সিচুয়ান জিউনিউয়ের কোচিংয়ের দায়িত্ব নেন গত মরসুমে।

কবে সই করবেন?

করোনা ইস্যুতে চিনের ক্লাব ছেড়ে আসতে রাজি লোবেরা। তার জন্য দরকার এনওসি। যা সিটি গ্রুপ থেকে এখনও মেলেনি। তা যতক্ষণ হাতে আসছে না, ততক্ষণ তিনি কোনও ক্লাবে সই করতে পারবেন না। তবে এনওসির জন্য সিটি গ্রুপের কাছে তিমধ্যেই আবেদন করেছেন স্প্যানিশ কোচ। লোবেরা আশাবাদি, দ্রুত এনওসি পেয়ে যাবেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে আশা করা হচ্ছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই হয়তো লোবেরার সঙ্গে চুক্তি সংক্রান্ত জটিলতা মিটে যাবে। স্প্যানিশ কোচ চুক্তিপত্রে সই করলেই, তাঁকে ভারতে আসার ভিসা পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ওড়িশা এফসি লোবেরাকে কোচ করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেও তিনি নাকি ইস্টবেঙ্গলের দায়িত্ব নিতে চাইছেন, এমনও বলা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ মহল থেকে। শুধু আইএসএল চ্যাম্পিয়ন কোচ এনে দায়িত্ব সারতে চাইছে না ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক বছরে আইএসএলে লাল-হলুদের পারফরম্যান্স একেবারেই সন্তোষজনক নয়। শুধু হারের খতিয়ান। যা এ বার পাল্টাতে মরিয়া কর্তারা। অন্যান্য ক্লাবগুলোর সঙ্গে লড়াই করার মতো ভালো টিমই বানাতে চাইছেন কর্তারা। যা নিয়ে ইনভেস্টর ইমামির সঙ্গে বৈঠকও হয়েছে। আর তাই জাতীয় দলের বেশ কয়েক জন ফুটবলারকে টার্গেট করেছে ইস্টবেঙ্গল। মন্দার রাও দেশাই, নন্দ কুমাররা আছেন তালিকায়। রহিম আলিও রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের নজরে। স্ট্রাইকারের পাশাপাশি আরও দুটো পজিশনে খেলতে পারেন রহিম। ট্রান্সফার ফি দিয়ে ফুটবলার ছিনিয়ে আনতেও উদ্যোগী বিনিয়োগকারী সংস্থা। তবে সেই ক্লাব যদি ফুটবলারদের না ছাড়ে সেটাই একমাত্র বাধা হতে পারে। চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না ইস্টবেঙ্গল। উল্টো দিকের ক্লাব আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সমর্থকদের হতাশা মুছতে তাই মরিয়া লাল-হলুদ।

মোহনবাগানের ভারত সেরা হওয়ার গল্প এবার ইংল্যান্ডের কাগজে!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ আইএসএল জয়ী ৪২ বছর বয়সী স্প্যানিশ কোচ হুয়ান ফেরান্দোর খ্যাতি শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ইংল্যান্ডের মর্যাদাপূর্ণ পত্রিকা তার দারুন প্রশংসা করেছে। এক সময়ে আর্সেনালের ফিটনেস কোচ থেকে একজন লিগ জয়ী কোচ হওয়ার সফর বর্ণনা করেছেন প্রতিবেদক। শুধু হুয়ানের খ্যাতি নয়, তিনি ইংল্যান্ডের মানুষদের পরিচিত করিয়েছেন বাঙালির ফুটবল আবেগের সাথে। ইংল্যান্ডের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন বার করা হয়েছে মোহনবাগান কোচ হুয়ান ফেরান্দোকে নিয়ে। হুয়ান তার সাক্ষাৎকারে কলকাতা এবং বাঙালিদের ফুটবল প্রেমের সুখ্যাতি করতে কোনো দ্বিধা করেননি। হুয়ান এই ফুটবল আবেগ নিয়ে বলেছেন, ''এটা শুধু একটা খেলা নয়, কলকাতায় ফুটবল এক প্রকার পারিবারিক সংস্কৃতি, ক্লাবের রং এবং তার প্রতি অনুভূতি সবই তার অংশ... এটি বংশ পরম্পরায় বয়ে চলে এবং বছরের পর বছর ধরে বাবা মায়ের থেকে তাদের সন্তানদের কাছে ফুটবলের প্রতি এই ভালোবাসা বিস্তার পায়। কেউ এটি ছাড়া জীবন ভাবতেই পারেন না এবং তা বোঝার জন্য একজনকে সেটা অনুভব করতেই হবে।''

সাকিবের অভাব পূর্ণ করতে পারবেন না জেসন রয়! বোমা ফাটালেন ইউসুফ পাঠান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ এপ্রিলঃ কেকেআর দলের জার্সিতে তিনি দুবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তবে প্রথমবার আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন রাজস্থান রয়্যালসের জার্সিতে। ইউসুফ পাঠান পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন সাকিব আল হাসানের পরিবর্ত হিসেবে জেসন রয় একার হাতে বিরাট পার্থক্য তৈরি করতে পারবেন না। ইউসুফের মনে হচ্ছে রয় প্রথম ছয় ওভার বিপক্ষ বোলারদের শাসন করতে পারেন। কিন্তু ম্যাচের মাঝখানে খেই হারিয়ে ফেলবেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) চলতি টুর্নামেন্টে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার কথা ছিল সাকিব আল হাসানের। কিন্তু দেশের খেলা ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক আসরটি থেকে বেরিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক। বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে না পেয়ে ইংলিশ তারকা জেসন রয়কে দলে ভিড়িয়েছে ফ্রেঞ্চাইজিটি। তবে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান মনে করেন সাকিবের অভাব পূরণ হওয়ার নয়। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর টি-টোয়েন্টি টাইম আউট অনুষ্ঠানে ইউসুফ বলেন, সাকিব অনেক বড় মাপের ক্রিকেটার। তিন-চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি চার ওভার বোলিংও করতে পারে সে। কলকাতার যে ব্যাটিং লাইন আপ, তারা আয়ার ও সাকিবের অভাবটা টের পাবে। কলকাতায় লম্বা সময় ধরে সাকিবের সতীর্থ ছিলেন ইউসুফ। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এই কথাগুলো বলেছেন তিনি। তবে ইউসুফ আশাবাদী মিডল অর্ডারে রিঙ্কু সিং এবং শার্দুল এবার ভরসা দেবেন দুবারের চ্যাম্পিয়ন দলকে। রিঙ্কু সত্যিই অনেক উন্নতি করেছেন জানিয়েছেন ইউসুফ।

আইপিএল কেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে, কী বলছে টিভি রেটিং?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

টিকিটের জন্য হাহাকার রয়েছে। সেলফির আকুতি রয়েছে। চার-ছয়ের রোমাঞ্চ রয়েছে। আর রয়েছে, মাঠে বসে ক্রিকেট উত্তাপ নেওয়ার তুমুল আগ্রহ। এত 'আছে'র মধ্যেও কি 'সুপারহিট' বলা যাবে আইপিএলকে? না! বরং উল্টো কথাই শোনাচ্ছে তথ্য। ভরপুর স্টেডিয়াম দিয়ে সাফল্য মাপা যাবে না ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় লিগের। তার জন্য চোখ রাখতে হবে টিভি রেটিংয়ে। ক্রিকেট ভক্তদের টিভিতে আইপিএল দেখার দর্শকের সংখ্যা গতবারের থেকেও কমছে। বার্ক ধরলে আইপিএলের ওপেনিং ম্যাচে রেটিং ছিল ২২। শহুরে ও গ্রামীন দর্শকদের ধরেই এই রেটিং ঠিক হয়। যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। গত বছরও রেটিং পড়েছিল। তবে তা খুব বেশি চাপ তৈরি করেনি। পরের দিকে খানিকটা হলেও সেই রেটিং বেড়েছিল। কিন্তু এ বার সেই রেটিং বাড়বে কিনা, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। টিভি ভিউয়ার ও মোবাইল ভিউয়ারের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছে আইপিএলের। স্টার স্পোর্টস

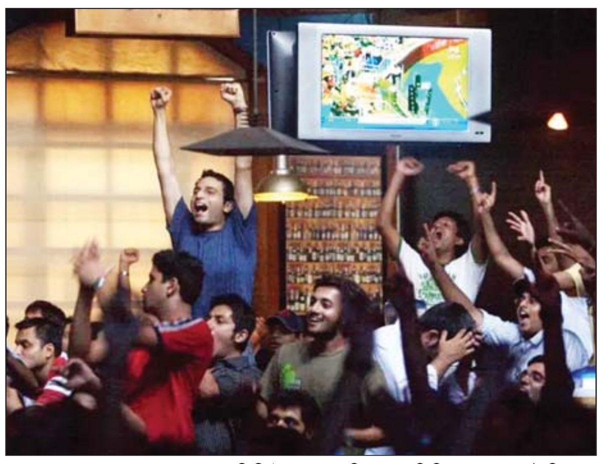

কয়েক শতাংশ মাত্র ম্যাচ টিকিট জোটাতে পারেন। বাকিদের ভরসা টিভি। সেই টিভি রেটিং বা বার্ক কিন্তু আইপিএলকে পাস মার্কের বেশি দিচ্ছে না। গত মরসুম থেকেই আইপিএলের টিভি রেটিং পড়তে শুরু করেছে। আইপিএলের শুরু সপ্তাহে সবচেয়ে বেশি টিভি রেটিং থাকে। সারা দেশ সন্ধে সাড়ে ৭টা থেকেই টিভিতে চোখ রাখে। অবশ্য যবে থেকে টিভির পাশাপাশি অ্যাপেও আইপিএল সরাসরি সম্প্রচার করা শুরু হয়েছে, তবে থেকে টিভি আর অ্যাপের দর্শকরা ভাগ হয়ে গিয়েছেন। কেউ টিভি দেখেন, কেউ মোবাইলেই স্বচ্ছন্দ। এটাই হয়তো আধুনিক ছবি। কিন্তু এতদিন টিভিতে আইপিএল দেখানোর পাশাপাশি হটস্টারে আইপিএল সম্প্রচার করত। সেখানেও বদল এসেছে। টিভিতে আইপিএল দেখাচ্ছে স্টার স্পোর্টস। কিন্তু মোবাইলে আইপিএল সম্প্রচার করছে ভায়াকম এইট্টিন। জিও-সিনেমাতে ফ্রিতে দেখা যাচ্ছে আইপিএল। অর্থাৎ সাবক্রিপশনের কোনও দরকার নেই। যে কারণে হটস্টারের আগের থেকে জনপ্রিয়তা অনেকখানি কমেছে। সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যাও কমেছে। এই পরিস্থিতিতে যদি আইপিএল টিভি ভিউয়ার কমে, তা বলে সম্প্রচার সত্ত্ব থাকা টিভি চ্যানেলের পাশাপাশি বিসিসিআইকেও চিন্তায় ফেলে দেবে।

নড়বড়ে দিল্লিকে ডুবিয়ে বিয়ে করতে চললেন সাড়ে ৬ কোটির ক্রিকেটার!

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিলঃ জাতীয় দলের কমিটমেন্টের জন্য বিদেশি ক্রিকেটারদের অনেকেই সময়মতো আইপিএল খেলতে আসতে পারেননি। সদ্য দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা ভারতে এসেছেন। লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং সানরাইজার্স হায়দারাবাদ টিমে যোগ দিয়েছেন কুইন্টন ডি'কক, এডেন মার্করামরা। খান দুয়েক ম্যাচ মিস করেছেন তাঁরা। কিন্তু আইপিএলের মাঝপথে টুর্নামেন্ট ছেড়ে বিয়ে করতে যাচ্ছেন, এমন উদাহরণ কম। ২০২৩ আইপিএল তেমনই এক ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে। কথা হচ্ছে, দিল্লি ক্যাপিটালসের অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের। বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ৩১ বছরের মার্শ। তাই সপ্তাহখানেকের ছুটি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ফিরে যাচ্ছেন তিনি। চলতি আইপিএলে মোটেও স্বস্তিতে নেই দিল্লি ক্যাপিটালস। জয়ের সরণীতে ফিরতে মরিয়া রাজধানীর দলটি। তারই মাঝে দিল্লি ক্যাপিটালসের ক্যাপ্টেন ডেভিড ওয়ার্নারের কপালে ভাঁজ ফেলে দিল মার্শের বিয়ে। সাড়ে ছয় কোটি টাকায় কেনা এই ক্রিকেটার আগামী বেশ কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না। এ যাব দুটি ম্যাচ খেলেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। অসুস্থ ঋষভ পন্থের পরিবর্তে ডেভিড ওয়ার্নারের ক্যাপ্টেন্সি সামলাচ্ছেন।

দীর্ঘ আইপিএল ম্যাচে বিরক্ত ক্রিকেটাররা, বিসিসিআইয়ের ঘুম ভাঙবে কবে?

মুম্বই, ৭ এপ্রিলঃ দল বেড়েছে আইপিএলে। দিনও। কিন্তু সবকিছুর থেকে ক্রমশ কি বিরক্তি হয়ে উঠছে, ম্যাচের মোট সময়? দর্শকরা কী ভাবছে, তা হয়তো বলা কঠিন। কিন্তু ক্রিকেটাররা যে অধৈর্য হয়ে পড়ছেন, বলাই যায়। টেস্ট এবং ওডিআই ক্রিকেটের একঘেয়েমি কাটাতেই আনা হয়েছিল টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ম্যাচ কি এত দীর্ঘ হয়? এই সময়ে ওডিআই ক্রিকেটের একটা ইনিংস শেষ হয়েও অনেকটা সময় বাকি থাকবে। তাহলে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দেখার উৎসাহ কী ভাবে একই থাকবে! এমন ভাবনা আসাই স্বাভাবিক। প্রতিটি দলেরই ওভার শেষ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু এ বারের আইপিএলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনিংস কিংবা ম্যাচ শেষ হতে দেখা যায়নি। দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচটাই ধরা যাক। সন্ধে সাড়ে ৭টায় ম্যাচ হলেও বিকেল ৫.৩০ এর মধ্যে ৮০ শতাংশ দর্শক মাঠ ভরিয়েছে। আগে আসার অন্যতম কারণ, ওয়ার্ম আপে প্রিয় ক্রিকেটারদের দেখা। কিন্তু বেরোনোর সময় যন্ত্রণা সঙ্গী হচ্ছে। অনেকে ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই চলে যাচ্ছেন। বিষয়টা শুধু দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম গুজরাট ম্যাচে নয়। একটা ইনিংসই ১২০ মিনিট! হ্যাঁ, এ বারের আইপিএলে এমনটাই দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি দলের একটা ইনিংসের জন্য বরাদ্দ থাকে ৯০ মিনিট। এর মধ্যে ২০ ওভার শেষ করার কথা। কার্যক্ষেত্রে এমনটা হচ্ছে না। একটা ইনিংস শেষ হতে চলে যাচ্ছে আধঘন্টা বেশি সময়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। চেন্নাইতে ধোনিরা নেমেছিলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে। মাঠে কুকুর ঢুকে পড়ায় ৫ মিনিট দেরিতে শুরু হয় ম্যাচ। রাজস্থান রয়্যালসের বিধ্বংসী ওপেনার তথা বিশ্বজয়ী ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ইমোজি এবং আইপিএল হ্যাশট্যাগ দিয়ে পোস্ট করেন, 'খেলার গতি বাড়ুক প্লিজ।' সেই ম্যাচের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছিল ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে। ম্যাচ শেষ হয় রাত ১১.৩০টার পর। কোনও দল অলআউট না হলে অথবা রান তাড়ায় দ্রুত না জিতলে প্রায় প্রতি ম্যাচেই এই চিত্রটা দেখা যাচ্ছে। তবে এটাই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের কিংবা আইপিএলের প্রথম ন'টি ম্যাচের সবচেয়ে দীর্ঘ ইনিংস নয়। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর নেমেছিল। আরসিবি বোলিং শেষ হয় ২ ঘণ্টা

২মিনিট! তেমনই গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস উদ্বোধনী ম্যাচে হার্দিকরা বোলিং শেষ করেছিলেন ২ ঘণ্টায়। ওপেনিং সেরিমনির জন্য এমনিতেই ম্যাচটি ২ মিনিট দেরিতে শুরু হয়েছিল। এ বারে আইপিএলে কোনও সম্পূর্ণ ইনিংস নেই যেখানে ৯০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়েছিল। এই যে ৯০ মিনিট দেওয়া হয় এর মধ্যে ৫ মিনিট স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট ধরাই থাকে। সব মিলিয়ে আইপিএলে একটি ম্যাচের জন্য ধরা থাকে ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট। টিমগুলি যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনিংস শেষ করতে পারে, এর জন্য নানা পেনাল্টিও রয়েছে। কোনও দল বেশি সময় নিলেই পেনাল্টি হিসেবে ফিল্ডিং বিধি নিষেধও আনা হয়েছে। ৯০ মিনিটের মধ্যে ওভার শেষ না হলে, বাকি ওভারগুলিতে ৩০ গজ সার্কেলের বাইরে একজন কম ফিল্ডার নিয়ে বোলিং করতে হয়। দর্শকদের কথা ভেবে ৮টার পরিবর্তে আধ ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছিল আইপিএলের ম্যাচ। কোনও কিছুতেই লাভ হয়নি। প্রায় প্রতিটি ম্যাচই ৪ ঘণ্টা সময় লাগছে শেষ হতে। ফলে একদিনে দুটো ম্যাচ থাকলে টেলিভিশন এবং ওটিটি প্লাটফর্মের দর্শকরা যেমন সমস্যায় পড়ছেন। মাঠের দর্শকদেরও বিরক্তি বাড়ছে। যা কোনও ভাবেই আইপিএল কিংবা ব্রডকাস্টারদের জন্য ভালো বার্তা নয়। ম্যাচ দেরি হওয়ার ক্ষেত্রে ওভার বাউন্ডারি হওয়া, বল খুঁজে পাওয়া যেমন কারণ, তেমনই আরও একটা বড় কারণ রিভিউ। এ বারের আইপিএলে আউটের সিদ্ধান্ত ছাড়া ওয়াইড-নো বলের ক্ষেত্রেও রিভিউ চালু হয়েছে। ফলে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফের ভাবতে হবে ভারতীয় বোর্ডকে। এখন সবে টুর্নামেন্টের শুরুর দিক। হোম-অ্যাওয়ে ফর্ম্যাটে টুর্নামেন্ট ফেরায় মাঠে দর্শকও বাড়ছে। কিন্তু ম্যাচের সময় যদি এ ভাবেই বাড়তে থাকে, দর্শকরা মুখ ফিরিয়েও নিতে পারেন। ২০১৮ সালে ইন্ডিয়ান্স এক্সপ্রেস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল যেখানে স্টার স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মন্তব্যও ছিল। তিনি পরিস্কার জানিয়েছিলেন, রাত ১০.৪৫ মিনিটের পর থেকেই টেলিভিশন দর্শক সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, ১১টার পর গ্রাফটা আরও ভয়ঙ্কর। এর থেকে পরিস্কার বোঝা যায়, দর্শকদের বেশির ভাগ অংশই এত সময় ধরে ম্যাচ দেখার পক্ষপাতী নয়। টুর্নামেন্টে বেশ কিছু ম্যাচেই স্লো-ওভার রেট দেখা গিয়েছে। হাতে গোনা কিছু ম্যাচে কোনও দল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইনিংস শেষের চেষ্টা করেছে। বাটলারের মতো একজন ক্রিকেটারও খেলার গতি বাড়ানোর কথা বলছেন, বোধ হয় সময় এসেছে আইপিএল কমিটিকে তা গুরুত্ব সহকারে ভেবে দেখার।

বাংলাদেশের কাছে সাড়ে ৩ দিনে শেষ আয়ারল্যান্ড! টেস্টে নতুন ইতিহাস সাকিব, মুশফিকদের

মিরপুর, ৭ এপ্রিলঃ দ্বিতীয় দিনই শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়েছিল এই টেস্ট, আয়ারল্যান্ড ছিল ইনিংস পরাজয়ের শঙ্কায়। গতকাল লরকান টাকারদের ব্যাটিংয়ে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সেই আয়ারল্যান্ডই একটু হলেও চাপে ফেলে আয়োজকদের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৩৮ রানের বেশি লক্ষ্য দিতে পারেনি তারা, মুশফিকুর রহিমরা সেটি চতুর্থ দিনের দ্বিতীয় সেশনে এসে তাড়া করে ফেলেছেন ৭ উইকেট বাকি রেখেই। রানতাড়ায় নেতৃত্ব দেন মুশফিক, প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরির পর এবার তিনি অপরাজিত থাকেন ৫১ রানে। তিন বছর পর দেশের মাটিতে আরেকটি টেস্ট জিতল বাংলাদেশ, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিরপুরেই জিম্বাবোয়েকে হারিয়েছিল তারা। এর আগে বাংলাদেশের সর্বশেষ টেস্ট জয় ছিল ২০২২ সালের শুরুতে, মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। সব মিলিয়ে রান তাড়া করে পঞ্চমবার টেস্ট জিতল বাংলাদেশ, এ সংস্করণে এটি তাদের ১৭তম জয়। আর ২০১৯ সালের পর প্রথমবার টেস্ট খেলতে নামা আইরিশরা পেল এ সংস্করণে টানা চারটি ম্যাচ হারের স্বাদ। ১৩১ রানে এগিয়ে থেকে সকালে ৯ ওভার ব্যাটিং করলেও আগের দিনের স্কোরের সঙ্গে ৬ রান যোগ করতেই শেষ ২ উইকেট হারায় আয়ারল্যান্ড। দুটি উইকেটই নেন ইবাদত হোসেন। ৭২ রান করে বোল্ড হন অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, গ্রাহাম হিউম ফেরেন উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিয়ে। ৯ উইকেট নিয়েই ম্যাচ শেষ করতে হয় তাই তাইজুল ইসলামকে। রানতাড়ায় তামিমের সঙ্গে ওপেনিংয়ে আসেন লিটন, ২০১৯

সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্টের পর প্রথমবার। আয়ারল্যান্ড স্পিনারদের সামলাতে ডানহাতি-বাঁহাতি কম্বিনেশনের ব্যাপার তো ছিলই, দুজনের শুরুর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে-এমন জুটির পেছনে আছে আক্রমণাত্মক মানসিকতাও। দ্বিতীয় বলেই মার্ক এডেয়ারকে ড্রাইভ করে চার মেরে শুরু করেন তামিম। লিটন মুখোমুখি প্রথম বলেই ডাউন দ্য গ্রাউন্ডে এসে ছক্কা মারেন ম্যাকব্রাইনকে, ঠিক পরের বলেই কাট করে মারেন আরেকটি চার। ৪ ওভারেই ২৭ রান তুলে ফেলে বাংলাদেশ। ওপেনিং জুটি ভাঙে লিটনের অদ্ভুত আউটে। এডেয়ারের শর্ট বলে পুল শটটা একটু আগেই খেলে ফেলেন লিটন, মিস করেন সেটি। বল তাঁর হেলমেট থেকে এসে লাগে ব্যাটে, এরপর ভাঙে স্টাম্প। ১৯ বলে ২৩ রান করে আউট হওয়া হতবিহ্বল লিটনকে ফিরতে হয় এডেয়ারের 'সানগ্লাস কই' উল্লাসের মধ্য দিয়ে। প্রথম ইনিংসে হেলমেটের নিচে সানগ্লাস পরে ব্যাটিং করেছিলেন লিটন, এডেয়ার দিয়েছেন সেটিরই ইঙ্গিত। দারুণ একটি ড্রাইভে চার মেরে শুরু করলেও নাজমুল অবশ্য বেশিক্ষণ টেকেননি। ম্যাকব্রাইনের অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে টার্ন করে বেরিয়ে যাওয়া বলে যেন ভড়কে যান তিনি, শেষ মুহূর্তে ব্যাট সরানোর চেষ্টা সফল হয়নি তাঁর। সে ওভারে সবচেয়ে বেশি ঘুরেছিল ওই বলই। স্লিপে অ্যান্ডি বলবার্নি ক্যাচটি ঠিকঠাক নিয়েছেন কি না, বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সেটির পক্ষেই সিদ্ধান্ত দেন টেলিভিশন আম্পায়ার আহসান রাজা যদিও সফট সিগন্যাল ছিল নটআউট। ২ ইনিংস মিলিয়ে নাজমুল করলেন ৪ রান। দ্রুত ২ উইকেট হারালেও প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা মুশফিক নেমে অবশ্য আক্রমণাত্মক ব্যাটিংই করেন। মুখোমুখি প্রথম বলেই ম্যাকব্রাইনকে ড্রাইভ করে চার মেরে শুরু করেন তিনি। এরপর চড়াও হন বেন হোয়াইটের ওপর। বাংলাদেশ মধ্যাহ্নবিরতিতে যায় জয়ের সুবাস নিয়েই, প্রয়োজন ছিল ৪৯ রান। বিরতির পর অবশ্য ছন্দপতন হয় তামিমের। লেগ স্পিনার হোয়াইটের লং হপে পুল করতে গিয়ে খাড়া ওপরে ক্যাচ তোলেন ৬৫ বলে ৩১ রান করা এ ওপেনার। দ্রুত ফিরতে পারতেন মুমিনুলও, ম্যাকব্রাইনের বলে সহজতম স্টাম্পিংয়ের সুযোগ টাকার মিস করায় বেঁচে যান তিনি। এরপর আর সুযোগ তৈরি করতে পারেনি আয়ারল্যান্ড। হোয়াইটকে কাট করে চার মেরে ৪৭ বলে ক্যারিয়ারের ২৬তম ফিফটি পূর্ণ করেন মুশফিক।

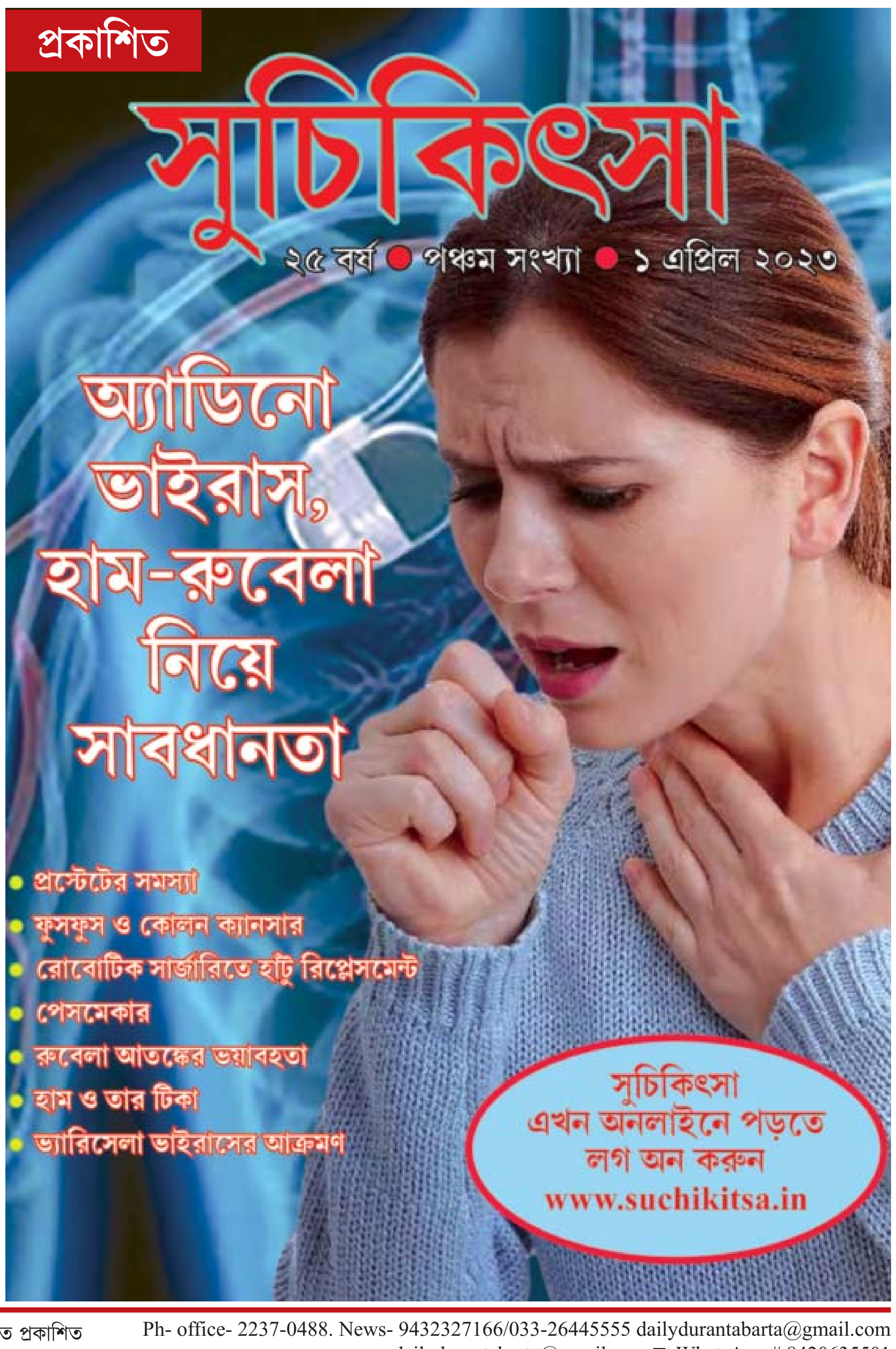

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501